বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন, করিমগঞ্জ

৪, ৫ ও ৬ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ)

স্থান : বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবন ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-প্রাঙ্গণ

প্রতিবেদন

৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন : সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

"বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন — এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তিকে সম্বল করে বিগত ৪, ৫ ও ৬ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ) করিমগঞ্জে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থান ছিল করিমগঞ্জ শহরের রামকৃষ্ণ মিশন রোডে অবস্থিত সম্মেলনের করিমগঞ্জ জেলা সমিতির কার্যালয় বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবন ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-প্রাঙ্গণ। এই অধিবেশন আয়োজনে পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের রূপরেখা পরিবেশনের লক্ষ্যেই এই প্রতিবেদন।

প্রাথমিক পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ:

এই অধিবেশন আয়োজনের জন্য ৪ জুন ২০২৩ তারিখে সম্মেলনের করিমগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি বিনোদলাল চক্রবর্তীর পৌরহিত্যে নাগরিকসভা আয়োজিত হয় যে সভায় করিমগঞ্জ শহর তথা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের দু'শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের কেন্দ্রীয়, জেলা ও করিমগঞ্জের বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ। অধিবেশন আয়োজনের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনার পর ১২টি উপসমিতি বিশিষ্ট একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয় সেই সভায় (অভ্যর্থনা সমিতির পূর্ণাঙ্গ তালিকা এই পুস্তিকায় সংযোজিত রয়েছে)। সভায় ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি অধিবেশন আয়োজনের কথা বিবেচনার জন্য অভ্যর্থনা সমিতিকে অনুরোধ করা হয়।
পরবর্তীতে অভ্যর্থনা সমিতির সভায় ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অধিবেশনের নির্ঘন্ট সাব্যস্ত করা হয়। পাশাপাশি, অধিবেশনের আবাহনে ১৮ জানুয়ারি সকালে করিমগঞ্জ শহরে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা এবং কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমোদনক্রমে সেদিন দুপুরে সম্মেলনের প্রতিনিধিসভা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেইসঙ্গে, অধিবেশন সম্পর্কে করিমগঞ্জবাসীর মধ্যে সজাগতা সৃষ্টি ও সকলের যোগদানের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অধিবেশনের আগে সম্মেলনের আঞ্চলিক সমিতিগুলির উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন শহর ও গ্রামাঞ্চলে পদযাত্রা/শোভাযাত্রা আয়োজনের প্রস্তাব গ্রহণ করে অভ্যর্থনা সমিতি।
বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবন, বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশন এবং করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি করে মঞ্চ তৈরির সিদ্ধান্ত হয় (যথাক্রমে সাংস্কৃতিক মঞ্চ, মুক্ত মঞ্চ, লোক মঞ্চ)। সেইসঙ্গে, নবনির্মিত করিমগঞ্জ টাউন হলের নীচের তলায় বিভিন্ন ধরণের প্রদর্শনী আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অভ্যর্থনা সমিতির সভায়। করিমগঞ্জ আইন মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আহার ও জলযোগের বন্দোবস্ত করা হয়।

পাঁচটি প্রতিষ্ঠান-প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে আয়োজিত এই অধিবেশনের আনুমানিক ব্যয় ১৪ লক্ষ টাকা ধার্য করে অর্থ উপসমিতি অধিবেশনের চার মাস আগে থেকে অধিবেশন আয়োজনে অর্থসাহায্য সংগ্রহে জেলার শতাধিক মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তথা কলেজগুলিতে কুপণ ও রসিদ বিতরণ শুরু

করে। পাশাপাশি চলতে থাকে আমন্ত্রিত অতিথি-শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ, বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম অধিবেশনের তিনমাস আগে থেকে শুরু হয়।

অধিবেশন আয়োজন:

অভ্যর্থনা সমিতির সভা, আহ্বায়ক-সভাপতিদের যৌথ সভা ও বিভিন্ন উপসমিতির সভায় অধিবেশন আয়োজন সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি:

উদ্বোধক : ড. সেমন্তী ঘোষ, সহযোগী সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা, গবেষক ও লেখক।

মুখ্য অতিথি: ড. রঙিলী বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক, বারাসাত সরকারি কলেজ (কলকাতা), গবেষক ও লেখক।

বিশিষ্ট অতিথি : অধ্যাপক রাজীব মোহন পন্থ, মাননীয় উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।

সম্মানিত অতিথি:

- ড. অনিন্দিতা ঘোষাল, সহযোগী অধ্যাপক, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা), গবেষক ও লেখক।
- শ্রী মিহিরকান্তি চৌধুরী, সহকারী নিবন্ধক, মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট (বাংলাদেশ), রবীন্দ্র গবেষক।
- ক্যাপ্টেন দিলীপ সিনহা, সভাপতি, বিহার বাঙালি সমিতি, পাটনা।
- শ্রী বিদ্যুৎ পাল, সাধারণ সম্পাদক, বিহার বাঙালি সমিতি, পাটনা।
- ড. হাফিজ আহমেদ, সভাপতি, চর-চাপরি সাহিত্য পরিষদ, আসাম।
- শ্রী কমলাকান্ত পাল, সভাপতি, ডিমাপুর বাঙালি সমাজ।
- শ্রী জ্যোতির্ময় রায়, কবি, ত্রিপুরা।

আমন্ত্রিত সঙ্গীতশিল্পী :

শ্রী পঙ্কজ দেব (বাংলাদেশ), শ্রীমতী দিব্যাণী দাস মিতালী (বাংলাদেশ), শ্রী বিস্ময় ভট্টাচার্য (বাংলাদেশ), শ্রীমতী পার্বণী দত্ত এন্দো (কলকাতা), শ্রী বাবলু সাঁই (কলকাতা), শ্রী জয়শঙ্কর চৌধুরী (কলকাতা), শ্রীমতী স্মিতা দত্তচৌধুরী (কলকাতা)।

(অনিবার্য কারণে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি। ট্রেন বাতিলের জন্য আমন্ত্রিত অতিথি ড. হাফিজ আহমেদ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। বাকি সকল অতিথি, শিল্পীবৃন্দ অধিবেনশনে যোগদান করেছেন। বাংলাদেশের শিল্পীদের সঙ্গে কবি-সাহিত্যিক শ্রী সন্তু চৌধুরীও তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, শিশুমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।)

বিভিন্ন মঞ্চ, সাহিত্যবাসর, গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনীর নামকরণ ও উদ্বোধকের নাম:

- কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ (স্থান বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতল), উদ্বোধক : শ্রীমতী পদ্মাবতী মজুমদার।
- বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্যবাসর (স্থান বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের নিচের তলা), উদ্বোধক : ড. জন্মজিৎ রায়।
- সুখময় দত্ত স্মৃতি মঞ্চ (স্থান : বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশন), উদ্বোধক : শ্রী চন্দ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য।
- ত্রিগুণা সেন স্মৃতি প্রদর্শনী ও গ্রন্থমেলা (স্থান : করিমগঞ্জ টাউন হল), উদ্বোধক : শ্রী সুশান্ত কুমার পাল।
- হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মৃতি মঞ্চ (স্থান : করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়), উদ্বোধক : শ্রী বদরুজ্জামান চৌধুরী।

মূল অনুষ্ঠানসূচি:

অধিবেশনের আবাহন ।। ৩ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার১) ৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ(।।

সকাল ৭-৩০ মিনিট : সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। সূচনাস্থল : করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ।

(শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত মনীষীদের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান।)

সকাল ১১-৩০ মিনিট : সাংগঠনিক প্রতিনিধিসভা। স্থান : বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবন।

প্রথম দিন ।। ৪ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার) ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ(।।

সকাল ৯-৩০ মিনিট : সম্মেলনের পতাকা উত্তোলন ও ভাষাশহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন। (স্থান : বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবন।) পরবর্তীতে, বিভিন্ন মঞ্চ, সাহিত্যবাসর, গ্রন্থমেলা ও প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

সকাল ১০-৩০ মিনিট : জাতীয় আলোচনাচক্র। বিষয় - "উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙালি : অস্তিত্ব, সঙ্কট ও উত্তরণ।" (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতল।)

বিকেল ৪-৩০ মিনিট : উদ্বোধন অনুষ্ঠান। স্থান : কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতল)।

দ্বিতীয়দিন ।। ৫ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শনিবার) ২০ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ(।।

সকাল ১০-৩০ মিনিট : জাতীয় আলোচনাচক্র। বিষয় - "বাঙালির জাতিপরিচয় ও সংস্কৃতির বিকাশ — স্মৃতি ও সত্তার উত্তরাধিকার।" সহযোগিতায়: আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর। স্থান : কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতল)।

তৃতীয়দিন ।। ৬ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার) ২১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ(।।

সকাল ১০টা : শিশুমেলা। স্থান : মুজতবা আলী স্মৃতি মঞ্চ (বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশন)।

সকাল ১০-৩০ মিনিট : আলোচনাচক্র। বিষয় – "সমস্যাদীর্ণ বরাক উপত্যকা : ভবিষ্যতের পথচিন্তা।" স্থান : কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতল)।
বিকেল ৪-৩০ মিনিট : প্রকাশ্য সভা ও উপত্যকার বিশিষ্টজনদের সম্মাননা প্রদান। স্থান : কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতল)।

এবারের অধিবেশনের প্রথমদিন পতাকা উত্তোলনের সময় সম্মেলন সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এই সম্মেলন সঙ্গীতটির গীতিকার অধ্যাপক জন্মজিৎ রায় এবং সুরকার শ্রী রণধীর রায়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী পূবালী দাস, প্রকাশ্য সভা সঞ্চালনা করেন শ্রী অরূপরতন আচার্য। উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও প্রকাশ্য সভার সময়টুকু বাদ দিয়ে প্রতিদিন সকাল ১০-৩০ মিনিট থেকে রাত ৯-৩০ মিনিট পর্যন্ত তিনটি মঞ্চে অনুষ্ঠানমালা পরিবেশিত হয়েছে, প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সাহিত্যবাসরে কবিতা ও অনুগল্প পাঠের আসর এবং সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ১০-৩০ মিনিট থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়েছে। উদ্বোধন অনুষ্ঠান, প্রকাশ্য সভা ছাড়া আমন্ত্রিত অতিথিরা বিভিন্ন আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেছেন, প্রতিদিন রাত ৮টার পর আমন্ত্রিত সঙ্গীতশিল্পীরা বিভিন্ন মঞ্চে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন।

অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের দু'দিকে দু'টি মূল তোরণ বসানো হয়। রামকৃষ্ণ মিশন রোডের মুখে বসানো তোরণটি সৈয়দ মুজতবা আলীর নামে এবং রেডক্রস রোডের মুখে (শহিদ সরণীর সংযোগস্থল) বসানো তোরণটি অচ্যুৎচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির নামে উৎসর্গ করা হয়। সেইসঙ্গে, অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের আশপাশ করিমগঞ্জের যে ২২ জন সুসন্তানদের নামে তোরণ লাগানো হয় তাঁদের নাম -

নলিনীকান্ত দাস, মতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুজিৎ চৌধুরী, নিরঞ্জন চৌধুরী, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, সুবীর কর, তরুণ দাস, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, শ্যামলরঞ্জন দেব, রথীন্দ্র ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্র কুমার সিংহ, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, অসিতবরণ চক্রবর্তী, রণেন্দ্রমোহণ দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন, খালেক চৌধুরী, সীমা রায়, পূরবী দাস, কামালুদ্দিন আহমদ, শিবতপন বসু, অরুণজ্যোতি সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন দেব।

বিভিন্ন উপসমিতি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার প্রতিবেদন স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে যা এই পুস্তিকায় সংযোজিত রয়েছে। তাই পরিসরের স্বল্পতা বিচারে বিভাগ অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল থেকে বিরত থেকে কয়েকটি বিভাগের অতি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নীচে সংযোজিত হল।

সাহিত্য বিভাগ:

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিবার্ষিক অধিবেশন ১৯-২০-২১ জানুয়ারি করিমগঞ্জ জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বিপিন চন্দ্র পাল মিলনায়তনে তিনদিন সাহিত্য বাসরে স্বরচিত কবিতা এবং অনুগল্প পাঠের আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানে তিন জেলারই বিশিষ্ট লেখকদের তাদের নিজের লেখা কবিতা এবং অনুগল্প পাঠ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল পাঁচ মিনিট। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন করিমগঞ্জের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ড. জন্মজিৎ রায়। উপস্থিত ছিলেন

সম্মেলনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপত্যকার বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনার পর আমন্ত্রিত কবিদের কবিতা পাঠের আসর শুরু হয়। ১৯ জানুয়ারি দুটি অধিবেশনেই সভাপতিত্ব করেন শ্রী অরবিন্দ পাল। যারা কবিতা উপস্থাপন করেছিলেন তারা হলেন সর্বশ্রী জয়ন্তী দত্ত, পরিমল কর্মকার, জয়ন্ত কর্মকার, সপ্তমিতা নাথ, দেবলীনা রায়, মৃন্ময় ইয় রায়, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, বিধান চন্দ্র নাথ, দেবজ মনোজ লাল, হাসনা আরা শেলী, ছন্দা দাম, অনুরাধা দাস, সন্তু চৌধুরী, বিস্ময় ভট্টাচার্য, সুফিয়ান, শিবানী গুপ্ত, অভিজিৎ চক্রবর্তী, সুমিতা গোস্বামী, বনানী চৌধুরী, গোপাল চক্রবর্তী, নিরুপম শর্মা চৌধুরী, গীতা মুখার্জি, অনিন্দিতা চক্রবর্তী।

দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি সাহিত্য বাসরে যারা কবিতা পাঠ করেছিলেন তারা হলেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী চান্দ্রেয়ী দেব, রঞ্জিতা চক্রবর্তী, শৈলেন দাস, পিঙ্কু চন্দ, বিধান চন্দ্র নাথ, শ্যামল প্রসাদ চৌধুরী, স্বাতীলেখা রায়, সুমঙ্গল দাস, পৌলমী পাল, পিয়ালী ঘোষ চৌধুরী, মধুমিতা ভট্টাচার্য, জয়ত্রী চক্রবর্তী, শম্ভু শঙ্কর চক্রবর্তী, প্রিন্স দে, অর্পিতা রাণী দাস, অজয় কুমার সরকার, শাহিদুল ইসলাম, সাগর শর্মা, শুক্লা চন্দ, মাসুমা বেগম, অশোক জ্যোতি, সঙ্গীতা দেব, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, অরূপ রতন আচার্য, সংযুক্তা সিনহা, সোনালী গোস্বামী। অণুগল্প পাঠ করেন জসিম আহমেদ। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড মৃন্ময় দেব এবং শ্রী অরবিন্দ পাল। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী অরবিন্দ পাল অনুষ্ঠানে এই অধিবেশনে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বতোষ চৌধুরী। বাংলা কবিতার নানা দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করে ড. চৌধুরী।

তৃতীয়দিন অর্থাৎ ২১ জানুয়ারি সাহিত্য বাসরে যারা কবিতা পাঠ করেছিলেন তারা হলেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শর্মি দে, শিপ্রা দাস, সঞ্জীতা দাস, দীপাঞ্জলী চৌধুরী, ক্ষিতীশ চন্দ্র নাথ, স্বরাজ নন্দী, ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ, বিধান চন্দ্র নাথ, মানিক চক্রবর্তী, বর্ণশ্রী বক্সী, রাজীব ঘোষ, রাহুল দেব, অপর্ণা দেব, দোলন চাঁপা দাস পাল, মধুমিতা মন্ডল, কুমার বিষ্ণু দে, সুস্মিতা নাথ, লক্ষী নাথ, আশীষ নাথ, কল্যাণ দাস, দিলীপ কান্তি লস্কর, পিঙ্কু চন্দ, নারায়ণ মোদক, অর্পিতা রাণি দাস, জিতেন্দ্র নাথ, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, সুদর্শন ভট্টাচার্য, বিজয় ঘোষ, সন্ময় ভট্টাচার্য, সতানন্দ ভট্টাচার্য, শঙ্করী চৌধুরী, অজয় কুমার সরকার, প্রিন্স দে, ছন্দা দাম, রঞ্জিতা চক্রবর্তী, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, রাজন সাহা সরদার, জাহিদ রুদ্র, গৌতম ভট্টাচার্য, সমিতা ভট্টাচার্য, সুতপা মুখার্জি, শামলী দে, শিবানী গুপ্ত, শ্যামল প্রসাদ চৌধুরী, অশোক জ্যোতি, নারায়ণ মোদক, গোপাল চক্রবর্তী, নিরুপম শর্মা চৌধুরী, রঞ্জন ভট্টাচার্য, সুরভী সাহা, প্রদীপ চন্দ্র দাস, দীপক সেনগুপ্ত। এদিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী অরবিন্দ পাল এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য। তিনদিনের এই সাহিত্য বাসরে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর, ধর্মনগর সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করেন।

সাহিত্য উপসমিতির সভাপতি শ্রী অরবিন্দ পাল, আহ্বায়ক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও সদস্যবৃন্দ পিঙ্কু চন্দ, গোপাল চক্রবর্তী, নিরুপম শর্মা চৌধুরী, অপরাজিতা ভট্টাচার্য, পিনাকী ধর, মিঠুন ভট্টাচার্য, জাহিদ

রুদ্র, অমিতাভ চৌধুরী, মাশুক আহমেদ, জিতেন্দ্র নাথ, সিতাংশু চক্রবর্তী, অশোকজ্যোতি প্রমুখের সম্মিলিত উদ্যোগে এই আয়োজন সবার কাছে সমাদৃত হয়।

স্মরণিকা:

সংগঠনের সব অধিবেশনের স্মরণিকা হয়ে থাকে যথেষ্ট গুণমান সম্পন্ন। এবারও এর কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। এবারের ৩০ তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের স্মরণিকাটি কলেবরে বিরাট হয়েছে। মোট ২০০ পাতার এই স্মরণিকায় ৩০টি নিবন্ধ রয়েছে। লেখক সমাজের সহযোগিতা পাওয়াতে অবশ্য বিষয় বৈচিত্রে একটি সমৃদ্ধশালী স্মরণিকা প্রস্তুত করার কাজ সম্ভব হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি উদীয়মান লেখকদের রচনাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই স্মরণিকায়। বরাক উপত্যকার সামগ্রিক চালচিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় লেখাগুলির বিষয়বস্তু চয়ন হয়েছে আকর্ষণীয়। শিল্পী শ্রী সন্দীপন ভট্টাচার্যের হাতে আঁকা প্রচ্ছদটি দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। সম্মেলন সঙ্গীত ও এর স্বরলিপি স্মরণিকার এক নতুন সংযোজন। বরাবর স্মরণিকায় সাংগঠনিক যা কিছু সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে এর কিছুই বাদ দেওয়া হয়নি এবারও। স্মরণিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে ছাপাখানা স্কলার পাবলিকেশনসের স্বত্বাধিকারীকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হয়।

প্রচার বিভাগ:

অধিবেশনের প্রস্তুতিপর্বে, প্রচার উপসমিতি গঠনের পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে প্রচার সমিতির সদস্যদের দ্বারা অধিবেশনের প্রচার শুরু হয়। সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের তোড়জোড় বাড়ানোর লক্ষ্যে সামাজিক মাধ্যম প্রযুক্তি বহুল ব্যবহারকারী কয়েকজনকে নিয়ে একটি প্রচারগোষ্ঠী তৈরি করা হয়। অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণের সাথে সাথে শহরের পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগে ২০'/১০' আকারের তিনটি বড় ব্যানার লাগানো হয়। সম্মেলনের দিন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে শহরের বিভিন্ন জনবহুল স্থান ও বাজারের সম্মুখে মাঝারি আকারের আরও বেশ কিছু ব্যানার লাগানো হয়। এছাড়াও প্রতিটি আঞ্চলিক সমিতির সহায়তায় জেলার প্রতিটা আঞ্চলিক এলাকায়ও ব্যানার লাগানো হয়। ইতিমধ্যে চাঁদা সংগ্রহের পাশাপাশি প্রচারের স্বার্থে অধিবেশনের উদ্দেশ্য-সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ও প্রাচীরপত্র বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়, বাজার ও জনসাধারনের মধ্যে বিলি করা হয়। সম্মেলনের পক্ষকাল পূর্বে শহরের উপকণ্ঠ ছন্তরবাজার, পূর্বতন আর্ল ব্রিজের সংযোগ স্থলে আলো সুস্বজ্জিত একটি বিশাল ব্যানার লাগনো হয়। সম্মেলনের ৭ দিন আগের থেকে সম্মেলনে জনসাধারনের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে জেলাজুড়ে মাইকযোগে প্রচার শুরু হয়। পাশাপাশি, সম্মেলনের বিভিন্ন পদাধিকারী ও বিভিন্ন বিদ্যজন, সাহিত্যিক, শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যসহ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আবেদন সামাজিক মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনের দু'দিন আগে এই প্রথবারের মতো শহর ও অধিবেশন প্রাঙ্গণের আশপাশের অঞ্চলগুলি সম্মেলনের পতাকা দিয়ে সাজানো হয়। সঙ্গে অধিবেশনের আবেদনপত্রটি সকল দৈনিক সংবাদপত্রের ভিতরে ভরে গ্রাহকের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। সম্মেলনের শুভারম্ভে বর্ণাঢ্য শোভযাত্রায় জনগনের অংশগ্রহণ ও শোভাযাত্রা উপভোগের আহ্বান জানিয়ে মাইকসহ প্রচার মাধ্যমের গাড়ি শোভযাত্রার সারির শুরুতে সমস্ত শহর পরিক্রমা করে।

সংস্কৃতি বিভাগ:

বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম কেন্দ্রীয় দ্বিবার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী-সকাল ১০ টা থেকে রাত্র ১০ টা পর্যন্ত যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা সৃজিত করা হয়েছিল, তা এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল। বিগত ৪, ৫ ও ৬ মাঘ ১৪৩০ বাং (১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০২৪ ইং) প্রতিদিন তিনটি মঞ্চে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতিমঞ্চ (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতিভবন), সুখময় দত্ত স্মৃতিমঞ্চ (বি-এড কলেজ) ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মৃতিমঞ্চে (সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ) ত্রি-দিবসীয় এই- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের মনে বৈভবময় সাংস্কৃতিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। আমন্ত্রিত প্রত্যেক শিল্পীরাই প্রতিদিন বিভিন্ন মঞ্চে তাদের গানের ডালি উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন দর্শককুলের মাঝে। আমন্ত্রিত শিল্পীরা ছিলেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী জয়শংকর চৌধুরী (কলকাতা), বাবুল সাঁই- (কলকাতা) পার্বনী দত্ত এন্দো (কলকাতা) স্মিতা দত্তচৌধুরী (কলকাতা) দিব্যানী দাস মিতালী (বাংলাদেশ), বিস্ময় ভট্টাচার্য (বাংলাদেশ) পঙ্কজ দেব (বাংলাদেশ), সুদীপ্তা ভট্টাচার্য (শিলচর), মঞ্জুশ্রী দাস ও বিধান লস্কর (শিলচর) এছাড়া কাছাড় জেলা সমিতি, লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সমিতি, হাইলাকান্দি জেলা সমিতি, রামকৃষ্ণনগর আঞ্চলিক সমিতি, বদরপুর আঞ্চলিক সমিতি, লঙ্গাই-মাইজগ্রাম-কর্ণমধু আঞ্চলিক সমিতি, লক্ষ্মীবাজার আঞ্চলিক সমিতি, কানিশাইল শরিফ নগর আঞ্চলিক সমিতি ও সুপ্রাকান্দি আঞ্চলিক সমিতি নিজেদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শকমণ্ডলীর বাহবা আদায় করতে সক্ষম হয়।

আমাদের এই অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতিকে দর্শকগণের মাঝে উপস্থাপিত করার লক্ষ্যে যেসব সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে সেই সংস্থাগুলি হল রাইমোহন দেবনাথ ও সম্প্রদায় (লোকসংগীত) কানাইবাজার, ঝুমুর নৃত্য দিশা গ্রুপ জালালনগর বাগান, ধামাইল ও সরস্বতী সংগীত নৃত্য সুপনারগুল, বিদ্যার্থসংঘ কৃষ্ণলীলা (মাইজগ্রাম) আশু নমঃশূদ্র ও সম্প্রদায় ও ঝার গান, দিগেন্দ্র নমঃশূদ্র ও সম্প্রদায় আইর গান, দেবজ্যোতি গ্রুপ ও সম্প্রদায় পদাবলী কীর্তন, মা-মনসা সম্প্রদায় পদ্মপুরাণ, রেনু সম্প্রদায় সূর্যব্রত, বাংলা লোকগানের দল, শান্তা নৃত্য সংস্থা ধামাইল। বিয়ের গান ও চড়কের গান, বীণাপানি ছাত্র সংঘ মহিশাসন ওঝানৃত্য, রাধারমণ মিউজিক কলেজ বারইগ্রাম প্রচলিত লোক সংগীত।

তিনদিনের এই অনুষ্ঠানে শহরের যেসব বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে তাদের অনুষ্ঠানমালা সাজিয়ে এনেছিল সেই বিদ্যালয়গুলি হল পি, আর, চৌধুরী শিশুনিকেতন, বেবীল্যান্ড ইংলিশ স্কুল, এম. এম. এম. সি স্কুল, ফ্রন্টিয়ার, বিরজাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন কর্ণমধু, রোল্যাণ্ডস, মহর্ষি বিদ্যামন্দির, বিপিন পাল বিদ্যানিকেতন, ভিকমচান্দ বালিকা বিদ্যালয়, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন, রবীন্দ্র সদন মহাবিদ্যালয় ও করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সুলেখা দত্ত চৌধুরী-ছিয়াত্তর (৭৬) বছর বয়সে এসেও যে নৃত্য শৈলীর পরিচয় দিয়েছেন তা এই প্রজন্মের যারা নৃত্য শিক্ষায় ব্রতী তাদেরে অনুপ্রেরণা অবশ্যই যোগাবে। সঙ্গে মঞ্চে অন্যদের মধ্যে ছাপ রেখেছেন শ্রীমতি মৌসুমী রায়, শ্রীমতী তন্দ্রিকা চক্রবর্তী প্রমুখ। সংগীতশিল্পী হিসেবে কয়েকজনের নাম এই প্রতিবেদনে উল্লেখ না করলে এই প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই একক

শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী রঞ্জিত চৌধুরী, রণধীর রায়, শ্যামল রঞ্জন ধর, প্রসেনজিৎ পুরকায়স্থ, সুদীপ ভট্টাচার্য, রমণ রায় (গিটার) ডঃ প্রদীপ কুমার নাথ (গিটার) তরুন দাস, মল্লিকা দাস চৌধুরী, মৃণাল পাল, দীপক আচার্য, প্রিয়াঙ্কা দাস চৌধুরী, বিজয় ভূষণ চক্রবর্তী, অরূপ রতন দাস, প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।
তিন দিনের এই অনুষ্ঠানের মোট একক সংগীত শিল্পী একক নৃত্যশিল্পী ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্থা মিলে প্রায় ১৫৬ টি দল এবং শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিটি অনুষ্ঠানে এই মাঘের কনকনে শীতের মাঝেও দর্শকদের উপস্থিতি আমাদের এই সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের সফলতার বার্তা বয়ে আনে।
দুইটি বাংলা ব্যান্ড ফক ট্রানিকা ও ইরাপশনের উপস্থাপনা বলে উপভোগ্য হয়।

যন্ত্রাংশে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন তারা হলেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী রঞ্জিত দেব, বিপ্রদীপ, সঞ্জয়, শিবু মজুমদার, গৌতম চক্রবর্তী, রাজেশ নাথ, সুমন ভদ্র, চিরঞ্জিত অধিকারী, দেবাশীষ দাস, বিরাজ চক্রবর্তী ও নবারুণ ভট্টাচার্য।

তিনটি মঞ্চে দিনে ও রাতে মঞ্চ চঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী ডাঃ মনিশংকর দাশগুপ্ত, মল্লিকা দাস চৌধুরী, অরূপ রতন দাস, মৌসুমী ভট্টাচার্য, বিভাস দাস, সোনালী গোস্বামী, অসিত নাথ ছন্দা দাস সুস্মিতা ভট্টাচার্য ও ত্রিপথ ভট্টাচার্য।

ত্রিশতম কেন্দ্রীয় দ্বিবার্ষিক আধিবেশন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সকল কর্মকর্তা সদস্য ও সংস্কৃতি উপসামিতির সকল সদস্য ও সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের আমাদের এই সংস্কৃতির অনুষ্ঠান জনসাধারণের মাঝে সঠিক ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

শোভাযাত্রা বিভাগ:

তিনদিনের অধিবেশনের আবহনে ১৮ জানুয়ারি সকালে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। করিমগঞ্জ সরকারি স্কুলের খেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি সারা শহর পরিক্রমা করে। ১৫টি সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ বিভির ধরণের বাঙালি ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতিফলনে শোভাযাত্রায় সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিফলন ছিল নজরকাড়া। করিমগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য-সদস্যাদের যোগদানে শোভাযাত্রাটি এক অনন্য রূপ ধারণ করে। শোভাযাত্রায় লোক সমাগম সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়ে যায়। শোভামাত্রায় করিমগঞ্জের প্রায় সবকয়টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা অংশ গ্রহণ করে। শহরের সন্ধানী সংঘ, যোগমায়া সঙ্গীত বিদ্যালয়, নৃত্যশ্রী কলানিকেতন, নুপুর নৃত্যালয়, সঙ্গীতম, নৃত্যাঙ্গন, সপ্তসুর ইত্যাদি সংস্থা অংশগ্রহণ করে। সিলেট অঞ্চলের প্রধান সংস্কৃতি ধমাইল ছাড়াও মণিপুরী, ওঝা নৃত্য সহযোগে সাজানো এই শোভাযাত্রা হয়ে উঠে আকর্ষণীয়। বাঙালি ভাষা সংস্কৃতির এক অনন্য নিদর্শন এই শোভাযাত্রায় ফুটে ওঠে। শোভাযাত্রার শুরুতে মাটির কারুকার্য দিয়ে তৈরি করা অধিবেশনের ব্যানার বরাক উপত্যকা এবং উপত্যকার বাইরের মানুষের বাহবা কুড়াতে সক্ষম হয়।

প্রদর্শনী বিভাগ: করিমগঞ্জে টাউন হল ভবনে ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সন্মেলনের ৩০তম অধিবেশনের প্রদর্শনীতে বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, হস্তশিল্প ও অন্যান্য ধরনের শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীর বিভাগগুলি ছিল –

১) ইতিহাস ও ঐতিহ্য ২) চিত্রকলা ও ভাস্কর্য ৩) চারুকলা ও হস্তশিল্প ৪) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ৫) বঙ্গ-সাহিত্য প্রকাশিত গ্রন্থ, পুস্তিকা, স্মরণিকা ইত্যাদির প্রদর্শনী ৬) লিটল-ম্যাগ প্রদর্শনী ৭) বাতায়নের বুকস্টল।
এই প্রদর্শনীটি করিমগঞ্জের সুসন্তান ত্রিগুণা সেনের নামে উৎসর্গিত করা হয়। ১৯ জানুয়ারি এর উদ্বোধন করেন করিমগঞ্জের কৃতী শিক্ষক শ্রী সুশান্ত কুমার পাল। এবারের এই প্রদর্শনীতে মোট ন'টি কক্ষে নানা বিষয়ের উপর প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রদর্শনী উপসমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ অধিবেশনের তিনিদিন আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রদর্শনীর বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করেন।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রদর্শনী যা করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দারুনভাবে উপস্থাপন করেন। ইতিহাস বিষয়ক প্রদর্শনীতে ছিল দেশভাগের সময়কালের বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য দলিল ও ছবি। এছাড়া ছিল লাতুর মালেগড়ে সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংগ্রামীদের যুদ্ধে ব্যবহৃত পিস্তল ও তলোয়ার। এই বিভাগটির আয়োজন ও পরিচালনা করেন লেখক-ইতিহাসবিদ শ্রী বিবেকানন্দ মোহন্ত। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিভাগে বরাকের স্বনামধন্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম বরাবরের মতো সবার নজর কেড়েছে। শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী ড. স্বপন পাল, ড. গণেশ নন্দী, সরোজ পাল, কিশোর দে, অমিতাভ চৌধুরী, অশেষ দাস, সন্দীপন ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, মনিকা পাল, সৌভিক দে, সিদ্ধার্থ শংকর দাস, রাহুল পাল, মিঠুন চক্রবর্তী, অরুণ পাল, ড. রাজকুমার মাজিন্দর, শান্তনু আচার্য, মনিকা চৌধুরী, চন্দ্রশেখর রায় প্রমূখ।

লায়ন্স ক্লাবের পক্ষ থেকে একটি হাতের কাজের প্রদর্শনী ছিল। মাইজগ্রামের মহিলাদের হাতে সেলাই করা কাপড়, পিঠে পুলি ইত্যাদি ছিল। এছাড়া ছিল একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনী ও শিলচরের বাতায়ন-এর বইয়ের স্টল। চারুকলা ও হস্তশিল্প বিভাগে করিমগঞ্জের শিল্পী সুজয় ধর করিমগঞ্জের লাতুতে অবস্থিত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত 'মালেগড়ের ওয়ার মেমোরিয়ালের' মডেল তুলে ধরেন। এছাড়া ছিল শ্রীমতী অনিন্দিতা চক্রবর্তী, শ্রীমতী লীলা চক্রবর্তী, শ্রী রিটন নাথ, শ্রী অম্লান চক্রবর্তী, স্বর্গীয় অসিত দেব, শ্রীমতী জুলি দাস ও শ্রীমতী প্রিয়া রাউতের সুদৃশ্য হাতের কাজের পরিবেশনা।

আলোচনা বিভাগ:

তিনদিনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশনে এবার তিনটি আলোচনাচক্র আয়োজিত হয়। স্থান: কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতল)।

প্রথম দিন ।। ১৯ জানুয়ারি ২০২৪, শুক্রবার ।। সকাল ১০-৩০ মিনিট ।।

জাতীয় আলোচনাচক্র। বিষয় - "**উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙালি : অস্তিত্ব, সঙ্কট ও উত্তরণ**।"
সভাপতি – ড. মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, করিমগঞ্জ কলেজ।
বিষয় উপস্থাপক – শ্রী অরূপ আচার্য
বক্তা –

- শ্রী সঞ্জীব দেবলস্কর, লেখক ও সমাজকর্মী, শিলচর।

- শ্রী কমলাকান্ত পাল, সভাপতি, ডিমাপুর বাঙালি সমাজ।
- শ্রী জ্যোতির্ময় রায়, কবি, ত্রিপুরা।

দ্বিতীয়দিন ।। ২০ জানুয়ারি ২০২৪, শনিবার ।। সকাল ১০-৩০ মিনিট ।।

জাতীয় আলোচনাচক্র। বিষয় - "**বাঙালির জাতিপরিচয় ও সংস্কৃতির বিকাশ — স্মৃতি ও সত্তার উত্তরাধিকার।**" সহযোগিতায়: আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।

সভাপতি – ড. বিশ্বতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর।

বিষয় উপস্থাপক – শ্রী রঞ্জন ভট্টাচার্য

বক্তা –

- ড. সেমন্তী ঘোষ, সহযোগী সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা, গবেষক ও লেখক।
- ড. রঙিলী বিশ্বাস, সহযোগী অধ্যাপক, বারাসাত সরকারি কলেজ (কলকাতা), গবেষক ও লেখক।
- ক্যাপ্টেন দিলীপ সিনহা, সভাপতি, বিহার বাঙালি সমিতি, পাটনা।
- শ্রী মিহিরকান্তি চৌধুরী, সহকারী নিবন্ধক, মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ ও রবীন্দ্র গবেষক।
- ড. অনিন্দিতা ঘোষাল, সহযোগী অধ্যাপক, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা), গবেষক ও লেখক।

তৃতীয়দিন ।। ২১ জানুয়ারি ২০২৪, রবিবার ।। সকাল ১০-৩০ মিনিট ।।

আলোচনাচক্র। বিষয় – "**সমস্যাদীর্ণ বরাক উপত্যকা : ভবিষ্যতের পথচিন্তা।**"

সভাপতি – শ্রী সতু রায়, লেখক ও সমাজকর্মী।

বিষয় উপস্থাপক – শ্রী গৌতমপ্রসাদ দত্ত

বক্তা –

- শ্রী তৈমুর রাজা চৌধুরী, সম্পাদক, দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর।
- শ্রী অরিজিৎ আদিত্য, সম্পাদক, দৈনিক বার্তালিপি, শিলচর।
- শ্রী সুব্রত কুমার পাল, ব্যবহারজীবী, করিমগঞ্জ।
- শ্রী দেবদত্ত চক্রবর্তী, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শ্রীকিষণ সারদা কলেজ, হাইলাকান্দি।

এই দিন আলোচনাচক্র শুরুর আগে একটি গ্রন্থ উন্মোচনের একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী বিনোদলাল চক্রবর্তীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তিনটি গ্রন্থ উন্মোচিত হয়।

- বিভিন্ন বিষয়ক সনেট (লেখক - ড. জন্মজিৎ রায়, উন্মোচক - শ্রী বদরুজ্জামান চৌধুরী)
- সময়ের ইতিকথা (নিবন্ধ সংকলন) (লেখক - মিহির দেবনাথ, উন্মোচক - ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী)
- একান্তে মেঘবালিকা (কবিতা সংকলন) (লেখক - ড. অর্পিতা রানী দাস, উন্মোচক বিনোদ লাল চক্রবর্তী)।

(আলোচনাচক্রগুলির বিস্তারিত প্রতিবেদন ১২ মে ২০২৪ তারিখের দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যা এই পুস্তিকায় সংযোজিত রয়েছে।)

শিশুমেলা বিভাগ –

বিগতদিনে আয়োজিত সম্মেলনের অধিবেশনগুলির মতো এবারও অধিবেশনের শেষদিন, ২১ জানুয়ারি রবিবার, করিমগঞ্জ বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশন প্রাঙ্গণে তৈরি সুখময় দত্ত স্মৃতি মঞ্চে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শিশুমেলা অনুষ্ঠিত হয়। মোট দু'শ-র বেশি শিশুরা এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে। সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোলের শতবর্ষ পূর্তিকে স্মরণে রেখে সেদিনের এই অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ মঞ্চ তৈরি করেন শিল্পী শ্রী কিশোর দে যা সকলের নজর কাড়ে।

খাদ্য, আপ্যায়ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ:

খাদ্য উপসমিতি আন্তরিকভাবে অধিবেশনের তিনদিন (১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি) দু'বেলা করে এবং এর আগে ১৮ জানুয়ারি দুপুরে প্রতিনিধি সভায় যোগদানকারী সম্মেলনের সদস্যদের জন্য দুপুরের আহারের বন্দোবস্ত করে। এই চারদিন মোট তিন হাজারের বেশি অতিথি/সদস্যরা আহার গ্রহণ করেন। ১৮ জানুয়ারি সকালে শোভাযাত্রায় যোগদানকারীদের জন্য তিন হাজার মিষ্টির প্যাকেট, ২১ জানুয়ারি শিশুমেলায় যোগদানকারী শিশুদের জন্য ২৫০টি বিরিয়ানির প্যাকেট এবং শোভাযাত্রায় যোগদানকারীদের জন্য তিন হাজার জলযোগের প্যাকেটের ব্যবস্থা করে খাদ্য উপসমিতি। এছাড়া, অধিবেশনের দিনগুলিতে কার্যালয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবিরাম চা যোগান দেওয়ার জন্য কার্যালয়ের সম্মুখে চায়ের স্টল চালু রাখে খাদ্য উপসমিতি।

আপ্যায়ন উপসমিতি অতিথিদের থাকা-খাওয়া সহ অন্যান্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। শহরের প্রধান তিনটি হোটেল ও শিলচরের কাছাড় ক্লাবে অতিথিদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। তাঁদের বিমনবন্দর থেকে আসা-যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে ব্যবস্থাপনা উপসমিতি। এছাড়া, অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ তৈরি করা, মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা, মাইক, বিদ্যুৎসংযোগ থেকে শুরু করে যাবতীয় আয়োজনের দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে পালন করেন ব্যবস্থাপনা উপসমিতির সদস্যবৃন্দ। বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের সম্মুখের মিশন রোডের পুরো রাস্তাটিতে আলপনা দিয়ে সাঁজিয়ে দেন আকন-বাকনের স্বত্বাধিকারী শিল্পী শ্রী গৌতম চক্রবর্তী ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। আলপনা আঁকার জন্য রাস্তাটি দমকলের গাড়ি দিয়ে ধুয়ে দিতে সহযোগিতা করেন সেই ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিশনার ডাঃ দেবতোষ পাল।

শোভাযাত্রার মূল ব্যানার, বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতলের মঞ্চসজ্জা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রতীকের আদলে বানানো মূর্তিটিতে যথেষ্ট শৈল্পিক ছাপ ছিল। এর জন্য শিল্পী শ্রী সুজিৎ কুমার পাল সকলের সাধুবাদ কুড়িয়েছেন। কলকাতা থেকে উত্তরীয়, ব্যাজ ও ব্যাগ তৈরি করে আনাতে সহযোগিতা করেছেন শ্রী অরূপরতন আচার্য। কলকাতা থেকে সম্মেলনের প্রতীক-চিহ্নিত স্মারক (এক্রাইলিক মেমেন্টো) তৈরি করে আনতে সহযোগিতা করেছেন শ্রী সুজিৎ কুমার পাল, গৌহাটি থেকে সম্মেলনের প্রতীক-খচিত পতাকা তৈরি করে পাঠিয়েছেন শ্রী দীপন সাহা সরদার। এইভাবে, এই অধিবেশনকে সফল করে তুলতে অগণিত করিমগঞ্জবাসী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পরিশেষে, সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতি, করিমগঞ্জ জেলা সমিতি ও এর আওতাধীন আঞ্চলিক সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দ সহ অভ্যর্থনা সমিতির কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ দীর্ঘদিন নিরলস প্রয়াস করে গিয়েছেন বিশাল এই কর্মযজ্ঞকে সার্থক করে তুলতে। বিশেষ উল্লেখ করতে হয় কেন্দ্রীয় সমিতির মাননীয় সভাপতি ড· রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের সহযোগিতার কথা। তিনি শুরু থেকেই নিরলসভাবে সব কটি বিভাগের পরিকল্পনা ও কাজে পরামর্শ ও সহযোগিতা করে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম প্রসাদ দত্ত মহাশয়ও অভ্যর্থনা সমিতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলেই সুষ্ঠুভাবে এই অধিবেশন আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। করিমগঞ্জবাসী বরাবরই বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি আস্থা রেখে আসছেন। এই আস্থায় ভিত্তি করে প্রথমবারের মতো একটি বড় বাজেটের অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যাশা অনুসারে আর্থিক অনুদান আদায় হয়েছে এই অধিবেশনের জন্য। অনেকেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অনুদান আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থ উপসমিতি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করতে হয়। অর্থ সংগ্রহের জন্য জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘ তিনমাস তাঁরা ছুটেছেন। এবারের অধিবেশনে অনলাইনে অনুদান সংগ্রহের ব্যবস্থাও করা হয় এবং এই পথে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়েছে। এই সুবিধা থাকার জন্য বিদেশ ও বহির্বরাকে থাকা করিমগঞ্জের সুসন্তানেরা এর মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই অধিবেশন আয়োজনে যারা পরামর্শ দিয়েছেন, যারা সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী ও অতিথিদের যাঁরা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এই অধিবেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান/আয়োজনে যোগদান করে সেগুলিকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলেছেন। সেইসঙ্গে, অধিবেশন আয়োজনে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাঙ্গণ ব্যবহার করার অনুমতি ও এই ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশন, করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ আইন মহাবিদ্যালয় ও করিমগঞ্জ টাউন হল পরিচালন সমিতিকে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রত্যাশা অনুসারে একটি অর্থবহ অধিবেশন উপস্থাপন করতে পারার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির প্রত্যেক কর্মকর্তা/সদস্যের সাধুবাদ প্রাপ্য। এই অধিবেশন আবারও প্রমাণ করেছে যে বঙ্গসাহিত্যের উপর উপত্যকাবাসীর অগাধ আস্থা রয়েছে। এই আস্থার সঙ্গে অবশ্যই জড়িয়ে রয়েছে প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশা পূরণে সম্মেলন নিযুক্ত থাকবে, নিরন্তর। এই আমাদের অঙ্গীকার।

(বিনোদলাল চক্রবর্তী)	(ড. সব্যসাচী রায়)	(নিশিকান্ত ভট্টাচার্য)
সভাপতি	কার্যকরী সভাপতি	সাধারণ সম্পাদক

অভ্যর্থনা সমিতি, ৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন

অভ্যর্থনা সমিতি

উপদেষ্টামণ্ডলী

- ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, মাননীয় সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
- অধ্যাপক রাজীবমোহন পন্থ, মাননীয় উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক সুজিৎ ঘোষ, মাননীয় উপাচার্য, টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা
- অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী, মাননীয় উপাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক জয়ন্তভূষণ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
- অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
- শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, মাননীয় মন্ত্রী বন ও অন্যান্য বিভাগ, আসাম
- শ্রী কৃপানাথ মালাহ, মাননীয় সাংসদ, করিমগঞ্জ
- শ্রী সিদ্দেক আহমদ, মাননীয় বিধায়ক, দক্ষিণ করিমগঞ্জ ও প্রাক্তন মন্ত্রী, আসাম
- শ্রী কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, মাননীয় বিধায়ক, উত্তর করিমগঞ্জ
- শ্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, মাননীয় বিধায়ক, পাথারকান্দি
- শ্রী বিজয় মালাকার, মাননীয় বিধায়ক, রাতাবাড়ি
- শ্রী আব্দুল আজিজ, মাননীয় বিধায়ক, বদরপুর
- শ্রী রবীন্দ্র দেব, পুরপতি, করিমগঞ্জ পুরসভা
- শ্রী দেবব্রত সাহা, সভাপতি, করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- শ্রীমতী রুবি নাগ, পুরসভানেত্রী, বদরপুর পুরসভা
- শ্রীমতী প্রতিমা নাথ, পুরসভানেত্রী, রামকৃষ্ণনগর পুরসভা
- শ্রী মিশন রঞ্জন দাস, প্রাক্তন বিধায়ক এবং সভাপতি, আসাম পরিবহন নিগম
- শ্রী গৌতম রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী, হাইলাকান্দি।
- শ্রী ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।
- শ্রী মানিক চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।
- শ্রী গৌতমপ্রসাদ দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।
- শ্রী বিজয় কুমার ধর, প্রাক্তন সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।
- শ্রী নীতিশ ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।
- ড. সৌরীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, প্রাক্তন সভাপতি, কেন্দ্রীয় সমিতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন।
- শ্রী চন্দ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য, প্রাক্তন জেলা সভাপতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, করিমগঞ্জ।
- শ্রী সতু রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, করিমগঞ্জ।
- ড. জন্মজিৎ রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, করিমগঞ্জ।
- ড. সুখেন্দুশেখর দত্ত, প্রাক্তন জেলা সভাপতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, করিমগঞ্জ।
- ড. সুধাংশুশেখর দত্ত, প্রাক্তন জেলা সভাপতি, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, করিমগঞ্জ
- শ্রী ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য, প্রাক্তন সাংসদ, করিমগঞ্জ।
- শ্রী নিশীথ রঞ্জন দাস, প্রাক্তন বিধায়ক, করিমগঞ্জ।
- শ্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী, আসাম।
- শ্রী আবু সালেহ নজমুদ্দিন, প্রাক্তন মন্ত্রী, আসাম।
- শ্রী মণিলাল গোয়ালা, প্রাক্তন বিধায়ক, পাথারকান্দি।

- শ্রী শম্ভু সিং মালাহ, প্রাক্তন বিধায়ক, রাতাবাড়ি।
- শ্রী প্রণব কুমার নাথ, প্রাক্তন বিধায়ক, দক্ষিণ করিমগঞ্জ।
- শ্রী আব্দুল আজিজ খান, প্রাক্তন বিধায়ক, দক্ষিণ করিমগঞ্জ।
- শ্রী তৈমুর রাজা চৌধুরী, শ্রী সঞ্জীব দেবলস্কর, শ্রী হবিবুর রহমান চৌধুরি, শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য, শ্রী রজত চক্রবর্তী, শ্রী আজিজুর রহমান তালুকদার, শ্রী পরিতোষ দাশগুপ্ত, শ্রী সুখেন্দুবিকাশ পাল, ডাঃ মণিশঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, শ্রী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী, শ্রী সুশান্তকুমার পাল, শ্রী যোগব্রত রায়।

সভাপতি – শ্রী বিনোদলাল চক্রবর্তী।

কার্যকরী সভাপতি - ড. সব্যসাচী রায়।

সহ-সভাপতি – ড. কৃষ্ণরঞ্জন পাল, শ্রীমতী সুলেখা দত্তচৌধুরী, ডাঃ আবুল হোসেন, শ্রী রণধীর রায় ও শ্রী দয়ালচন্দ্র সরকার।

সাধারণ সম্পাদক – শ্রী নিশিকান্ত ভট্টাচার্য।

সহ সাধারণ সম্পাদক - শ্রী সত্যজিৎ দাস, ড. অরূপ দাস, শ্রী দিবাকর দাস।

কার্যালয় সম্পাদক – শ্রী চয়ন বণিক ও শ্রী পার্থ সোম।

বিভিন্ন উপসমিতি

অর্থ উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী সুবীর রায়চৌধুরী

আহ্বায়ক - শ্রী নন্দকিশোর বণিক

সদস্য - সর্বশ্রী/শ্রীমতী বিমান বিহারী সিনহা, সন্তোষ জৈন, প্রদীপ রায়, রাকেশ রায়, গণপতি রায়, জগদীশ বণিক, পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী, সুবীরবরণ রায়, অরিন্দম রায়, মনোজ দেব, মনীষ চক্রবর্তী, দেওয়ান আব্দুল হাকিম চৌধুরী, নেপাল কৃষ্ণ ধর, দীপক দেব, বিরাজ নাথ, অমৃতলাল বণিক, সুব্রত দেব, অসিত দত্ত, দেবব্রত সাহা, ডা. আবুল হোসেন, আজমল হোসেন, আব্দুল খালেক, ডাঃ দেবতোষ পাল, অমরকৃষ্ণ সাহা, অসিত চক্রবর্তী, অশোক দত্ত, বিমানশ্যাম পুরকায়স্থ, নূরউদ্দিন, অসিত পাল, গৌতম সাহা, তারা কিশোর বণিক, সব্যসাচী কর, রাজা বণিক, কল্লোল মোহন্ত, অনিমেষ দে, নিখিল দাস, রামমোহন দাস, নির্মল বণিক।

ব্যবস্থাপনা উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী সজল দত্ত

আহ্বায়ক – শ্রী নিরোজিৎ দাস

সদস্য – সর্বশ্রী/শ্রীমতী ধীমান চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ দে, নারায়ণ ধর, অচিন্ত্য দত্ত, জয় বণিক, চঞ্চল বণিক, অমিত পাল, রাখাল রায়, বিষাণ দাস, সুজিত রাহা, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, সন্দীপ নন্দী, রামগোপাল দে, শুভ প্রকাশ দেব, দেবাংশু গুপ্ত, সুদীপ পাল, অভিজিৎ দাস, বিশাল ঘোষ।

স্মরণিকা উপসমিতি

সভাপতি – শ্রী মাশুক আহমদ

আহ্বায়ক – শ্রীমতী ঝুমা দাস

সদস্য – সিতাংশু চক্রবর্তী, ড. মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য, সঞ্জীব দেবলস্কর, ড. নির্মল কুমার সরকার, মিহির দেবনাথ, ড. সর্বজিৎ দাস, জাহিদ রুদ্র।

সাহিত্য উপসমিতি

সভাপতি – শ্রী অরবিন্দ পাল

আহ্বায়ক – ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সদস্য – সর্বশ্রী সুব্রত দাস, সৌমিত্র চৌধুরী, মাশুক আহমদ, বিজয় ঘোষ, সুদীপ্তা দে চৌধুরী, অমিতাভ চৌধুরী, পিংকু চন্দ, প্রবাল সেন, প্রতিমা পাল, পিনাকী ধর, ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী, মিঠুন ভট্টাচার্য, নিরুপম শর্মা চৌধুরী, গোপাল চক্রবর্তী, অশোক জ্যোতি, অপরাজিতা ভট্টাচার্য।

আলোচনা উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী বিবেকানন্দ মোহন্ত

আহ্বায়ক – শ্রী রঞ্জন কুমার ভট্টাচার্য

সদস্য – সর্বশ্রী ড. শান্তনু দত্ত, ড. বিজন দেব, আসমত সুলতানা, ড. নির্মলকুমার সরকার, ড. মনোলীনা নন্দীরায়, সুব্রত চৌধুরী, বজলুর রহমান খান, অনির্বাণ দত্ত।

সংস্কৃতি উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী সৌমিত্র পাল

আহ্বায়ক – শ্রী নীলজকান্তি দাস

সদস্য – সর্বশ্রী/শ্রীমতী মণিশঙ্কর দাশগুপ্ত, সুলেখা দত্ত চৌধুরী, রমণ রায়, রণধীর রায়, রতিরঞ্জন শর্মা, মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী, বিজয়ভূষণ চক্রবর্তী, মধুমিতা দাস ভট্টাচার্য, রঞ্জিত চৌধুরী, ছন্দা দাম, জগন্নাথ দেব, অরূপ রতন দাস, জয়শ্রী দেব, সুস্মিতা ভট্টাচার্য, সব্যসাচী রুদ্রগুপ্ত, বিপ্রদীপ রায়, বিভাস দাস, মৌসুমী ভট্টাচার্য, মৌসুমী দাস বণিক, সুমিতা দাস, জয়দীপ দেব, সুজিত সরকার, বাবলি দাস, অম্লান চক্রবর্তী, পুষ্পাঞ্জলি দাস পুরকায়স্থ, ড. প্রদীপ কুমার নাথ, সোনালী গোস্বামী, মহুয়া দেবনাথ, দীপক আচার্য, সঞ্জয় শীল, অভিজিৎ গোস্বামী, কিশলয় কর, পায়েল কুরি, অর্পিতা রানি দাস, মৌটুসী দাস, সুব্রত ঘোষ, জয়ানন ভট্টাচার্য, মৈনাক দাস, রম্যব্রত চক্রবর্তী, আর্যয়িতা পাল, মঞ্জু দাস।

শোভাযাত্রা উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী সুবীরবরণ রায়

আহ্বায়ক – শ্রী অরূপ রায়

সদস্য – সর্বশ্রী/শ্রীমতী প্রবীর ভট্টাচার্য, রতিরঞ্জন শর্মা, মলয়কান্তি চৌধুরী, অরূপরতন দাস, অশোক দত্ত, সন্ময় ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ মজুমদার, অসীম চক্রবর্তী, সুশান্ত চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ সাহা, ময়ূরাক্ষী বিশ্বাস, পিনাক চক্রবর্তী, সমীরণ সেন, রঞ্জিতকুমার দেব, নৃপেশরঞ্জন পাল, নূর উদ্দিন, সত্যজিত চক্রবর্তী, বিমানশ্যাম পুরকায়স্থ, সুখেন্দুবিকাশ পাল, একলাছুর রহমান, নৃপতিরঞ্জন পাল, অসীম দেব, পিনাক ভট্টাচার্য, কিশোর দে, সুজিতকুমার পাল, গৌরীশ রায়, বিশ্বনাথ দে, বিভাস বিশ্বাস, পৃথ্বীরাজ পাল, অজয় রায়, ত্রিপৎ ভট্টাচার্য।

প্রদর্শনী উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী বাণীব্রত রায়

আহ্বায়ক – শ্রী সুজয় ধর

সদস্য - সর্বশ্রী/শ্রীমতী বিবেকানন্দ মোহন্ত, স্বপনকুমার পাল, সন্দীপন ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, কিশোর দে, ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুরজিৎ সরকার, দেবীমালা দত্ত, গোপা সেন, সিদ্ধার্থ দাস, সৌভিক দে, অমিতাভ চৌধুরী, অশেষ দাস, সুমিত সিনহা।

প্রচার উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী দেবব্রত ভট্টাচার্য

আহ্বায়ক – শ্রী রাজন সাহা সরদার

সদস্য – সর্বশ্রী/শ্রীমতী সুখেন্দুবিকাশ পাল, সৌমিত্র চৌধুরী, দিবাকর দাস, অভিজিৎ দাস, সোহন বিশ্বাস, পিনাকপাণি দাস, দেবাংশু গুপ্ত, অভিজিৎ ভৌমিক, সৌরভ চক্রবর্তী, পাপ্পু কুরি।

আবাসন ও আপ্যায়ণ উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী সুকান্ত পুরকায়স্থ

আহ্বায়ক – শ্রী গোবিন্দ দত্ত

সদস্য – সর্বশ্রী/শ্রীমতী গৌতম রায়, শিখা চক্রবর্তী, অসিত ধর, বনানী চৌধুরী, সমরকৃষ্ণ সাহা, ধ্রুব বণিক, ড. রাজীব দাশ, রাজীব রায় পোদ্দার, জয়প্রকাশ দাস, পঞ্চতপা পুরকায়স্থ।

খাদ্য উপসমিতি

সভাপতি - শ্রী অমৃতলাল বণিক

আহ্বায়ক – শ্রী অসিত বরণ পাল

সদস্য – সর্বশ্রী/শ্রীমতী যোগব্রত রায়, দিব্যেন্দু রায়, গৌতম দাস, ড. সমীরণ দেবনাথ, রঞ্জিত বিশ্বাস, ধীমান চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ দে, রূপককুমার দেব, সুখেন্দু দাস, শ্যামলরঞ্জন রায়, অমরকৃষ্ণ সাহা, রামগোপাল দেব, রাজদীপ মোদক, শশাংক চক্রবর্তী, অশোক সাহা, জয়ন্ত দাস।

শিশুমেলা উপসমিতি

সভাপতি - শ্রীমতী মৌসুমী রায়

আহ্বায়ক – শ্রীমতী শতাব্দী দত্ত দাস

সদস্য - সর্বশ্রী/শ্রীমতী সুলেখা দত্ত চৌধুরী, সৌমিত্র পাল, নীলজ দাস, শবনম ভট্টাচার্য, অরূপ রায়, কিশোর দে, বিভাস দাস, সোনালী গোস্বামী, রঞ্জিতা চক্রবর্তী, সানি দে, প্রিয়াংকা নাথ, মধুরিমা ভট্টাচার্য।

জাতিসত্তা । ভাষা ও ভাষাগত অধিকার । সাহিত্য । সংস্কৃতি । শিক্ষা

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন
৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন ঃঃ করিমগঞ্জ
৪, ৫ ও ৬ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ)

স্থান ঃ বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবন (রামকৃষ্ণ মিশন রোড) ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ, করিমগঞ্জ

আবেদন

সুধী,

সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি, সর্বোপরি মাতৃভাষার অধিকার ও জাতিসত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৭৭ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজে নিয়োজিত রয়েছে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। একদিকে যেমন উপত্যকার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার বহমান ধারাকেএগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মেলন নিরলস প্রয়াস জারি রেখেছে, তেমনি উপত্যকার সার্বিক স্বার্থে শিক্ষাক্ষেত্রেও পা বাড়িয়েছে, গঠন করেছে দূরশিক্ষা কেন্দ্র যার মাধ্যমে মাধ্যমিকে মাতৃভাষা বিষয় না-থাকা টেট প্রত্যাশীদের আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা প্রদানের জন্য সার্থকভাবে পরিচালনা করছে রাজ্য সরকার অনুমোদিত এক বছরের বাংলা ডিপ্লোমা পাঠক্রম। পাশাপাশি, সাম্প্রতিককালে, নাগরিকত্ব বিল থেকেনাগরিকপঞ্জি নবায়ন, ভূমি আইন সংশোধন থেকে আসাম চুক্তির ৬ নম্বর দফা রূপায়ন, বিদেশী অজুহাতে হয়রানি এবং অতি সাম্প্রতিককালে নির্বাচনকেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে সম্মেলন বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করে বরাক উপত্যকাবাসীর অভিমত যথাস্থানে তুলে ধরেছে।

অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা ও বরাক উপত্যকার বহুভাষিক পরিচয়কে অক্ষত রাখার অঙ্গীকারে তৎপর সম্মেলন। বিভিন্ন বাধাবিপত্তি, সঙ্কোচন সত্ত্বেও নিজ লক্ষ্যে অটল থেকে দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে সম্মেলন এগিয়ে চলছে। সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়েও নিজের স্থিতি ও কর্মকাণ্ড থেকে একচুল সরেনি। উপত্যকাবাসীর আস্থা ও সমর্থন এই পথচলার মূল শক্তি, মূল সম্পদ।

প্রতি দু'বছর পরপর উপত্যকার তিন জেলায় পর্যায়ক্রমে দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন আয়োজন করে আসছে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন আগামী ৪, ৫ ও ৬ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ) করিমগঞ্জে আয়োজিত হচ্ছে। স্থান করিমগঞ্জ শহরের রামকৃষ্ণ মিশন রোডে অবস্থিত সম্মেলনের করিমগঞ্জ জেলা সমিতির কার্যালয় 'বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবন' ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ। অধিবেশন আয়োজনের লক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছে, গঠিত হয়েছে ১২টি উপসমিতি।

এই অধিবেশন সারা বরাক উপত্যকার নাগরিকদের একদিকে যেমন গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ফিরে দেখার সুযোগ করে দেবে, তেমনি হবে আগামীদিনের পথচলার দিশারী। বিশাল এই কর্মযজ্ঞ আয়োজনে অর্থ একটি অন্যতম প্রধান আবশ্যকতা। অধিবেশনকে সফল করে তুলতে করিমগঞ্জবাসী, করিমগঞ্জের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করিমগঞ্জের সুসন্তান এবং করিমগঞ্জের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য ও সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার বিনম্র আবেদন জানাচ্ছে অভ্যর্থনা সমিতি। অভ্যর্থনা সমিতি আশাবাদী, উপত্যকার সর্বসাধারণের সহযোগিতায় বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম অধিবেশন সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে।

বিনীত,

ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী সভাপতি	গৌতম প্রসাদ দত্ত সাধারণ সম্পাদক	বিনোদলাল চক্রবর্তী সভাপতি	ড. সব্যসাচী রায় কার্যকরী সভাপতি	নিশিকান্ত ভট্টাচার্য সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক সমিতি		অভ্যর্থনা সমিতি, ৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন		

"বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ) ॥

: করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চতর

।

নু প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত মনীষীদের

বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবন।

রি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ) ॥

ষাশহিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

ন।

ষ্ঠানিক উদ্বোধন

নর দ্বিতল)

বাসর

নর নিচের তল)

ভুকেশন)

নল)

র মাধ্যমিক বিদ্যালয়)

"উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙালি :

নচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের দ্বিতল।)

প্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ

তল)।

রি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ) ॥

"বাঙালির জাতিপরিচয় ও

উত্তরাধিকার।"

লয়, শিলচর।

তি মঞ্চ (বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি

উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙালি : অস্তিত্ব, সঙ্কট ও উত্তরণ

---ধারণাপত্র---

বাংলা-বিহার-ওড়িশা নিয়ে যে প্রাক্-ঔপনিবেশিক মানচিত্রটি লর্ড কার্জন কৃত বঙ্গভঙ্গে নতুন ভাবে নির্মিত হয় এরও আগে অখন্ড বাংলার সীমানা থেকে সিলেট-কাছাড়-গোয়ালপাড়াকে বের করে এনে নবসৃষ্ট আসাম প্রদেশ গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই সময়েই বাঙালির এই ভুবনের সঙ্গে সাবেক বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সির বিচ্ছেদ ঘটে, মূলস্রোত-ইতিহাস উপেক্ষিত এই ঘটনার অভিঘাত বাঙালি জীবনে আজও সচল। এর উপর সাতচল্লিশে দেশভাগ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাঙালি জীবনে যে সংকট সৃষ্টি করেছে সেটা নিয়েই প্রস্তাবিত এই আলোচনাচক্র। বহুস্তরীয় এই আলোচনাচক্রের বিষয়ে সমাজ বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক রাজনীতি, স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি, বিলগ্ন রয়েছে সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, এবং স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং বহমান ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও ফলশ্রুতি।

ঐতিহাসিক পরিক্রমায় আদি উৎসভূমি থেকে উপনিবেশ-কালীন বিস্তারভূমিতে বাঙালির সম্প্রসারণ শুধুমাত্র আসামে নয়, ভারতের উত্তরাঞ্চলের প্রাদেশিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতেও জনবিন্যাস, সমাজ এবং সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, মমতাবিহীন কালস্রোতে এখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহুবিধ সমস্যা, সৃষ্টি হয়েছে আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক জটিলতা।

ভারতীয় ভূখণ্ডে কূটিল রাজনীতির টানাপোড়েনে পশ্চিমবঙ্গসহ বাংলাভাষার বিস্তীর্ণ ভূগোলে বাঙালি জীবনে উনবিংশ শতকের সাধনা এবং চিন্তার ধারাবাহিকতা এসে যেন নিশ্চল হয়ে আছে। বাংলার মূল ভূমি ছাড়াও বিহার (মানভূম), ঝাড়খণ্ড, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং সর্বোপরি আসাম রাজ্যে (যা আবার ঐতিহাসিক আবহমান বাংলার সঙ্গে ঐতিহ্য পরম্পরাসূত্রে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিতও বটে, অন্তত বর্তমান বরাক উপত্যকা তো তা-ই) বাঙালির পরিচয় ও অবস্থান আজ অনিশ্চয়তার আবর্তে। মনে রাখা প্রয়োজন ব্রিটিশ ভারতে সাবেক বাংলার রাষ্ট্রসীমা পেরিয়ে যেদিকে এই জনগোষ্ঠীর প্রব্রজন ঘটেছে তার অস্তিত্বের শিকড় সেই সকল অঞ্চলের গভীরে প্রোথিত হয়েছে, যার প্রকাশ ঘটেছে সেখানকার জীবনচর্যায়, সৃজনশীল সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও। বাঙালির এ বিস্তারকে আগ্রাসন হিসেবে দেখার পেছনে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ভূমিকাও ইতিহাস সমর্থিত।

ইতিপূর্বে কয়েক শতাব্দীর সহাবস্থানের ফলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালি সহ ক্ষুদ্র, মাঝারি সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠী অচেতন প্রয়াসেই অসমিয়া ভাষাকে আপন করে নেবার পথে অগ্রসর হয়েছিল, অনেকে নিজ ভাষাসংস্কৃতিতে স্থিত হয়েও আসামকে নিজভূমি হিসেবে গ্রহণ করে নেবার পথে এগিয়েছিলেন। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদের আগ্রাসনে এই প্রবণতা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং হয়ে যাচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, অবিভক্ত আসাম রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক প্রদেশ বা রাজ্য। বিভিন্ন জাতিসত্তার বিকাশের পথ ধরে বিভাজনের সম্ভাবনা আরও উন্মুক্ত হয়েছে। বৈচিত্রময় রাজ্যে একটি মাত্র ভাষা এবং একটি মাত্র জনগোষ্ঠীর আধিপত্যের স্বপ্নই রাজ্যে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি অন্যতম কারণ। এ সব-কিছুর প্রবল চাপ এসে পড়েছে রাজ্যের অন্যতম জনগোষ্ঠী বাঙালির উপর যাদের উনিশ লক্ষ জনগণের নাগরিকত্ব আজ অনিশ্চিয়তার মধ্যে। তাদের অনেকে ডি-ভোটার পরিচিতি মাথায় নিয়ে উৎকণ্ঠায় কালযাপন করছেন, অনেকে আবার ডিটেনশন ক্যাম্পে (ট্র্যানজিট ক্যাম্পে) বিনা বিচারে শাস্তি ভোগ করছেন। একইবাবে, প্রতিবেশী রাজ্যেগুলোতেও বাঙালির ঘাড়ে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিদেশীর ভূত।

কামরূপ রাজত্বকাল থেকে আহোম-কোচ রাজত্বকাল পর্যন্ত বঙ্গভূমির অনেকে আসামে বসতি করেও নিজ ভাষাসত্তায় স্থিত রয়ে গেলেন, তেমনি অনেকে স্বেচ্ছায় অসমিয়া ভাষাসত্তায় বিলীনও হলেন, ধারণ

করলেন নতুন উপাধি, সরকারি দলিলেও নতুন পরিচিতি গ্রহণ করলেন। কিন্তু এতে তাদের রূপান্তর যে সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। নৃতাত্ত্বিক রূপান্তর তো অসম্ভবই। এই কৃত্রিম জাতিগঠন প্রক্রিয়া আসামে কোনও স্থিতি আনতে পারেনি, এর প্রমাণ বিগত দশকগুলোতে নিত্যনতুন জাতিদ্বন্দ্বের অভ্যুত্থান। শুধু কি তাই? আসামের মতো সমগ্র ভারতবর্ষেও বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর উপর 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী', 'সন্দেহজনক বাংলাদেশী নাগরিক' ইত্যাদি অভিধা লাগিয়ে দেওয়া, বাঙালির ভাষাগত অধিকার এবং নাগরিকত্ব অস্বীকার করার ব্যাপারে বেশ সক্রিয়। দেশীয় উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রে প্রাগ্রসর গবেষণাও বাঙালির ইতিহাস, সমাজ এবং অবদান আজ অবহেলিত, অস্বীকৃত। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়েও সুলিখিত, পপ্যুউলিস্ট এবং অ্যাকাডেমিক একদেশদর্শী ইতিহাসের বিপুল প্রচারের সামনে বাঙালি আজ প্রায় কোণঠাসা।

সম্প্রতি নাগরিকপঞ্জি নবায়ন, ভোটার তালিকা সংশোধন, নির্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠন (ডিলিমিটেশন) ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে জারি রয়েছে বাঙালির উপর নানা ধরনের পীড়ন। উত্তরপূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে (এমনকী আসাম রাজ্যেও) ইনার-লাইন পারমিটের মাধ্যমে বাঙালির অবাধ বিচরণ সীমিতকরণ, নাগরিকত্ব আইন ছাড়াও, ভূমি আইনে জটিলতা সৃষ্টি করে বাঙালিকে ভিটামাটি ছাড়া করার আয়োজন আজ প্রায় সম্পূর্ণ।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাভাষার ভৌগোলিক অঞ্চলকে নিয়ে বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণ এবং সাম্প্রতিককালে বাঙালির সামনে প্রত্যাহ্বান নিয়ে চিন্তাচর্চার লক্ষ্যে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন।

আলোচনায় ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় সঙ্কটের আবর্তে আসাম এবং প্রতিবেশী রাজ্যে বাঙালির অবস্থানই হবে এ আলোচনার অভিমুখ।

আলোচনাচক্রে সম্ভাব্য আলোচ্যবিষয় হিসেবে থাকবে —

- উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালির অবস্থিতির ইতিহাস।
- উত্তর-পূর্ব ভারতের জনবিন্যাস, সমাজ গঠন ও সংস্কৃতির বিকাশে বাঙালি জনগোষ্ঠীর অবদান।
- উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালির পরিচয় সঙ্কটের কারণ।
- আসামের বৃহত্তর সমাজ গঠনে বাঙালির অবদান।
- ভাষাগোষ্ঠী হিসেবে আসামে বাঙালির উপর ধারাবাহিক আগ্রাসনের পরিণাম।
- উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষ করে আসামে বাঙালির অস্তিত্ব সঙ্কট থেকে উত্তরণের দিশা।

জাতীয় আলোচনাচক্র

বাঙালির জাতিপরিচয় ও সংস্কৃতির বিকাশ : স্মৃতি ও সত্তার উত্তরাধিকার

--- ধারণাপত্র ---

বাঙালি কোনও এক বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল বা জনপদে সীমাবদ্ধ থাকে নি, বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে তার বিস্তার। হাজার বছরের সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মাধ্যমে এই উপমহাদেশে বাঙালি জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে। একইভাবে, বাঙালি সংস্কৃতির পরিসর-পরিধিও বিশাল ও ব্যাপক, কোনও নির্দিষ্ট ছকে-বাঁধা সংজ্ঞা-সূত্রে একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। বহুমাত্রিক এই সংস্কৃতির ধারা রাজনৈতিক-সামাজিক-আর্থনীতিক-প্রাযুক্তিক-শিক্ষাবিষয়ক ও অন্যান্য বিভিন্ন অভিঘাতে রূপান্তরিত, পুনর্বিন্যস্ত বা খণ্ডিত হয়েছে। এই সমাজ বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক রাজনীতি, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গীকার এবং স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ। এতে বিলগ্ন রয়েছে সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক পরিবর্তন, ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও এর বহমানতা।

ঐতিহাসিক পরিক্রমায় আদি উৎসভূমি থেকে উপনিবেশকালীন বিস্তারভূমিতে বাঙালির সম্প্রসারণ ভারতের উত্তরাঞ্চলের প্রাদেশিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতেও জনবিন্যাস, সমাজ এবং সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। যেদিকে এই জনগোষ্ঠীর প্রব্রজন ঘটেছে সেই অঞ্চলগুলোতে বাঙালির অস্তিত্বের শিকড় প্রবেশ করেছে, যার প্রকাশ ঘটেছে সেইসব সম্প্রসারিত বাংলার গভীরে — সেই অঞ্চলগুলোর জীবনচর্যায়, সৃজনশীল সাহিত্য-সংস্কৃতিতে।

মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা বাঙালির সংস্কৃতিকে নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে লোকসংস্কৃতিই বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারা — এর মর্মমূলেই আবহমান বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় প্রোথিত। লোকসংস্কৃতির স্রোতধারায় চালিত হয়ে বাঙালি তার সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশে সমন্বিতভাবে এগিয়েছে। বাঙালির সংস্কৃতিতে তাই সবসময়ই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের রূপ প্রতিফলিত। এর সূত্র ধরেই বাঙালির আত্মপরিচয়ের সন্ধান ও স্বরূপ-অন্বেষার সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে, বাঙালি নিজের ভাষাকেন্দ্রিক সৃজনশীলতাকে অবলম্বন করে অখন্ড জাতিসত্তা গঠন করার পথে এগিয়েছে। বিভিন্ন সংস্কৃতির আত্মীকরণে সমৃদ্ধতর হয়ে মানুষের কল্যাণে ও সৌহার্দপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের লক্ষ্যেই বাঙালি সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে। বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের প্রবাহমান ধারায় এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত। তবে, সে পথ যে একেবারে সাবলীল ও মসৃণ ছিল না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ধারা নিরন্তর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি বাঙালি। এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে আজ বাঙালির বহুলাংশে সংস্কৃতি-বিচ্ছিন্নতা তার সামগ্রিক শিল্পচর্চা ও জীবনচর্যায় নিয়ে এসেছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত স্থবিরতা। তবে, এটা নিশ্চিত, নিজের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সম্বল করে বাঙালি তার বহুত্বে আচ্ছাদিত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের পথে এগিয়ে গেলে সেই উদার জাতিসত্তার স্বরূপ আবারও পরিস্ফুট হবে। এর জন্য প্রয়োজন সকল সম্প্রদায়, সকল অর্থনৈতিক বর্গের বাঙালির এক সমন্বিত উদ্যোগ।

স্মৃতি-গৌরব-স্বপ্নে আস্থা রেখে বাঙালির সত্যিকারের ‘স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের’ পথ অনুসন্ধান করতে এই জাতীয় আলোচনাটি উপলক্ষিত। নিম্নোক্ত বিশেষ বিষয়গুলোর উপর এই আলোচনাচক্রে আলোকপাত হবে।

- বাঙালির জাতিপরিচয় গঠন ও বিকাশ — কাল থেকে কালান্তর।
- সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় বাঙালি-সংস্কৃতির বিবর্তন।
- বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ — সেকাল ও একাল।
- বাঙালির ভাষাভিত্তিক জাতিপরিচয় রক্ষায় প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের পথ।
- বাঙালির জাতিপরিচয় সংরক্ষণ ও বিকাশে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার গুরুত্ব।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন

৩, ৪, ৫ ও ৬ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
(১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ)

স্থান : বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতিভবন ও
পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ,

উদ্বোধক :
ড. সেমন্তি ঘোষ,
সহযোগী সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা, লেখক ও গবেষক

মুখ্য অতিথি :
ড. রঙিলী বিশ্বাস,
লেখক ও গবেষক

সম্মানিত অতিথি :
ক্যাপ্টেন দিলীপ কুমার সিন্‌হা
সভাপতি, বিহার বাঙালি সমিতি
ড. অনিন্দিতা ঘোষাল
লেখক ও গবেষক
মিহিরকান্তি চৌধুরী
সহকারী নিবন্ধক, মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট, বাংলাদেশ

অধিবেশন সভাপতি
ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

।।অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ।।

শোকপ্রস্তাব

করিমগঞ্জের বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতিভবন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের এই ৩০তম কেন্দ্রীয় দ্বিবার্ষিক অধিবেশন নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করছে এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে—

১) বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, ২) মোজাম্মিল আলী লস্কর, ৩) জিতেন নাথ, ৪) আনন্দ মোহন্ত, ৫) সমরেশ মজুমদার, ৬) নীলমণি ফুকন, ৭) বীরেন্দ্র নাথ দত্ত, ৮) কল্যাণী কাজি, ৯) রবীন্দ্র সরকার, ১০) ওস্তাদ রশিদ খান, ১১) মলয় রায় চৌধুরী, ১২) অনুপ ঘোষাল, ১৩) কর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, ১৪) তাপস শংকর দত্ত, ১৫) লোকমান আলী, ১৬) দেবেন্দ্র কুমার সিংহ, ১৭) কিরিটি ভূষণ পুরকায়স্থ, ১৮) স্বদেশ বিশ্বাস, ১৯) সুশান্ত ভট্টাচার্য, ২০) সমীরবরণ দাশগুপ্ত, ২১) সীমা রায়, ২২) অরুণ পাল চৌধুরী, ২৩) অভিজিৎ হোম চৌধুরী, ২৪) সুদর্শন গুপ্ত, ২৫) সিতাংশু শেখর চৌধুরী, ২৬) চন্দনা পুরকায়স্থ, ২৭) সুনির্মল বাগচি, ২৮) মিহির কর পুরকায়স্থ, ২৯) প্রমোদ চন্দ্র নাথ, ৩০) দীপক রঞ্জন নাথ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

ভূমিপুত্রের সুরক্ষার নামে খর্ব হচ্ছে বাঙালির অধিকার

আসামে ভূমিপুত্রদের সবক্ষেত্রে অধিকার প্রদানের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, ভারতীয় সংবিধানে দেশের নাগরিকদের সম-অধিকারের যে সংস্থান রয়েছে, ভূমিপুত্রদের সুরক্ষা দেবার নামে জমি, সরকারি নিযুক্তি, অনুদান প্রদান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বাঙালির সেই অধিকার খর্ব করতে ধারাবাহিকভাবে প্রয়াস চলছে। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত এই ৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করছে। অধিবেশন মনে করছে, এমনতরো স্থিতি অব্যাহত থাকলে আসামের স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, বঞ্চিত-উপেক্ষিত জাতি কার্যত অধিকারহারা জনমগুলীতে রূপান্তরিত হতে পারে। তাই সাংবিধানিক বিধিব্যবস্থা যাতে লঙ্ঘন না হয়, সেটা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি পদক্ষেপ আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অধিবেশন সুস্পষ্টভাবেই এই অভিমত ব্যক্ত করছে, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালিরাও আসামের ভূমিপুত্র। কয়েক শতাব্দী ধরে দেশীয় রাজাদের আমল থেকেই এই ভূমির অন্যতম বাসিন্দা বাঙালি। শাসনক্ষমতার টানাপোড়েনে ভৌগোলিক সীমান্ত সময়ে সময়ে পরিবর্তন হলেও এলাকার জনবিন্যাসের চরিত্র বদল হয়নি। ১৮৭৪ সালে অবিভক্ত কাছাড়, সিলেট ও গোয়ালপাড়া জেলা স্থায়ীভাবে আসামের মানচিত্রে অঙ্গভূত হয়। তাই ইতিহাসের পটপরিবর্তন হলেও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা বাঙালির উত্তরপ্রজন্ম চরিত্রগতভাবে এ রাজ্যের ভূমিপুত্র। অন্যদিকে, অখণ্ড ভারতবর্ষের বাসিন্দাদের উত্তরপ্রজন্ম দেশভাগের মত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাক্রমের জেরে অন্য অঞ্চল থেকে আসামে এলেও ইতিহাসের আলোকে তারাও এ দেশের ভূমিপুত্র। এই প্রেক্ষাপটে আসামে কারা ভূমিপুত্র, সংবিধান অনুসারে সরকারিভাবে তা নির্ধারণ করে তার তালিকা প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন থেকে সম্মেলন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

তৃতীয় প্রস্তাব

এনআরসি জটে ২৭ লক্ষের মানবাধিকার লঙ্ঘন

বিদেশি নির্ধারণের জন্য ১৯৭১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে ১৯৮৫ সালে আসাম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এই সময়সীমার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে ২০১৯ সালের ৩১ আগস্ট রাজ্যে এনআরসি নবায়ণ প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এই তালিকা প্রকাশের পর প্রায় পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও তাকে মান্যতা না দিয়ে বিষয়টিকে ঝুলিয়ে রেখেছেন ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল (আরজিআই)। সুপ্রিম কোর্ট এ নিয়ে কোনও আপত্তি না করলেও এনআরসি তালিকা সম্পর্কে সরকারের এই মনোভাবে রাজ্যের বাঙালি এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষ নানা সমস্যার আবর্তে পড়ে এখন চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন।

দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকা অনুসারে, যাদের নাম চূড়ান্ত খসড়ায় তালিকাভুক্ত হয়নি তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিদেশি সনাক্তকরণ ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানানোর জন্য রিজেকশন স্লিপ দিতে হবে। এই স্লিপ দেওয়ার পর

যারা ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাবেন তাদের বিষয়টি বিচার করার জন্য ১৭৯ জন বিচারক নিযুক্তি দিয়েও তাদের রদ করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকাশিত তালিকা পুনর্বিবেচনা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন সংগঠন আবেদন জানানোর পর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফলে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশিত এনআরসি তালিকার কার্যকারিতা না থাকলেও চূড়ান্ত খসড়ার নাম নেই এই কারণ দর্শিয়ে ১৯ লক্ষাধিক আবেদনকারীকে সমস্ত সরকারি সুবিধা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত রাখায় এক জটিল মানবিক সমস্যা তৈরি হয়েছে, যা অনন্তকাল উপেক্ষা করা উচিত হচ্ছে না বলে এই অধিবেশন সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করছে।

অধিবেশন লক্ষ্য করছে, এনআরসি নবায়ন প্রক্রিয়ায় দাবি ও আপত্তি জানানোর পর্বে যে ২৭ লক্ষ লোকের বায়োমেট্রিক করা হয়েছিল তা সিল করে রাখায় এরা আধার কার্ড-বঞ্চিত হয়ে দুর্বিসহ পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন। কোনও সরকারি সুবিধা, এমনকী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ায় সুযোগ বঞ্চিত হয়ে এই বিড়ম্বিত মানুষ কার্যত অধিকারহারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে রূপান্তরিত হয়েছেন। ভারতীয় সংবিধানের বিধিব্যবস্থা অনুসারে দেশে দুই শ্রেণির নাগরিক তৈরির কোনও সংস্থান নেই। এটা পরোক্ষভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই নামান্তর। এই জটিল সমস্যা নিরসনে অধিবেশন থেকে সম্মেলন সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছে।

চতুর্থ প্রস্তাব

বিধানসভায় বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সীমিত হয়েছে

এই অধিবেশন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, নির্বাচন কমিশন আসামের নির্বাচন কেন্দ্রগুলো পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে প্রতিটি কেন্দ্র যুক্তিহীনভাবে কাটাছেঁড়া করছে এবং রাজ্য বিধানসভায় বরাক উপত্যকার আসন দু'টি কমিয়ে পনেরো থেকে তেরোয় নামিয়ে এনেছে। কোনও এলাকার জনসংখ্যা বাড়লেও আসন সংখ্যা কমে যেতে পারে, কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ায় কমিশনের এই তত্ত্ব শুধু নজিরবিহীনই নয়, উদ্দেশ্যমূলক প্রতীয়মাণ হচ্ছে। এসব করতে গিয়ে রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন ইতিহাসজড়িত জনপদ বদরপুরের নাম নির্বাচন কেন্দ্র তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এইসব কর্মকাণ্ডে রাজ্য বিধানসভায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সীমিত করে তার রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত করতে চাওয়া হচ্ছে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এটা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

বিষয়গুলো নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে গুয়াহাটিতে আহূত গণ-শুনানিতে যোগ দিয়ে সম্মেলন সহ বিভিন্ন সংগঠন পুনর্বিন্যাস সম্পর্কিত সব অসঙ্গতি দূর করার জন্য যে দাবি পেশ করেছিল, কমিশন প্রকাশিত প্রতিবেদনে তার উল্লেখ থাকলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সেসব গ্রাহ্য না করায় জনমত উপেক্ষিত হয়েছে বলে এই অধিবেশন মনে করছে। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা করার জন্য সম্মেলন নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে আরও একবার দাবি উত্থাপন করছে।

পঞ্চম প্রস্তাব

বরাকের ভাষিক পরিচিতি বদলে দেওয়ার কূটচাল

আসাম সরকারি ভাষা আইন অনুসারে বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা বাংলা। কিন্তু এই আইন লঙ্ঘন এবং তাকে অমর্যাদা করার প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় এই অধিবেশন গভীর উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করছে। অধিবেশন লক্ষ্য করছে, সরকারি বিজ্ঞাপন, প্রপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রে প্রায়ই বাংলাকে যেমন উপেক্ষা করা হচ্ছে, তেমনি বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও তাদের প্রচারে বাংলাকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। সাইনবোর্ড, হোর্ডিং-এ বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব না দেওয়ার মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে সম্মেলনের বিভিন্ন স্তর থেকে বারবার কর্মসূচি হাতে নিয়ে জনমত গঠনের চেষ্টা করার পরও অনেক ক্ষেত্রে সাড়া দেওয়া হচ্ছে না। বরাক উপত্যকার যে নিজস্ব ভাষিক পরিচিতি রয়েছে, তা বদলে দেওয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ মহল থেকে নানাভাবে কূটচাল ক্রিয়াশীল। এসব উদ্যম প্রতিহত করার জন্য সর্বস্তরে ব্যাপক জনমত গঠন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিবেশন ভাষা আইন লঙ্ঘন না করার জন্য সরকারি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে আবারও দাবি জানাচ্ছে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

একত্রীকরণের নামে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় অবলুপ্ত হচ্ছে

রাজ্যের দুই উপত্যকায় বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলো ক্রমান্বয়ে অবলুপ্ত করার সরকারি তৎপরতায় এই অধিবেশন গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করছে। 'পড়ুয়া কম তাই বিদ্যালয় একত্রীকরণ' এই নীতির গোপন অভিপ্রায় আর গোপন নয়। সরকারি পরিসংখ্যানেই দেখা গেছে ২০২৩ সাল পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ৮ হাজার ৬৬টি নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় হয় বন্ধ, নয় নিকটবর্তী বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রীকরণ করা হয়েছে। এই অবলুপ্ত বিদ্যালয়গুলোর সিংহভাগই বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়। কিছুক্ষেত্রে অবলুপ্তির পর বিদ্যালয় ভবন ভেঙে ফেলে তা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ঘটনার কথা সংবাদমাধ্যমে এসেছে। এই অধিবেশন বিদ্যালয় একত্রীকরণের নামে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয় অবলুপ্ত করার সরকারি তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে।

সপ্তম প্রস্তাব

বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন, বাংলা শিক্ষক নিয়োগ হোক

রাজ্যের দুই উপত্যকার বাংলামাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোর পরিকাঠামো ব্যবস্থা সরকারি বরাদ্দের অভাবে ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। একইসঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষকের পদও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য অবস্থায় রয়েছে। শূন্য পদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে এই শূন্যপদে বাংলা না-জানা শিক্ষক নিযুক্তি দেওয়ায় পড়ুয়ারা যথাযথভাবে ভাষাশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে এই বিদ্যালয়গুলো এখন ধুঁকছে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধার অভাবে পড়ুয়ার সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অধিবেশন এই বিষয়টি লক্ষ্য করে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে বাংলা মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোর পরিকাঠামো ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং বাংলা ভাষাশিক্ষকের শূন্যপদে এই ভাষায় উপযুক্ত জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের নিযুক্তি প্রদানের জন্য শিক্ষা বিভাগের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

অষ্টম প্রস্তাব

বাংলা বিষয় প্রবর্তন ও ঐচ্ছিক মাধ্যম হোক

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পরিচালিত যেসব বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয় ও বাংলা ভাষাশিক্ষক নেই, অবিলম্বে সেসব প্রতিষ্ঠানে বাংলা বিষয় প্রবর্তন ও এই ভাষার শিক্ষক নিযুক্তির দাবি জানাচ্ছে। একইসঙ্গে বরাক উপত্যকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বাংলাকে ঐচ্ছিক মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষদের কাছে আবেদন রাখছে। জাতীয় শিক্ষানীতি মাতৃভাষা চর্চার যে ভাবধারার কথা বলেছে, তা যাতে উপেক্ষিত না হয় সেটা নিশ্চিত করতে অধিবেশন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছে।

নবম প্রস্তাব

নিযুক্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত বাঙালি ও বরাকের প্রার্থীরা

রাজ্যে সরকারি নিযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাভাষীদের ক্রমাগত উপেক্ষা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরাক উপত্যকা থেকে আবেদনকারী কর্মপ্রার্থীদের সাম্প্রতিক নিযুক্তির হার গড়পড়তা চার শতাংশেরও কম। উপত্যকার দপ্তরগুলোতে স্থানীয় প্রার্থীদের নিযুক্তি প্রায় তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে। অন্যান্য অঞ্চলের আবেদনকারীদের নিযুক্তি দিয়ে স্থানীয় দপ্তরগুলোর ভাষিক চরিত্র বদলে দেওয়া হচ্ছে। ইতিপূর্বে কখনও উপত্যকার কর্মপ্রার্থীরা এভাবে বঞ্চনা ও উপেক্ষার শিকার হননি। জেলা পর্যায়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও নিযুক্তির ব্যবস্থা বন্ধ করে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করার পর এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে শিলচরের নিযুক্তির পরীক্ষা কেন্দ্র থাকলেও করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে তা নেই। সি টেট পরীক্ষার কেন্দ্রও উপত্যকায় রাখা হয়নি, ফলে স্থানীয় কর্মপ্রার্থীরা নানাবিধ সমস্যার মুখে পড়েছেন। এই অধিবেশন তাই বরাকের এবং বাঙালি কর্মপ্রার্থীদের নিযুক্তি বঞ্চনা বন্ধ করা, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি রাজ্য সরকারের নিযুক্তির পরীক্ষা কেন্দ্র, উপত্যকার সি টেট পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

দশম প্রস্তাব

শিল্পায়ন নেই, ধুঁকছে বরাকের অর্থনীতি

ভৌগোলিক দিক থেকে বরাক উপত্যকা উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকলেও স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশক অতিক্রান্ত হবার পরও তার কাঙ্খিত আর্থিক বিকাশ ঘটেনি। রাতাবাতির কাছাড় চিনি কল, পাঁচগ্রামের কাছাড় কাগজ কল, বদরপুরঘাটের ইণ্ডাস্ট্রিয়েল এস্টেট বন্ধ হয়ে যাবার পর সরকারি স্তরে আর কোনও শিল্প এ উপত্যকায় স্থাপন হয়নি। বেসরকারি ক্ষেত্রে সংগঠিত চা শিল্পও বিভিন্ন কারণে ধুঁকছে। বিস্তর সম্ভাবনা থাকলেও গত দু দশকে এই উপত্যকার শিল্পায়নে কার্যকর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু করা দরকার। স্থানীয় কাঁচামাল ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে সরকারি ও বেসরকারি স্তরে লগ্নী করার কোনও প্রয়াসও নেই। ফলে আঞ্চলিক অর্থনীতি থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির সুফল আহরণেও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় বরাক উপত্যকার আর্থিক বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য শিল্পায়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অবিলম্বে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে রেল, সড়ক ও জলপথে যোগাযোগ সম্প্রসারিত করা দরকার। অধিবেশন তাই এসব ব্যাপারে সরকারের কাছে আবশ্যক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

একাদশ প্রস্তাব

স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ

বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার জন্য সম্মেলন ২০০৫ সাল থেকে এই অঞ্চলে স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে। প্রস্তাবিত পর্ষদ গঠিত হলে আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে তার সুরাহায় রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে পরামর্শ প্রদান ও প্রয়োজনস্থলে পদক্ষেপ নিতে পারবে। সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যেই বরাক উপত্যকা স্বশাসিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা যেতে পারে। অধিবেশন এই দাবি নিয়ে সদর্থক আলোচনা করতে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার এবং জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে আবেদন রাখছে।

দ্বাদশ প্রস্তাব

কৃষি মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় চাই বরাকে

কৃষিক্ষেত্রে বরাক উপত্যকা এক সময় যথেষ্ট অগ্রসর থাকলেও আজ উৎপাদশীলতার নিরিখে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পিছিয়ে পড়েছে। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগ এবং উপযুক্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকায় এ ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যক্তিরা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছেন না। এই প্রেক্ষাপটে কৃষি উৎপাদনে অগ্রসর অঞ্চলগুলোর অবস্থার আলোকে বরাক উপত্যকার তিন জেলায় তিনটি কৃষি মহাবিদ্যালয় ও এ উপত্যকায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিবেশন এ সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কাছে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসর অক্ষুণ্ণ থাকুক

আসাম সরকার শিলচরের ঐতিহ্যমণ্ডিত গুরুচরণ কলেজকে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উন্নীত করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্মেলন তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। তবে বহু সংগ্রামের ফসল শিলচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ পরিসর যাতে সংকুচিত না হয় সেজন্য অধিবেশন রাজ্য সরকার ও আসাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আর্জি রাখছে।

চতুর্দশ প্রস্তাব

২৩, ২১, ১৯ ও ২১ দিনগুলো হোক উদযাপন দিবস

এই অধিবেশন আসাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আওতাবুক্ত মহাবিদ্যালয়গুলোতে ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯ মে ও ২১ জুলাই দিনগুলো পরীক্ষা সূচীর বাইরে রেখে উদযাপন দিবস রূপে পালনের দাবি জানাচ্ছে। একই সঙ্গে ২৩শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনও বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলোতে উদযাপন দিবস পালনের দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়নে আর্জি রাখছে।

আত্মপরিচয় রক্ষার অধিবেশন

সম্মেলনের কিঞ্চিৎ ফলপ্রসূ পদক্ষেপ

নীতিশ ভট্টাচার্য

সম্পর্কের পালাবদল

বিবেকানন্দ মোহন্ত

'In eastern Assam the cultural and literary influence of medieval Bengal started to work mainly during the last phase of Ahom rule during the reign of Rudra Singha & his sons like Siva Singha during which period a Court Poet Kaviraj Chakrabarty wrote in Assamese versions of Brahmavaivarta Purana and also Gitagovindam.'

বহমান সংগ্রামী চেতনা

সঞ্জীব দেবলস্কর

বাঙালিত্বের স্মারক।

মেখলী ঘোষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন বরাকবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত।

তারাপদ রঞ্জিনী বিশ্বাস, মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি সহ অন্য আলোচকরা।

অনিন্দিতা ঘোষাল।

বাঙালির জাতিপরিচয়, স্মৃতিসত্তা

কল্লিতা দেব

বরাকবঙ্গের অধিবেশনে সমন্বয়, সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যের বার্তা

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

(ক্রমশ)

30 Rvbqwi 2024, ``wbK mvgwqK cm½

এক নজরে

বরাকে বঙ্গ সম্মেলন

19-Jan-2024, 9:30PM

“১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা, প্রতিবাদে তীব্র গণআন্দোলন এবং এর জেরে বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ইতিহাসে বহুচর্চিত। কিন্তু এর আগেই এক দফা বঙ্গভঙ্গ সেরে নিয়েছিল ব্রিটিশেরা। ১৮৭৪ সালে কাছাড় (বর্তমান বরাক উপত্যকা), সিলেট ও গোয়ালপাড়া জেলাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে স অসমে জুড়ে দেওয়া হয়। তখন থেকেই এই অংশের

শেয়ার করুন 1

এক নজরে

কাছাড় (বর্তমান বরাক উপত্যকা), সিলেট ও গোয়ালপাড়া জেলাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে সরিয়ে অসমে জুড়ে দেওয়া হয়। তখন থেকেই এই অংশের বঙ্গভাষীরা সঙ্কটে।” বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কেন্দ্রীয় অধিবেশনে এই কথাতেই বিশেষ গুরুত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত। তিনি বলেন, “১৮৭৪-র বঙ্গভঙ্গে যে বিড়ম্বনার যাত্রা শুরু হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের সিলেট গণভোট একে প্রলম্বিত করে, ঘটে সিলেট বিভাজন। তাঁর আক্ষেপ, অখণ্ড ভারতের বাসিন্দা হয়েও অসমের বাঙালিকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বারবার স্বদেশিয়ানার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।” বৃহস্পতিবার অসমের করিমগঞ্জ শহরে সংগঠনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার এ উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক-প্রাবন্ধিক সেমন্তী ঘোষ। তিনি বলেন, “নানা সঙ্কটের মধ্যেও বরাক উপত্যকার বহুভাষিক চরিত্র এবং সংস্কৃতির বহুমানতা শ্লাঘার বিষয়।” প্রধান অতিথির ভাষণে বারাসাত সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক রঙিলী বিশ্বাস এই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর পুরনো সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন।

Avi I Avb›` Av¨vc

বরাবরই বিধান লস্করের সঙ্গীত মুগ্ধ করে দর্শক-শ্রোতাদের। ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। মঞ্চে উঠে একের পর এক সঙ্গীত পরিবেশন করে মুগ্ধ করেছেন শ্রোতাদের।

অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন সায়নী দাস, তাপস দেব, পায়েল বণিক, শ্যামল ধর, তরুণ দাস, শুভজিৎ চক্রবর্তী, সুস্মিতা চক্রবর্তী, সুস্মিতা দত্ত, প্রিয়াঙ্কা দাসচৌধুরী, অনসূয়া মজুমদার প্রমুখ। এই মঞ্চে কলকাতা থেকে আগত পার্বণী দত্ত এন্দো এবং স্মিতা দত্তচৌধুরীর উপস্থাপনা ছিল মনমাতানো। দুই শিল্পীর একের পর এক অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন করিমগঞ্জের সংস্কৃতিপ্রেমীরা।

প্রায় সব লোকসঙ্গীত, বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, প্রভৃতিতে সাজানো ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মৃতিমঞ্চ। ছিল সূর্যব্রত, কৃষ্ণলীলা, ধামাইল, বিয়ের গান ইত্যাদি। গ্রামবাংলার এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন বিদ্যার্থী সংঘ, বীণাপাণি ছাত্র সংঘ, রেণু সম্প্রদায় প্রভৃতির শিল্পীরা। গীত, বাদ্য ও নৃত্য— এই তিনের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সঙ্গীত। এদিক থেকে লোকগীতি, লোকবাদ্য ও লোকনৃত্য— এই তিনের সমন্বিত রূপই লোকসঙ্গীত। কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামবাংলার সেই লোকগানের সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে হেমাঙ্গ বিশ্বাস মঞ্চ। বাংলা লোকসঙ্গীতে লোকসংস্কারগত আচার-অনুষ্ঠানই প্রাধান্য পেয়েছে, সেসঙ্গে নদী ও নৌকাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে জগৎ ও জীবনের রূপকাশ্রয়ী অধ্যাত্মলোকের মরমি গান। তাই শিল্পীরা নিজেদের উপস্থাপনায় বাংলার এই বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়। এই মঞ্চে তিনদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান পরিবেশন করে নৃত্যালয়, নবতরঙ্গ, সুরসঙ্গম, সুরসপ্তক, সুরধ্বনি, সঙ্গীত কলা ভারতী, সুর শিল্পী সংস্থা, পূজা ডান্স অ্যাকাডেমি ইত্যাদি।

বরাকবঙ্গের অধিবেশনে সমন্বয়, সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যের বার্তা

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

বাংলা লোকসঙ্গীতে মনসামঙ্গল এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। বঙ্গ সাহিত্যের সুপ্রাকান্দি আঞ্চলিক সমিতি মঞ্চে পরিবেশন করে বেহুলা-লখিন্দরের সেই করুণ কাহিনি মনসামঙ্গল। বাংলার বাউল বিশ্বখ্যাত। এধরনের সঙ্গীতজ্ঞরা আঠারো, উনিশ, বিশ শতক এবং এই শতকেও ভারত তথা বিদেশে খমক, একতারা এবং দোতারা নিয়ে বাউল লোকসঙ্গীত গেয়ে চলেছেন। মঞ্চে বরাক বাউল ব্যান্ডের শিল্পীরা বাউল গানে মাতিয়ে তোলেন দর্শক-শ্রোতাদের। এছাড়া দিশা গ্রুপ ঝুমুর নাচ, দেবজ্যোতি সম্প্রদায় কীর্তন, আশু নমশূদ্র ওঝা গান, দীপেন্দ্র নমশূদ্র ও সম্প্রদায় আইর গান পরিবেশন করেন। সরকারি স্কুলের প্রাঙ্গণে মুক্তমঞ্চে অধিবেশনের শেষ দিন ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। যেখানে ফক ট্রুনিকা, ইরাপশনের মতো ব্যান্ড একাধারে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেছে, তেমনই কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী বাবলু সাঁই এবং জয়শঙ্কর চৌধুরী রাত বারোটা পর্যন্ত মঞ্চ মাতিয়েছেন লোকগান, বাউল গানে। দুই শিল্পীর সঙ্গে করিমগঞ্জের মাটির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। সুতরাং, তাঁদের গান শুনতে শীতের রাতকে অবহেলা করেও খোলা আকাশের নীচে হাজার দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

এই অধিবেশনে বাংলার জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল সবধরনের গানের মেলবন্ধনে শহরের পরিবেশকেও গ্রামীণ আঙিনায় পৌঁছে দিয়েছিল। অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা রক্ষার কাজে ব্রতী বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের এই অধিবেশনে সাহিত্যচর্চা যেমন বিশেষ স্থান লাভ করেছিল, তেমনই বাংলা লোকসঙ্গীত দখল করেছিল এক ব্যতিক্রমী স্থান। প্রতিদিনের সাহিত্যবাসরে আলোচিত হয়েছিল উপত্যকার কবিদের স্বরচিত কবিতা ও অনুগল্পের আসর। লোকসংস্কৃতির জন্ম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে, তাদের চিন্তায় ও কর্মে। ঐতিহ্য অনুসারে বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান, জীবন-যাপন প্রণালী, শিল্প ও বিনোদন ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি। সমন্বয়, সহাবস্থান ও সৌহার্দের এক অপূর্ব নিদর্শনের সাক্ষ্য বহন করে শেষ হয় বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশন। যার সাক্ষী হয়ে রইলেন ভারত-বাংলা সীমান্ত ঘেঁষা করিমগঞ্জ জেলা-সহ উপত্যকার বাঙালি।

করিমগঞ্জে বরাক বঙ্গের ৩০তম অধিবেশন

নাচ-গান-সাহিত্য আড্ডা ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় উৎসবমুখরিত সীমান্ত শহর

১৮ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বরাক উপত্যকা বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশন। নাচ-গান সাহিত্য আড্ডা ও শিল্প প্রদর্শনীতে এই ক'টি দিন উৎসবমুখরিত হয়ে উঠেছিল সীমান্ত এই শহর। ভারত-বাংলা সীমান্তে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ১৮ জানুয়ারির সকালে এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার সাক্ষী হয়ে রইলেন শহর করিমগঞ্জের নাগরিকরা। সম্মেলনের এই অধিবেশনে তিনটি মঞ্চ নামাঙ্কিত হয়েছিল কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য, সুখময় দত্ত এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নামে। ১৯ জানুয়ারি সকাল থেকে শুরু হয় এক নাগাড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যেখানে গ্রাম বাংলার এক বিশেষ ছবি ফুটে উঠে। কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চে অনুষ্ঠানের শুরুতে চমক দিয়েছেন করিমগঞ্জ তথা উপত্যকার বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সুলেখা দত্ত চৌধুরী। এছাড়া চারণিক, ভক্তিধারা ইত্যাদি সংস্থা এদিন অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। রাত নাটকের পর মঞ্চে উঠেন বাংলাদেশের আমন্ত্রিত শিল্পী লিপ্সানী দাস মিতালী এবং বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। কুশিয়ারার ওপার বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি আর এপার বাংলার সংস্কৃতি যে প্রায় এক। একই ছন্দ, একই সুর। 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম...' গানটি যখন শিল্পীরা গাইতে শুরু করেন তখন উপস্থিত দর্শকদের কেউই চুপ ছিলেন না। সবাই শিল্পীর সঙ্গে সুর ধরেন। এরপর একের পর এক মন মাতানো গান পরিবেশন করেছেন শিল্পীরা। এই মঞ্চে অন্য দুটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে পুষ্পাঞ্জলি, গীতবিতান, নৃত্যকথা, বিমল মিউজিক কলেজ, সপ্তসুর, গীতাঞ্জলি, গীতবিথি, সার্গীতিকী, সুধীর সঙ্গীত সমাজ, গানভাসি, নৃত্যাঙ্গণ, ছন্দ ভারতী, নৃত্য নিকেতন, বাগেশ্রী, সৃষ্টি ইত্যাদি সংস্থা সংগঠন। অনুষ্ঠানে যেমন ছিল ধামাইল গান, নাচ তেমনি ছিল কৃষ্ণ বিরহে রাধারানীর বিলাপের নৃত্যনাটি। গ্রামাঞ্চলের লোক সঙ্গীতের এক মিলন মেলা দেখা গেছে শিল্পীদের পরিবেশনায়। একক সঙ্গীতানুষ্ঠান যারা পরিবেশন করেছেন এরাও বাহবা কুড়িয়েছেন দর্শক শ্রোতাদের। উপত্যকার একশোর বেশি সংস্থা সংগঠন নাম লিপিবদ্ধ করেছে অনুষ্ঠানে। তিনটি মঞ্চে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল অনুষ্ঠানগুলি। করিমগঞ্জ বিএড কলেজ প্রাঙ্গণে সুখময় দত্ত স্মৃতি মঞ্চে নৃত্যশ্রী কলা নিকেতন, পরমানন্দ সঙ্গীত বিদ্যালয়, নৃত্যম, কলা মন্দির, ঐকতান, নূপুর নৃত্যালয়, নৃত্যকলি ইত্যাদি সংস্থা সংগঠন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এই মঞ্চে অবশ্য আধুনিক ও রবীন্দ্রিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে। সময়ের স্বল্পতার জন্য এবং সংগঠনের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আয়োজকের তরফ থেকে প্রথমেই সময় নির্ধারিত ছিল। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মন মাতানো অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে সবকয়টি সংস্থা সংগঠন। আমন্ত্রিত বিশিষ্ট শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন এই মঞ্চে। অনুষ্ঠান করেছে করিমগঞ্জের বিভিন্ন স্কুল কলেজ। যার মধ্যে ছিল পি আর চৌধুরী শিশু নিকেতন, বেবিল্যান্ড স্কুল, এম এম সি স্কুল, হলিভার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, বিরজাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, শ্যামসুন্দর বিদ্যামন্দির, করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন কর্ণমধু, বোল্যান্ডস স্কুল, মহর্ষি বিদ্যামন্দির, বিপিনপাল বিদ্যানিকেতন, ভিকমচাঁদ বিদ্যানিকেতন, রবীন্দ্রসদন মহিলা মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি। বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে মেন্ডোলিন বাজিয়ে অনুষ্ঠান করেন অপু দে, গিটারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. প্রদীপ নাথ এবং রমন রায়। এছাড়া অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন মঞ্জুশ্রী দাস ও বিপ্লব লস্কর। মঞ্চে উঠে একের পর এক সঙ্গীত পরিবেশন করে মুগ্ধ করেছেন শ্রোতাদের। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন সায়নী দাস, তাপস দেব, পায়েল বণিক, শ্যামল ধর, তরুণ দাস, শুভজিৎ চক্রবর্তী, সুস্মিতা চক্রবর্তী, সুস্মিতা দত্ত, প্রিয়াঙ্কা দাস চৌধুরী, অনুসূয়া মজুমদার প্রমুখ। এই মঞ্চে কলকাতা থেকে আগত পার্বণী দত্ত এন্দো এবং স্মিতা দত্ত চৌধুরীর উপস্থাপনা ছিল মন মাতানো। লোক সুর বলতে স্বাভাবিকভাবেই তাল-লয় এবং ছন্দ বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ আসে। প্রায় সব লোকসঙ্গীত বাউল, ভাটিয়ালি, সারি, প্রকৃতিতে সাজানো ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মৃতিমঞ্চ। ছিল সূর্যব্রত, কৃষ্ণলীলা, ধামাইল, বিয়ের গান ইত্যাদি। গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন বিদ্যার্থী সংঘ, বীণাপাণি ছাত্র সংঘ, রেনু সম্প্রদায় ইত্যাদির শিল্পীরা। কৃষি কেন্দ্রিক গ্রাম বাংলার লোকগানের সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে হেমাঙ্গ বিশ্বাস মঞ্চ। শিল্পীরা নিজেদের উপস্থাপনায় বাংলার বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তুলতে দেখা যায়। এই মঞ্চে তিনদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠান পরিবেশন করে নৃত্যালয়, নব তরঙ্গ, সুরসঙ্গম, সুর সপ্তক, সুরধ্বনি, সংগীত কলা ভারতী, সুর শিল্পী সংস্থা, পূজা ডান্স অ্যাকাডেমি ইত্যাদি। বাংলা লোকসঙ্গীতে মনসামঙ্গল এক বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছে। বঙ্গ সাহিত্যের সুপ্রাচীন আঞ্চলিক সমিতি মঞ্চে পরিবেশন করেন বেহুলা লক্ষিন্দরের সেই করুণ কাহিনী মনসামঙ্গল। বরাক বাউল ব্যান্ডের শিল্পীরা বাউল গানে মাতিয়ে তোলেন দর্শক শ্রোতাদের। এছাড়া শিশু রূপ ঝুমুর নাচ, দেবজ্যোতি সম্প্রদায় কীর্তন, আশু নমঃশূদ্র ওঝা গান, দীপেন্দ্র নমঃশূদ্র ও সম্প্রদায় আউল গান পরিবেশন করেন। এদিন বাউলধাম খুশি স্মৃতি সংস্থার শ্যামা দাসের পরিচালনায় শিল্পীরা পরপর তিনটি লোক সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে নিতে সক্ষম হন।

সরকারি স্কুলের প্রাঙ্গণে মুক্ত মঞ্চে অধিবেশনের শেষ দিন ছিল বিশেষ আকর্ষণীয়। যেখানে ফক টুনিকা, ইয়াশশনের মত ব্যান্ড যেমন একাধারে লোক সঙ্গীত পরিবেশন করেছে, তেমনি কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী বাবলু সাই এবং অরুণাভ চৌধুরী রাত বারোটা পর্যন্ত মঞ্চ মাতিয়েছেন লোকগান, বাউল গানে। তাদের গান শুনতে শীতের রাতকে অবহেলা করেও খোলা আকাশের নীচে হাজার দর্শক শ্রোতার উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য বাঙালি জাতিসত্ত্বা রক্ষার কাজে ব্রতী বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের এই অধিবেশনে সাহিত্য চর্চা যেমন বিশেষ স্থান লাভ করেছিল তেমনি বাংলা লোক সঙ্গীত দখল করেছিল এক বাড়তি স্থান। প্রতিদিনের সাহিত্য বাসরে আলোচিত হয়েছিল উপত্যকার কবিদের স্বরচিত কবিতা ও অণুগল্পের আসর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক জীবনযাপনের মধ্যেও আবহমান বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য-সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় প্রোথিত আছে। সৌহার্দের এক অপূর্ব নিদর্শনের সাক্ষ্য বহন করে শেষ হয় বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশন। — সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

প্রদর্শিত চিত্রকলা-ভাস্কর্য-হস্তশিল্প

করিমগঞ্জে ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম অধিবেশনের প্রদর্শনীতে বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, হস্তশিল্প ও অন্যান্য ধরনের শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। ১৯ জানুয়ারি এর উদ্বোধন করেন ডঃ সুশান্ত কুমার পাল এবং সঙ্গে ছিলেন ডঃ রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। এবারের এই প্রদর্শনীতে মোট ৯টি কক্ষে নানা বিষয়ের উপর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রদর্শনী যা করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা দারুণ ভাবে প্রদর্শন করে। ইতিহাস বিষয়ক প্রদর্শনীতে ছিল দেশভাগের সমসাময়িক নানা দুষ্প্রাপ্য দলিল ও ছবি। এগুলি সংগ্রহ করেছেন বিবেকানন্দ মহন্ত। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিভাগে বরাকের নামিদামি শিল্পী ও শিল্পকারদের কাজ ছিল দেখার মত। এর মধ্যে ছিলেন ডঃ স্বপন পাল, ডঃ গণেশ নন্দী, সরোজ পাল, কিশোর দে, অমিতাভ চৌধুরী, অশোক দাস, সন্দীপন ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, মনিকা পাল, সৌভিক দে, সিদ্ধার্থ শংকর দাস, রাহুল পাল, মিঠুন চক্রবর্তী, অরুণ পাল, ডঃ রাজকুমার মজুমদার, মানব দে, শান্তনু আচার্য, মনিকা চৌধুরী, চন্দ্রশেখর রায় প্রমুখ। লায়ন্স ক্লাবের তরফে একটি হাতের কাজের প্রদর্শনী দেখা গেছে। এছাড়া ছিল একটি লিটিল ম্যাগাজিন এবং একটি বইয়ের স্টল। চারুকলা ও হস্তশিল্প বিভাগ এর মধ্যে ছিল করিমগঞ্জের শিল্পী মৃন্ময় ধরের প্রদর্শনী। করিমগঞ্জের শহরে অবস্থিত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিরক্ষাকারী মালেগড়ের ওয়ার মেমোরিয়ালের মডেল তৈরি করেছেন। মাত্র ৫৩ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, ৩৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ এবং ১৩ সেন্টিমিটার উচ্চতার মধ্যে তিনি সমস্ত এলাকাটি এর মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। পেশায় বিজ্ঞান শিক্ষক এই শিল্পীর বাঁশের তৈরি আইফেল টাওয়ারের মডেলও ছিল। এছাড়া অনিন্দিতা চক্রবর্তী, বীণা চক্রবর্তী, রিটন নাথ, অম্লান চক্রবর্তী, স্বর্গীয় অসিত দেব, জুলি দাস এবং প্রিয়া রাউতের শিল্পকর্মও ছিল।

জনমে মরণে আছে বাংলা ভাষাই

অরূপরতন আচার্য

আমরা তো একসঙ্গে বাংলা ভাষায় গান গাই, বাংলায় কথা বলি, জনমে-মরণে আছে বাংলা ভাষাই। এই শব্দগুলোই গীতিকার জন্মজিৎ রায়ের কথা ও সুরকার রণধীর রায়ের সুরে তখন উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন এক ঝাঁক তরুণ তরুণী। উপলক্ষ করিমগঞ্জে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক কেন্দ্রীয় অধিবেশন এর সূচনা অনুষ্ঠান। স্থান সম্মেলনের করিমগঞ্জ জেলা সমিতির স্থায়ী কার্যালয় রামকৃষ্ণ মিশন রোডের বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের সম্মুখ প্রাঙ্গন। গানের সঙ্গে সঙ্গে তখন উপস্থিত সকলে প্রত্যক্ষ করছিলেন ৩০ তম অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলনের মুহূর্ত। আর সুরের মূর্ছনা ও গায়কীয় মুন্সিয়ানায় চার স্তবকে বিভক্ত সতেরো লাইনের এই গীতি কবিতার নির্যাসটুকুই যেন কণ্ঠকের মত বলে দিচ্ছিল বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন গঠনের মাধ্যমে বরাকবাসীর ভাষা সংস্কৃতি ও ভাষাগত অধিকার রক্ষার বহমান লড়াইয়ের কথা। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, সম্মেলন সঙ্গীতের কথাই বলছিলাম। ৩০তম অধিবেশন থেকেই করিমগঞ্জের দুই কৃতি সন্তানের হাত ধরেই যাত্রা শুরু হল এই সম্মেলন সঙ্গীতের। তিন দিন জুড়ে অধিবেশনের বিভিন্ন মঞ্চে গাওয়া এই গানের সাক্ষী হয়ে থাকলেন সাধারণ মানুষ থেকে বিশিষ্ট জনেরা। কার্যত যে গান গাইতে গাইতেই পতাকা উত্তোলনের পর ভাষা শহিদ বেদিতে নিবেদন করা হয় পুষ্পার্ঘ্য।

জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখ সকাল বেলার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সৃজনশীল উপস্থাপনার বহর এবং সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আনন্দমুখরতা থেকেই আঁচ করা যাচ্ছিল, কেমন হতে চলেছে এই অধিবেশনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের সামনের রাস্তার বুকে আঁকা দৃষ্টিনন্দন আলপনার নকসা দেখে মনে হয়েছিল যেন উঠোন জুড়ে লক্ষ্মী পুজোর আয়োজন। শহরের অঙ্কন শিল্পীদের তুলির টানে সজীব হয়ে উঠেছিল পথের দিশা। পাশাপাশি বিগত দিনে যারা সম্মেলনের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু চলে গেছেন না ফেরার দেশে, তাদের কথা স্মরণ করে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের আশপাশের সব রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো হয়েছিল স্মৃতি তোরণ। প্রত্যেকটি তোরণ যেন জানান দিচ্ছিল তাদের অদৃশ্য উপস্থিতি। তালিকাটা ২১ জনের। উপত্যকার এই কৃতি মানুষেরা হলেন— নলিনীকান্ত দাস, মতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুজিৎ চৌধুরী, নৃপতিরঞ্জন চৌধুরী, সুধীর কর, তরুণ দাস, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, শ্যামলরঞ্জন দেব, রথীন্দ্র ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্র কুমার সিংহ, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, অসিতবরণ চক্রবর্তী, রণেন্দ্রমোহন দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন, খালেক চৌধুরী, সীমা রায়, পূরবী দাস, কামালুদ্দিন আহমদ, শিবতপন বসু, অরুণজ্যোতি সেনগুপ্ত ও দক্ষিণারঞ্জন দেব। সম্মেলনের তরফে এঁদেরকে স্মরণ করা নিছক স্মৃতিচারণ নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য পরম্পরার সংরক্ষক ও সংরক্ষণের বার্তাকেই প্রতিষ্ঠা করে। পাশাপাশি ছিল অধিবেশনের মূল দুটি সম্মুখ তোরণ। মূলত লোক শিল্পকলার মুন্সিয়ানায় সাজিয়ে তোলা হয় এই দুটি তোরণ। প্রথমটি বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ শ্রীহট্টের আদি ইতিহাস প্রণেতা অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির স্মরণে নামাঙ্কিত এবং দ্বিতীয়টি শ্রীহট্ট বরাক তথা বাংলার বরেণ্য সাহিত্যিক মুজতবা আলির স্মরণে নামাঙ্কিত।

উৎসবের আয়োজনকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে চেষ্টার যে কোন ত্রুটি ছিল না তার আভাস পাওয়া গেল কার্যালয়ের সামনে বসানো অধিবেশন উপলক্ষে অসাধারন নৈপুণ্যে সাজিয়ে তোলা বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতীক একতারার উপস্থিতি। গুণী শিল্পী সুজিত পালের হাতের ছোঁয়ায় সাদা নীল রঙের খোলা বইয়ের উপর গাঢ় নীল রঙের দাঁড়িয়ে থাকা জীবন্ত একতারা যে প্রকারান্তরে অনেকের কাছে সেলফি জোন হয়ে উঠবে তা কিন্তু ভাবতেই পারেননি শিল্পী থেকে সংগঠক কেউই। আর অসংখ্য স্মার্ট ফোনের ক্যামেরায় আসলে সঞ্চিত হয়ে থাকল প্রতিকী একতারায় তারে বেঁধে রাখা শিল্প সংস্কৃতির বন্ধনের চিত্র। শিশু থেকে প্রৌঢ় কিংবা সংগঠক থেকে আমন্ত্রিত শিল্পী কাউকেই অবহেলা করেনি এই সেলফি জোন। বাংলাদেশের আমন্ত্রিত শিল্পী দিব্যানী দাস মিতালি তো প্রায় তার বন্ধুর উপর রেগেই যাচ্ছিলেন ওই একতারার সঙ্গে ছবি তুলে দিতে দেরি করার জন্য। ছবি তুলে দেওয়ার পরেই তাকে তার বন্ধুকে বলতে শোনা গেল প্রতিকী প্রতীকের প্রতি আসলে যে কতটা ভালোবাসা জন্মে যায়। বরাক বঙ্গের প্রতীক বাউলের একতারার সঙ্গে তিন দিন তিন রাত জুড়ে এই সেলফি আর গ্রুপফির ভালোবাসা কিন্তু জানান দিচ্ছিল ভুবনায়নের যুগে লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ কতটা জরুরি।

এদিকে তিন দিন তিন রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য নির্মাণ করা হয় তিনটি পৃথক মঞ্চ। বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের ভিতরে কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ, বিবেকানন্দ কলেজ অফ এডুকেশন প্রাঙ্গণে সুখময় দত্ত স্মৃতি মঞ্চ এবং সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মৃতি মঞ্চ। এ ছাড়াও ছিল বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের একতলায় বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য বাসরের মঞ্চ। পাশাপাশি করিমগঞ্জ টাউন হলে সাজিয়ে তোলা হয় ত্রিগুণা সেন স্মৃতি প্রদর্শনী ও গ্রন্থমেলার।

প্রত্যেকটি মঞ্চই উৎসর্গ করে সম্মান জনানো হয় উপত্যকার সেইসব কৃতি মানুষদের। তিন দিন তিন রাত জুড়ে তিনটি মঞ্চে সমবেত দল হিসেবে অনুষ্ঠান করেন উপত্যকার প্রায় ১০৬ টি দল এবং একক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন প্রায় ৬০ জন শিল্পী। আর যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পীদের সংখ্যা হিসেব করলে তা প্রায় ৮০ এর কাছাকাছি। বর্ণময় এই অনুষ্ঠান মালায় প্রায় প্রতিদিন দিনের বেলায় শহর করিমগঞ্জ উপভোগ করল বাংলার লোকসংস্কৃতির ফলিত কলা নির্ভর উপকরণ। যেমন। কৃষ্ণলীলা, সূর্যব্রতের গান, ধামাইল নৃত্য, বিয়ের গান, মনসামঙ্গলের গান, পদ্মপুরানের গান, ওঝার গান ও নাচ, ঝুমুর নৃত্য, আইর গান এবং কীর্তন। কেউ কেউ আবার মোবাইল ক্যামেরায় ভিডিও করে রাখলেন লুপ্তপ্রায় লোক সংস্কৃতির এই উপকরণগুলিকে। প্রতিদিনই আমন্ত্রিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তিনজন শিল্পী। দিব্যানি দাস মিতালি, বিস্ময় ভট্টাচার্য ও পঙ্কজ দেব। তাদের পরিবেশনায় ছিল লোকগান, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও বাংলা আধুনিক গান। মিতালির সুমধুর কণ্ঠ উপস্থিত সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। বিস্ময়ের গায়কী দর্শকদের কার্যত বিস্মিত করে। পঙ্কজ দেবের উপস্থাপনায় ছিল এক আনন্দের উদযাপন। আমন্ত্রিত শিল্পীদের তালিকায় ছিল কলকাতা প্রবাসী বরাকের কিছু শিল্পী। যেমন বাবলু সহি, জয়শঙ্কর চৌধুরী, পার্বতী দত্ত এন্দো এবং স্মিতা দত্তচৌধুরী। দর্শকের অনুরোধে সুরমা দোহারের শিল্পী বাবলু ও জয়শঙ্কর গাইলেন প্রায় গভীর রাত পর্যন্ত। পার্বতী এন্দোর সাবলীল উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের শ্রী বৃদ্ধি করে। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী স্মিতা দত্তচৌধুরীর নিবেদনে ছিল পূর্ণতার আবেদন। অন্যদিকে করিমগঞ্জের সব বিদ্যালয়, সঙ্গীত বিদ্যালয় ও বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনা ছিল এক কথায় অসাধারণ। পাশাপাশি শিলচর ও হাইলাকান্দির বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনা মন ছুঁয়ে যায় সকলের। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ছিল শিশুমেলা। উৎসবের শেষ দিনে সকাল ১০ টায় প্রায় শতাধিক শিশুর কলতানে মুখরিত হয়েছিল সুখময় দত্ত স্মৃতি মঞ্চ প্রাঙ্গন। গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি এবং যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী উপলক্ষে ওই কয়েক ঘন্টা আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল কচিকাঁচাদের দল। শিশুমেলা উপলক্ষে মঞ্চ সজ্জায় ছিল বিশেষ চমক। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল এর থিমে এক অনন্য সুন্দর মঞ্চ নির্মাণ করেন শিল্পী কিশোর দে। উপস্থিত সকলেই যার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রতিদিন প্রতিটি মঞ্চে অনুষ্ঠান চলাকালীন দর্শকের সংখ্যা ছিল নজর কাড়ার মত। আবার করিমগঞ্জ টাউন হলে আয়োজিত ত্রিগুণা সেন স্মৃতি প্রদর্শনী ও গ্রন্থমেলায় দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য , সেলাই, দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ, বরাকে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বরাকের ঐতিহাসিক স্থানগুলির মডেল ও বই-এর সম্ভারে প্রদর্শনীটি ছিল এক কথায় অনবদ্য।

এই প্রথম বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের করিমগঞ্জ অধিবেশন উদযাপনের স্থান পরিবর্তন করা হয়। অনেকেই এ নিয়ে বেশ শঙ্কায় ছিলেন। কিন্তু মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেই শঙ্কা পরিণত হয় ভালোবাসায়। শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই নয় বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য বাসরে উপত্যকার প্রতিটি জেলার কবি সাহিত্যিকেরা অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি সম্মেলনের করিমগঞ্জ অধিবেশন উপলক্ষে ১৯৫ পাতার স্মরণিকা, ভাষা অকাদেমির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা (বরাক উপত্যকার অর্থনৈতিক দৃশ্যপট) ও বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও উন্মোচন করা হয় এই অধিবেশনে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছিল দুটি মূল্যবান জাতীয় আলোচনাচক্র। বিশেষ করে উত্তরপূর্ব ভারতে বাঙালি অস্তিত্ব, সংকট ও উত্তরণ বিষয়ে আলোচকদের আলোচনা উপস্থিত সকলকে সমস্যার গভীরে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। আর বাঙালির জাতিপরিচয় ও সংস্কৃতির বিকাশ স্মৃতি ও সত্তার উত্তরাধিকার বিষয়ক আলোচনা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সত্যিকারের সমস্যাকে উপলক্ষ করে। শোভাযাত্রা, গান, কবিতা, নৃত্য, শিশুমেলা, সাহিত্য বাসর এবং আলোচনা চক্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার অতিথিদের জন্য ছিল বরাকের বিশেষ খুঁটকি মাছের ভিজে জল আনা উপকরণ দিলল। আর উত্তরীয় থেকে শুভেচ্ছা স্মারক কিংবা প্রতিনিধিদের জন্য দৃষ্টিনন্দন জুটের ব্যাগ প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই ছিল সৃজনশীল মুন্সিয়ানার ছাপ। সব মিলিয়ে করিমগঞ্জে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০ তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন এক কথায় মানুষের মনে স্থান করে নিল মহিমায়।

বদরপুরে বরাকবঙ্গের শোভাযাত্রা

দিদারুল ইসলাম

শোভাযাত্রায় বরাকবঙ্গের বদরপুর আঞ্চলিকের সদস্য সহ পড়ুয়ারা।

বদরপুর, ১০ জানুয়ারি : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের জনসচেতনতা শোভাযাত্রা বুধবার অনুষ্ঠিত হল বদরপুরে। ৩০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের প্রাক্কালে বদরপুর আঞ্চলিক সমিতি কর্তৃক ছাত্রছাত্রী সহযোগে শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বরাকবঙ্গের বদরপুর আঞ্চলিক সমিতি আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় বদরপুর পাবলিক হাইস্কুল, বদরপুর গার্লস হাইস্কুল সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এবং সচেতন নাগরিকরা অংশগ্রহণ করেন। আলাকুলিপুরের বদরপুর গার্লস হাইস্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয় দুপুর ১২টায়। বদরপুর বাজার চৌমাথা রেল গেট পরিক্রমা করে বদরপুর পাবলিক হাইস্কুল প্রাঙ্গণে সমাপ্ত হয় শোভাযাত্রা। শুরুতে শোভাযাত্রার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বরাকবঙ্গের বদরপুর আঞ্চলিক সমিতির সভাপতি দয়ালচন্দ্র সরকার। বরাকবঙ্গের ৩০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে করিমগঞ্জে আগামী ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি। এর ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যেই এই শোভাযাত্রা হয় বদরপুরে। বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতি এরকম শোভাযাত্রা আয়োজন করছে বলে জানান কর্মকর্তারা। বদরপুর পাবলিক হাইস্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ৬১'র ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন দয়ালচন্দ্র সরকার। ভাষা আন্দোলনে আত্মাহুতি দেওয়া এগারো শহিদের প্রসঙ্গ টেনে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সুব্রত ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন পাবলিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শিপ্রা দাস, গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরাঙ্গ দাস, সীমা ঘোষ, সুবিমল বর্ধন, সেলিম খান, পূর্ণিমা ভট্টাচার্য, ভোলা দে, দীপক দেব, অঞ্জনা দত্ত, নবনীতা দে, শম্ভুনাথ দাস, আসরফ হোসেন, গোপা আচার্য, বিধান মালাকার, বিকাশ দাস, বিদ্যুৎ পাল প্রমুখ।

11 Rvbqvwi 2024, ^`wbK mvgwqK cm½

বরাকবঙ্গের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে নজরকাড়া প্রদর্শনী

হিল্লোল দত্ত

করিমগঞ্জ, ২৩ জানুয়ারি : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে আয়োজিত প্রদর্শনীতে বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, হস্তশিল্প সহ বিভিন্ন ধরনের শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। তিনদিনের অধিবেশনের প্রথম দিন অর্থাৎ ১৯ জানুয়ারি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ড. সুশান্তকুমার পাল। উপস্থিত ছিলেন বরাকবঙ্গের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, ড. সব্যসাচী রায় সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা। এবারের প্রদর্শনীতে মোট নয়টি কক্ষে নানা বিষয়ের ওপর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রদর্শনী। করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা দারুণভাবে প্রদর্শন করেন। ইতিহাস বিষয়ক প্রদর্শনীতে ছিল দেশভাগের সময়কার নানা দুষ্প্রাপ্য দলিল ও ছবি। এগুলো সংগ্রহ করেছেন বিবেকানন্দ মহন্ত। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিভাগে বরাকের নামী-দামি শিল্পীদের কাজ ছিল দেখার মতো। এর মধ্যে ছিলেন ড. স্বপন পাল, ড. গণেশ নন্দী, সরোজ পাল, কিশোর দে, অমিতাভ চৌধুরী, অশেষ দাস, সন্দীপন ভট্টাচার্য, গৌতম চক্রবর্তী, মনিকা পাল, সৌভিক দে, সিদ্ধার্থশঙ্কর দাস, শান্তনু আচার্য, মনিকা চৌধুরী, চন্দ্রশেখর রায় প্রমুখ। লায়ন্স ক্লাবের তরফে একটি হাতের কাজের প্রদর্শনী দেখা গেছে। এছাড়া ছিল একটি লিটল ম্যাগাজিন এবং একটি বইয়ের স্টল। চারুকলা ও হস্তশিল্প বিভাগের মধ্যে ছিল করিমগঞ্জের শিল্পী সুজয় ধরের প্রদর্শনী। করিমগঞ্জের লাতুতে অবস্থিত ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিচারণকারী মালেগড়ের ওয়ার মেমোরিয়ালের মডেল তৈরি করেছেন। মাত্র ৫৪ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, ৩৫ সেন্টিমিটার প্রস্থ এবং ১৩ সেন্টিমিটার উচ্চতার মধ্যে তিনি পুরো এলাকাটি উপস্থাপন করেছেন। পেশায় বিজ্ঞান শিক্ষক এই শিল্পীর বাঁশের তৈরি আইফেল টাওয়ারের মডেলও ছিল। এছাড়া অনিন্দিতা চক্রবর্তী, নীলা চক্রবর্তী, রিটন নাথ, অয়ন চক্রবর্তী, প্রয়াত অসিত দেব, জুলি দাস এবং প্রিয়া রাউতের তৈরি প্রদর্শনীও ছিল।

প্রদর্শনীতে শিল্পী সুজয় ধরের তৈরি মালেগড় ওয়ার মেমোরিয়ালের মডেল।

13 Rvbqvwi 2024, ^`wbK cvš‡R¨wZ

বঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কানিশাইলে শোভাযাত্রা

আজহার উদ্দিন,নিউ করিমগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি: আগামী ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ৩০তম কেন্দ্রীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এ উপলক্ষে করিমগঞ্জ জেলা বঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধীন কানিশাইল-শরিফনগর বঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আঞ্চলিক কমিটির কর্মকর্তাদের উদ্যোগে বঙ্গ সাহিত্যের ৩০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনকে স্বার্থক ও সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য শুক্রবার সকাল দশটায় এক জনসচেতনতা শুভযাত্রা র‍্যালি কানিশাইল এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে ইস্ট পয়েন্ট প্লাবিক স্কুল থেকে শুরু হয়ে র‍্যালিটি জাতীয় পরিক্রমা করে লাইফ লাইন হাসপাতাল হয়ে পুনরায় জাতীয় সড়ক হয়ে পোয়ামারা গিয়ে সমাপ্তি ঘটে। এ দিনের জনসচেতনতা শুভযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কানিশাইল শরিফনগর বঙ্গ সাহিত্যের আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি আতিকুর রহমান চৌধুরী, প্রাক্তন সভাপতি একলাছুর রহমান, বিশিষ্ট সমাজ সেবী জুনেদ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ জহিরুল আলম চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আখতারুজ্জামান চৌধুরী, তুফাইল আহমেদ, তাহের আহমেদ ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক মণ্ডলী সহ স্কুল কমিটির অন্যান্যরা। শেষে কমিটির কর্মকর্তারা বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্যের করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য বিনম্র অনুরোধ জানিয়েছেন।

24 Rvbqvwi 2024, ^`wbK mvgwqK cm½

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বরাক বঙ্গের ৩০তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের সূচনা

অরূপ রতন
করিমগঞ্জ । ১৮ জানুয়ারি

বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের সূচনা হল সীমান্ত শহরে। সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সরকারি স্কুলের খেলার মাঠ থেকে শুরু হয়। ১৫টি সুসজ্জিত ট্যাবলোতে উপত্যকার ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ফুটে ওঠে শোভাযাত্রায়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ প্রায় তিন

> **বাংলা এবং বাঙালি জাতিসত্তার লড়াই নিরলসভাবে ৪৭ বছর ধরে চালিয়ে আসছে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন।**

সহস্রাধিক লোক শোভাযাত্রায় পা মেলান।

বাংলা এবং বাঙালি জাতিসত্তার লড়াই নিরলসভাবে ৪৭ বছর ধরে

ছয় বছর পর সীমান্ত শহরে অধিবেশন

চালিয়ে আসছে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন। ছয় বছর পর করিমগঞ্জে আয়োজিত হচ্ছে সম্মেলনের দ্বিবার্ষিক অধিবেশন। শোভাযাত্রায় একের পর এক সুসজ্জিত ট্যাবলোতে উপত্যকার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার বিষয় তুলে ধরা হয়। দীর্ঘ বছর পর বৃহস্পতিবার বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করলেন শহর করিমগঞ্জের মানুষ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার নাচ গান সহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে বেড়ায় এই শোভাযাত্রা।

শোভাযাত্রায় অংশ নেয় সঙ্গনী সংঘ, যোগমায়া সঙ্গীত বিদ্যালয়, নৃত্যাশ্রী কলা নিকেতন, নূপুর নৃত্যালয়, সঙ্গীতম ও নৃত্যাঙ্গন, নবতরঙ্গ, নন্দিনী পাঠচক্র, সুরসপ্তক, সপ্তসুর, শাস্ত্রা ডান্স অ্যাকাডেমি, গীতবিতান সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থা ইত্যাদি।

এছাড়া করিমগঞ্জ কলেজ, শিশুনিকেতন, বোলাডস মেমোরিয়াল হাইস্কুল, বেবিল্যান্ড, সরস্বতী বিদ্যা নিকেতন, মহর্ষি বিদ্যামন্দির, ক্রিস্টিয়ান সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়, নগেন্দ্রনাথ তিলকচাঁদ বিদ্যালয়, বিরজাসুন্দরী গার্লস হাইস্কুল, শ্যামসুন্দর বিদ্যামন্দির হাইস্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে।

শোভাযাত্রার একেবারে সামনে দর্শনীয় ব্যানারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, এএসটিসি চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী, নবেন্দু শর্মা পুরকায়স্থ, এমসি বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, ডিএমএ সচিব সুদীপ চক্রবর্তী ও সভাপতি অমলেশ চৌধুরী, তাপসকান্তি পুরকায়স্থ, ওয়ার্ড কমিশনার ড. দেবতোষ পাল, নির্মল বণিক, প্রাক্তন উপ-পুরপতি সুখেন্দু বিকাশ পাল, পুরসভার উপ-পুরপতি সুখেন্দু দাস, ড. সব্যসাচী রায়, নিশিকান্ত ভট্টাচার্য, চন্দন বণিক, নিবারণ দাস, সঞ্জয় দাস, উৎসা দাস, সৌমিত্র পাল, নন্দকিশোর বণিক, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, কৃষ্ণা দাস, সুবীর রায় চৌধুরী, রাজন সাহা সর্দার, অমিত পাল প্রমুখ।

শোভাযাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন শোভাযাত্রা উপ-সমিতির সভাপতি সুবীরবরণ রায় ও আহ্বায়ক অরূপ রায়।

19 Rvbqwi 2024, ``wbK hMk•L

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় মেতে ওঠল করিমগঞ্জ, শুরু বরাকবঙ্গের অধিবেশন

নববার্তা প্রতিবেদন, করিমগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : আজি কী আনন্দ আকাশে বাতাসে----হাঁ, অমর স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়কে ধার করেই লিখছি বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের করিমগঞ্জ অধিবেশনের শোভাযাত্রার রিপোর্ট। ৩০তম অধিবেশন এবার করিমগঞ্জে। সেজে উঠেছে প্রান্তিক শহর। আনন্দ তাই মনে ও মননে—আমরা যারা মায়ের ভাষায় গান গাই, লিখি, এমনকি প্রাণ দিতেও পিছ পা হই না। বছরে বছরে শহিদ স্মৃতি তর্পণ করি আমরা, বরাকের বাঙালি। মেতে উঠি তাই বরাক বঙ্গের অধিবেশন নিয়ে। ৩০তম অধিবেশনের শোভাযাত্রা ছিল বর্ণাঢ্য। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা, বরাক বঙ্গের আঞ্চলিক কমিটিগুলোর উদ্যোগে এই শীতের সকালে নাচ, গান, আবৃত্তি, মৃদঙ্গ বাদনে শহরবাসী মেতে ওঠে। তবে বরাক বঙ্গের কর্মকর্তা, বিজেপি, কংগ্রেস দলের নেতা, হাতে গোনা ক'জন মহিলা নেত্রী, গুটি কয়েক সাংবাদিক ছাড়া সামাজিক নেতৃত্বের কেউই এগিয়ে আসেননি। সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং আম মানুষ ছিল শোভাযাত্রায়।

বিশাল মিছিল। তিন হাজারের বেশি মানুষ এই শীতের সকালে পথে নামা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্মেলনের অধিবেশনের সূচনা হয় আজ। সরকারি স্কুলের খেলার মাঠ থেকে শুরু হওয়া এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায় ১৫টি সুসজ্জিত ট্যাবলোতে উপত্যকার ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ফুটিয়ে তোলা হয়। বিগত ৪৭ বছর ধরে বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার রক্ষার লড়াই নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলনের দ্বিবার্ষিক অধিবেশন ৬ বছর পর এবার করিমগঞ্জে আয়োজিত ৭-এর পাতায় দেখুন

বরাকবঙ্গে সভাপতি পদে ফের রাধিকারঞ্জন, সম্পাদক গৌতম

নতুন কমিটি সভাপতি ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, সুবীর রায়চৌধুরি, মানিক চক্রবর্তী। সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত, সহ-সাধারণ সম্পাদক বজলুল রহমান খান, নিজাম উদ্দিন লস্কর, মিলন উদ্দিন লস্কর, কোষাধ্যক্ষ আশিস চৌধুরি, কার্যালয় সম্পাদক পরিতোষ দে, সাহিত্য সম্পাদক দীপক সেনগুপ্ত, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পিনাকপানি ভট্টাচার্য। কার্যকরী কমিটিতে রয়েছেন ৩৯ সদস্য।

19 Rvbqwi 2024, ``wbK beevZv cm½

করিমগঞ্জে বরাক বঙ্গের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, তিন দিনের অধিবেশনের দেশ বিদেশের গুণীদের সমাবেশ

নতুন কমিটিতে ফের সভাপতি ড. রাধিকা রঞ্জন, সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রসাদ

করিমগঞ্জে বরাক বঙ্গের বর্ণাঢ্য

চাই প্রতিটি মানুষই তাদের মাতৃভাষা রক্ষা করুক, ভাষা থাকলে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে। তিনদিনের এই সম্মেলনে একদিন আগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দিয়েছি মানুষ নিজেদের ভাষা সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা আবেগ জড়িত রয়েছে।

তিনি বলেন, তিনদিনের অধিবেশনে দেশ বিদেশের অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যাক্তিদের সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতি জগতের অনেক আসছেন। তাছাড়া প্রতিদিন চারটি মঞ্চে করিমগঞ্জের শিল্পীদের পাশাপাশি উপত্যকার অনেক শিল্পী সঙ্গীত নৃত্য পরিবেশন করবেন, তাছাড়া কবিতা ও সাহিত্য আসর থাকবে।

তিনদিনের এই অধিবেশন কে সফল করে তোলার জন্য বরাক উপত্যকার প্রতিজন নাগরিকদের নিকট আবেদন জানান রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী।

এদিকে আগামী দুই বছরের জন্য বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মতি ক্রমে সভাপতি পদে ড. রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, সহ সভাপতি ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, সুবীর রায় চৌধুরী, মানিক চক্রবর্তী। সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রসাদ দত্ত, সহ সাধারণ সম্পাদক বজরুল রহমান খান, নিজাম উদ্দীন লস্কর,

মিলন উদ্দিন লস্কর, কুষাধ্যক্ষ আশিষ চৌধুরী, কার্যালয়ে সম্পাদক পরিতোষ দে, সাহিত্য সম্পাদক দীপক সেন গুপ্ত, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পিনাকপানি ভট্টাচার্য। তাছাড়া ৩৯ জন্য সদস্য নেওয়া হয়।

19 Rvbqvwi ^`wbK cvš‡R¨wZ

বিশাল শোভাযাত্রা দিয়ে অধিবেশনের সূচনা বরাকবঙ্গের

সাময়িক প্রসঙ্গ, করিমগঞ্জ, ১৮ জানুয়ারি : অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তা ও বরাক উপত্যকার বহুভাষিক পরিচয়কে অক্ষত রাখার আহ্বান জানিয়ে শুরু হল বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বিবার্ষিক অধিবেশন। বৃহস্পতিবার সকালে এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে তিনদিনব্যাপী অধিবেশনের সূচনা হয়। করিমগঞ্জ সরকারি স্কুলের খেলার মাঠ থেকে শুরু হওয়া এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায় প্রায় তিন হাজার মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। শোভাযাত্রায় ১৫টি সুসজ্জিত ট্যাবলোতে উপত্যকার ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ফুটিয়ে তোলা হয়।

বিগত ৪৭ বছর ধরে বাংলা ও বাঙালি জাতিসত্তার রক্ষার লড়াই

বরাকবঙ্গের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা। বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জে।

নিরলসভাবে চালিয়ে যাচ্ছে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। সম্মেলনের দ্বিবার্ষিক অধিবেশন ছয় বছর পর এবার করিমগঞ্জে আয়োজিত হয়েছে। এই অধিবেশনের সূচনা হয় বৃহস্পতিবার এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার মাধ্যমে। কনকনে শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে সরকারি স্কুলের খেলার মাঠ থেকে শুরু হয় এই বিশাল শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার প্রথমে অত্যন্ত সুন্দর একটি ব্যানার পরিলক্ষিত হয়। শুরুতেই আয়োজকদের এমন চমক দেখে আনন্দিত করিমগঞ্জ শহরবাসী। শোভাযাত্রায় একের পর এক সুসজ্জিত ট্যাবলোতে উপত্যকার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রতিফলন দেখা যায়। দীর্ঘ বছর পর এ ধরনের এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা উপভোগ করলেন করিমগঞ্জের নাগরিকরা। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার নাচ-গান সহ শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে বেড়ায় এই শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে সন্ধানী সংঘ, যোগমায়া সঙ্গীত বিদ্যালয়, নৃত্যশ্রী কলা নিকেতন, নূপুর নৃত্যালয়, সঙ্গীতম ও নৃত্যাঙ্গন, নবতরঙ্গ, নন্দিনী পাঠচক্র, সুরসপ্তক,সপ্তসুর, শাস্তা ড্যান্স অ্যাকাডেমি, গীতবিতান সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থা ইত্যাদি। এছাড়া করিমগঞ্জ কলেজ, শিশুনিকেতন, রোলাণ্ডস মেমোরিয়াল হাইস্কুল, বেবিল্যান্ড, সরস্বতী বিদ্যানিকেতন, মহর্ষি বিদ্যামন্দির, প্রভিন্সিয়াল সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, ভিকমচাঁদ বালিকা বিদ্যালয়, নগেন্দ্রনাথ তিলকচাঁদ বিদ্যালয়, বিরজাসুন্দরী ইত্যাদি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, মিশন রঞ্জন দাস, সুব্রত ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ দাস, সুদীপ চক্রবর্তী, অরবিন্দ পাল, তাপসকান্তি পুরকায়স্থ, দেবতোষ পাল, নির্মল বণিক প্রমুখ। শোভাযাত্রা সফল ও সুন্দর হওয়ায় সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন শোভাযাত্রা উপসমিতির সভাপতি সুবীর বরণ রায় ও আহ্বায়ক অরূপ রায়।

19 Rvbqvwi 2024, ^`wbK mvgwqK cm½

‘বাঁচুক ভাষা, বাঁচুক বাঙালি’ মন্ত্রে শুরু বরাকবঙ্গের অধিবেশন

বার্তালিপি প্রতিবেদন, শিলচর, ১৮ জানুয়ারি : বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রায় করিমগঞ্জে সূচনা হল বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম কেন্দ্রীয় অধিবেশনের। বৃহস্পতিবার সকালে কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করে সাড়ে ৮টায় করিমগঞ্জের সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ থেকে শুরু হওয়া বিশাল শোভাযাত্রায় মানুষের নজর কাড়ল '৬১-র ভাষা শহিদদের ট্যাবলো থেকে শুরু করে বাংলার দিকপাল পণ্ডিত ও মনীষীদের জীবন্ত প্রদর্শনী।

শোভাযাত্রায় একটি লরিতে মাঝখানে শহিদ কমলা ভট্টাচার্যকে রেখে দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন জীবন্ত বীরেন্দ্র, সুকোমল, চণ্ডীচরণরা। তাঁদের সবার হাতে ছিল একটা করে প্ল্যাকার্ড। এতে লেখা ‘বাঁচুক ভাষা, বাঁচুক বাঙালি, বাংলা ভাষার জয় হোক’। এর পরের লরিতে ছিল বরাক উপত্যকার গ্রামীণ জনজীবন ও লোকসংস্কৃতির উপকরণে ভরপুর একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনী। শিশু-কিশোরদের সাজিয়ে-গুছিয়ে তৈরি করা এই ট্যাবলোতে কেউ মাছ ধরার জাল বুনছে, মাথায় ঘোমটা দেওয়া গ্রামের মহিলা চাল ঝাড়ছেন দাওয়ায় বসে। পাশেই আরেকজন ঢেঁকিতে ধান ভানছেন। এই দৃশ্য ঘর-গেরস্থালি এবং কৃষকের সমৃদ্ধির ছবিটাই স্পষ্ট করে তুলেছে। এ ছাড়াও ছিল ধামাইল গানের নৃত্যের আকর্ষণীয় ট্যাবলো, চামর হাতে ওঝা নৃত্য এবং মণিপুরি নৃত্য ও বাজনদারদের দল।

শোভাযাত্রার একেবারে সামনে ছিলেন বরাক বঙ্গের কেন্দ্রীয় সমিতি, করিমগঞ্জ জেলা সমিতি এবং ৩০তম কেন্দ্রীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতি সহ শহরের আমন্ত্রিত বিশিষ্টজনেরা। একতারা সদৃশ বরাকবঙ্গের লোগো অর্থাৎ প্রতীক হাতে কিছুক্ষণ সামনের সারিতে ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী। হাত বদল করে প্রতীক ধরেছেন অন্য পদাধিকারীরাও।

বরাক বঙ্গের সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। বৃহস্পতিবার, করিমগঞ্জে। ছবি : অংশুমান আচার্য।

■ এরপর ছয়ের পাতায়

সভাপতি ফের রাধিকাই, সম্পাদক গৌতম প্রসাদ

বার্তালিপি প্রতিবেদন, শিলচর, ১৮ জানুয়ারি : না, দুই শীর্ষ পদে কোনও বদল হল না। আগামী দু'বছরের জন্য বরাকবঙ্গের কেন্দ্রীয় সমিতির ফের সভাপতি হলেন ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হল গৌতমপ্রসাদ দত্তকেই। করিমগঞ্জে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম কেন্দ্রীয় অধিবেশন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার আয়োজিত ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত তিন জেলার প্রতিনিধিরা এই দুই ব্যক্তির হাতেই কেন্দ্রীয় সমিতির দায়িত্ব সমঝে দেন। এঁদের সঙ্গে কোষাধ্যক্ষ পদেও বহাল থাকলেন আশিস চৌধুরী।

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

গৌতমপ্রসাদ দত্ত

৩০তম অধিবেশন ■ এরপর ছয়ের পাতায়

গ্রেফতার এসিএস সুকন্যা বরা

টাকার সম্পত্তির তথ্য লাভ করেছিল। এ ছাড়াও মরিগাঁওয়ে তাঁর বিশাল জমি রয়েছে। গুয়াহাটির তিন-চারটি স্থানেও তাঁর সম্পত্তি থাকার তথ্য পাওয়ার পর সিএম ভিজিলেন্স এই এসিএস অফিসারকে গ্রেফতার করে। এর আগে পূর্ত বিভাগের বাস্তুকার শামিম আলি ও ডিএফও ভাস্কর ডেকাকেও আয় বহির্ভূত সম্পত্তি থাকার অভিযোগে সিএম ভিজিল্যান্স গ্রেফতার করেছিল।

সভাপতি ফের রাধিকাই, সম্পাদক গৌতম প্রসাদ

উপলক্ষে এ দিন করিমগঞ্জের বিপিনচন্দ্র পাল ভবনে কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চে আয়োজিত সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা হয়। ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে আয়োজিত সাধারণ সভা শুরু হয় সম্মেলন সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। বরাকবঙ্গের কেন্দ্রীয় সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের অধিবেশনেই রচিত হয়েছে সম্মেলন সংগীত। রচনা করেছেন সংগঠনের প্রাক্তন বর্ষীয়ান পদাধিকারী ড. জন্মজিৎ রায়। সুর দিয়েছেন করিমগঞ্জের বিশিষ্ট শিল্পী তথা সংগীত গুরু রণবীর রায়। সভায় সমবেত কণ্ঠে সম্মেলন সংগীত পরিবেশন করেন সাংস্কৃতিক সংগঠন সাংগীতিকী-র একঝাঁক শিল্পী।

সভায় প্রথমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত। এরপর পেশ করা হয় গত দু'বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব। নতুন কেন্দ্রীয় সমিতিতে সহ-সভাপতি করা হয়েছে তিন জেলা থেকে তিনজনকে। এঁরা হলেন করিমগঞ্জ থেকে সুধীর রায়চৌধুরী, কাছাড় থেকে ইমাদ উদ্দিন বুলবুল এবং হাইলাকান্দি থেকে মানিক চক্রবর্তী। তিন জেলা থেকে সহ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বজলুর রহমান, মিলন উদ্দিন লস্কর এবং নিজাম উদ্দিন লস্করকে। কার্যালয় সম্পাদক হয়েছেন পরিতোষ দে। এ ছাড়া সাহিত্য সম্পাদক দীপক সেনগুপ্ত এবং সংস্কৃতি সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হাইলাকান্দির পিনাকপাণি ভট্টাচার্যকে।

পদাধিকারীদের বেছে নিতে কোনও নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি। প্রস্তাবনা ও সমর্থনের মধ্য দিয়েই সর্বসম্মতিতে নতুন কমিটির প্রতিটি নাম গৃহীত হয়। তবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য আধিকারিক হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতীশ ভট্টাচার্যকে। প্রক্রিয়ায় সঙ্গে ছিলেন কাছাড় জেলা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী। এ দিনের সভায় গৌতমপ্রসাদ দত্ত গত দু'বছর মেয়াদের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করার পর আলোচনায় উঠে আসে নানা বিষয়। বিশেষ করে সংগঠনের ছাত্র যুব শাখা গঠনে শিলচর সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এর অগ্রগতি সম্পর্কে সদস্যরা জানতে চান। পাশাপাশি শিলচর তারাপুরে কেন্দ্রীয় সমিতির যে জমি রয়েছে সেই জমি নিয়ে সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কেও জানতে চান সদস্যরা। এ ছাড়া বরাকবঙ্গের মতো সংগঠনকে সরকার কেন গুরুত্ব দেয় না, এই প্রশ্নও তোলা হয় সাধারণ সভায়।

সাধারণ সম্পাদক সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য প্রতিটি বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এরমধ্যে সরকার বরাক বঙ্গকে গুরুত্ব দেয় কি না এর উদাহরণ দিয়ে গৌতম প্রসাদ দত্ত বলেন, সম্প্রতি ডিলিমিটেশনে বরাক উপত্যকার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্র কেটে দেওয়া এবং উপত্যকার ভৌগোলিক সীমানাকে জাতি-ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার বিরুদ্ধে সংগঠন সরব হয়েছিল। ওই সময় দাবি আপত্তি জানাতে গুয়াহাটিতে উপত্যকার সংস্থা-সংগঠনকে যখন ডাকা হয়েছিল তখন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা শুধুমাত্র বরাকবঙ্গের দেওয়া দাবি-আপত্তিপত্র হাতে নিয়ে প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছেন। এমনটা অন্য সংগঠনের বেলায় হয়নি। সাধারণ সম্পাদক স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেন, যেহেতু সংগঠনটি বৌদ্ধিক স্তরের, ফলে আমাদের পক্ষে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করা সম্ভব নয়। আমরা বৌদ্ধিক স্তরেই জনমত গঠনের মাধ্যমে জনতা এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ সব সময় করে যাব।

এ দিকে ৩০তম অধিবেশন উপলক্ষে বরাকবঙ্গের উদ্যোগে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গোটা করিমগঞ্জ শহর। আগামী তিন দিন অর্থাৎ ১৯, ২০ ও ২১ জানুয়ারি বিপিনচন্দ্র পাল ভবন, আইন কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ অব এডুকেশন এবং সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৃথক পৃথক মঞ্চ বানিয়ে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রতিদিন হবে আলোচনা সভা-গল্প-কবিতা পাঠের আসর, প্রদর্শনী গ্রন্থমেলা এবং স্থানীয় ও আমন্ত্রিত শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

‘বাঁচুক ভাষা, বাঁচুক বাঙালি’ মন্ত্রে শুরু বরাকবঙ্গের অধিবেশন

শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ধরে শোভাযাত্রা যতই এগিয়েছে ততই চারপাশ মুখরিত হয়েছে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের গান-কবিতায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা শোভাযাত্রায় প্রত্যেকের হাতে ছিল বরাকবঙ্গের পতাকা। রাস্তায় শহরের সবকটি শহিদবেদি এবং মনীষীদের মূর্তিতে বরাকবঙ্গের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা-সংগঠন ও সংগীত-নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়ে শোভাযাত্রাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। সরকারি স্কুলের মাঠ থেকে বেরোনোর পর শোভাযাত্রা কোন দিকে এগিয়ে গেছে, কতটা লম্বা হয়েছে, বহরের দিক দিয়ে এর কোনও ইয়ত্তাই পাওয়া যায়নি। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ বাড়িয়েছে হাঁটতে হাঁটতে শহরের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের খালি গলায় গাওয়া লোকসংগীত এবং এর সঙ্গে জম্পেশ নৃত্য। শিল্পীরা এতটাই জমিয়েছেন যে মাঝে মাঝে কোমর দুলিয়ে এতে শামিল হয়েছেন বরাকবঙ্গের সদস্যরাও।

রামমন্দির : বিশেষ স্ট্যাম্প প্রকাশ মোদির

উদ্বোধনের চারদিন আগে তিনি প্রকাশ করলেন রামমন্দিরের বিশেষ স্ট্যাম্প। স্মারক হিসেবেই ব্যবহৃত হবে এই নতুন স্ট্যাম্প। বিশেষ স্ট্যাম্পের নকশায় রয়েছে সূর্য আর সরযূ নদীর ছবি। এছাড়াও রামমন্দিরের গায়ে যে সমস্ত ভাস্কর্য রয়েছে সেগুলোর ছবিও তুলে ধরা হয়েছে নতুন স্ট্যাম্পে। রামমন্দিরের ছবিও স্ট্যাম্পে রাখা হয়েছে। নতুন স্মারক স্ট্যাম্পের পাশাপাশি একটি বইও প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিশ্বের নানা প্রান্তে আজ পর্যন্ত রামকে নিয়ে যত স্ট্যাম্প প্রকাশিত হয়েছে, সমস্তগুলোর সংকলন রয়েছে এই বইতে।

এই স্ট্যাম্প প্রকাশের পরে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশেষ বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অভিযানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত মোদি। স্ট্যাম্প প্রকাশের পরে দেশবাসী ও বিশ্বের সমস্ত রামভক্তকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। এদিন মোট ৬টি স্মারক স্ট্যাম্প প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রাহুলের দুর্নীতি-খোঁচায় বোফর্স-তোপ হিমন্তর

আইন ভেঙে গুয়াহাটি শহর দিয়ে যাত্রা নিয়ে যাওয়ার জন্য উসকানি দিচ্ছে। আমার কাছে সব খবর রয়েছে। কংগ্রেসের নেতারাই তো আমাকে নিয়মিত খবর দেন। আরও একজন আছে। যাত্রা সীমান্ত পেরিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছলেই ওই দু'জনকে পুলিশ দিয়ে তুলে আনব।'

কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা ও মন্ত্রী প্রয়াত অঞ্জন দত্তের কন্যা অঙ্কিতা দত্তের ‘ন্যায়’ পাওয়া নিয়েও এদিন রাহুলকে বিঁধেন হিমন্ত। বলেন, ‘অঙ্কিতা দত্ত তো ন্যায় চেয়েছিলেন। যে নেতা নিজের দলের নেত্রীকেই ন্যায় দেওয়া থেকে পালান, তিনি আবার দেশকে কী ন্যায় দেবেন।’ তাঁর আরও মন্তব্য, ‘অসম আন্দোলনের ৯'শ শহিদকে কংগ্রেস কবে ন্যায় দেবে। এই কংগ্রেসই তো আইজলে বোমা ফেলেছিল। মানুষ এসব মনে রেখেছে।’

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রার রুট ম্যাপ তৈরির দায়িত্বে থাকা কে ভি বাইজুর বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করেছে যোরহাট পুলিশ। অভিযোগ, যোরহাটে এদিন যাত্রা চলাকালীন প্রশাসনের নির্দেশ লঙ্ঘন করা হয়েছিল।

Think globally...Act locally...
স্বপ্নিল বহুমুখী বিদ্যালয়
নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত; SEBA ও AHSEC দ্বারা অনুমোদিত উত্তর করিমগঞ্জের একমাত্র বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল। যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা আছে।
লক্ষ্মীবাজার রোড, পো : চিলাবাজার, করিমগঞ্জ
যোগাযোগ : ৮০১১৪৭৬০১৬

দৈনিক
নববার্তা প্রসঙ্গ

ইন্টারনেট সংস্করণ : www.nababartaprasanga.com

৩৮ তম বর্ষ ○ সংখ্যা ২৬৬ করিমগঞ্জ ○ শনিবার ○ ২০ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ○ ৫ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ○ ৮ রজব ১৪৪৫ হিজরি ○ মূল্য ৮.০০ টাকা ○ ১২ পাতা Postal Regn. No. SC-20/

বহুমাত্রিক চেতনার সুর ছড়িয়ে পড়ুক : সেমন্তী ঘোষ

সংগ্রামের আহ্বানই বরাক বঙ্গের ৩০তম অধিবেশনে মূল সুর

নববার্তা প্রতিবেদন, করিমগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : বরাক বঙ্গের এই কাজ শুধু বাঙালির কল্যাণ এবং স্বার্থে নয়, বহুভাষিক ও বহুমাত্রিক চেতনা ছড়িয়ে রয়েছে এই কাজের পরতে পরতে। বরাক বঙ্গের কাজ একটি সৃজনশীলতার নাম। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম অধিবেশনের উদ্বোধন করে এই মন্তব্য করেন লেখক, গবেষক, সাংবাদিক সেমন্তী ঘোষ।

বরাক বঙ্গ নিজের কাজ আরো দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেন আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক তথা গবেষক ও ৭-এর পাতায় ☞

বরাকবঙ্গের সেমিনারে অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ব্রতী হওয়ার আহ্বান

বিভাস বর্মন

করিমগঞ্জ, ১৯ জানুয়ারি : বরাক উপত্যকা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালি একটি অন্যতম জাতি হওয়া সত্ত্বেও এদের নিরাপত্তা কিংবা স্বীকৃতি কিছুই নেই। বাঙালির জাতিসত্তা, ভাষা এবং অস্তিত্ব আজ গভীর সংকটের মুখে। গভীর আক্ষেপের সঙ্গে এ কথা জানান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা লেখক সঞ্জীব দেবলস্কর। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম দ্বি-বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শুক্রবার কালিকাপ্রসাদ স্মৃতি মঞ্চে 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালি : অস্তিত্ব, সংকট ও উত্তরণ' — শীর্ষক জাতীয় স্তরের আলোচনার বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বাঙালির অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথমেই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কবিতার একটি পংক্তি উল্লেখ করে বলেন 'কোথা হইতে আসিয়াছ গঙ্গা, মহাদেবের জটা থেকে।' বাঙালি তো ভারত মহাসাগরের ওপার থেকে কিংবা চিন দেশ থেকে আসা কোনো জাতি নয়। এরা আদি, অনাদি মানচিত্র বহির্ভূত কোনো দেশ থেকে এদের আগমন ঘটেনি। এরা ভারতীয় এবং আদি জাতি। তিনি বলেন, এই অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব ভূখণ্ডে বাঙালি তাদের ৭-এর পাতায় ☞

দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ

একের পাতার পর

লড়াইয়ে ব্রতী হওয়ার আহ্বান

জাতিবাচক পরিচয় লাভ করেছে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে। 'হাঁ, বাঙালি' অর্থাৎ পূর্ণতার মাধ্যমে। ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলের নাম আসাম নাম ধারণ করেনি। চর্যাপদের সৃজন ভূমি হিসেবে শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং ময়মনসিংহের নাম উচ্চারিত হয়েছে সেই সময়।

বাংলা আসামের মাটি থেকে উঠে আসা একটি ভাষা, এখানে কেউ পরবাসী নয়। সঞ্জীব দেবলস্কর বাঙালির আত্মপরিচয়ের পাশাপাশি সংকটের কথা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙালির ইতিহাস চাই'— উক্তিটি জোর দিয়ে উচ্চারণ করে বলেন, বাঙালিরা বৃহত্তর বঙ্গভূমি কিংবা সিলেটের উত্তরাধিকারী, কাছাড়ে বাঙালিরা উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। ভৌগোলিক ও সামাজিক দিক থেকে এই অঞ্চল প্রাচীন ও মধ্যযুগে বৃহত্তর বঙ্গ দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বঙ্গ সমতট হরিকেল ইত্যাদি পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে যেসব রাজ্য বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছিল, এই অঞ্চলটি ছিল সেসব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট কাছাড় নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকাকে তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসক উপনিবেশবাদের স্বার্থে অসমের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। তিনি আরো জানান, পারস্পরিক হিংসা, জাতিগত বিদ্বেষ, বৈরিতা এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে সাতটা রাজ্য ভাগ হয়েছে। তবে নন অসমিয়া বলতেই ফরেনার্স নয়, এ কথাও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন। বাঙালিদের স্বার্থে বরাকে প্রতিবাদী সুর গর্জে উঠলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা নির্জীব থাকায় তিনি গভীর হতাশা ব্যক্ত করেন। বাঙালির আশঙ্কা ভাষা হারানোর নয়, পায়ের নীচের মাটি হারানোর, এই আশঙ্কা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এর উত্তরণের পথ বাতলাতে গিয়ে তিনি রিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের প্রতি আরো গভীর মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাঙালি নিজের অস্তিত্ব ও উত্তরণের পথ খুঁজতে ভাষা সাহিত্যের উপর চর্চা করতে হবে। তিনি পঞ্চম শতাব্দী থেকে সাম্প্রতিককালে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় বাঙালির অস্তিত্বকে কীভাবে সংকটে ফেলার চক্রান্ত হয়েছে, এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

আলোচনা সভায় ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি জ্যোতির্ময় রায় বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতে বাঙালিরা এক অন্যতম জায়গা দখল করেছিলেন। অসমে বাঙালি হচ্ছে দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি। কিন্তু এরপরও প্রতি পদে পদে তাঁদেরে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে মেঘালয় রাজ্যের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, সেখানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেদের লড়াইয়ের দায়ভার বাঙালিদের উপর ঠেলে দেওয়া হয়। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি আজ আগ্রাসনের শিকার সর্বত্র। ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালিরা শীর্ষ স্থানে ছিল। রাজভাষা ছিল বাংলা। কারণ, সেখানকার কোষাগার বাঙালির রাজস্বে পরিপুষ্ট হত। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে ত্রিপুরার রাজা বাঙালি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে গবেষণা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু আজ বাঙালির জাতিসত্তা চরম সংকট দেখা দিয়েছে। ডিমাপুর বাঙালি সমাজের সভাপতি কমলাকান্ত পাল বলেন, বাঙালিরা আর বসে থাকলে চলবে না। লড়াই করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. মৃণালকান্তি ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় অধ্যাপক নির্মল সরকার, বজলুর রহমান খান, মনোজিনা নন্দী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক ড. সব্যসাচী রায় ও অরূপ রতন আচার্য।

বরাক বঙ্গের ৩০তম অধিবেশনে মূল সুর

লেখক ড. সেমন্তী ঘোষ। প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর বিশ্বজনীনতায় রূপান্তর ঘটে। আর সেই কাজটিই করে নিজেদের গৌরবের আসনে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মন্তব্য করলেন তিনি। শুক্রবার রাতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে তিনদিবসীয় অধিবেশনের সূচনা করেন তিনি। বলেন, বরাক উপত্যকায় এই সম্মেলনের কাজ শুধু বাংলা এবং বাঙালির জন্য নয়, সার্বিকভাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এই কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এই সম্মেলনের অনুষ্ঠানে অতীতে তার বাবাও এসেছিলেন। উল্লেখ্য, কবি শঙ্খ ঘোষের সুযোগ্যা কন্যা তিনি। মুখ্য অতিথি হিসেবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কন্যা কলকাতা বারাসাত সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. রঙিলী বিশ্বাস বলেন, করিমগঞ্জ তথা বরাকের সঙ্গে তার পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বাংলা ভাষাকে আগ্রাসন মুক্ত রাখতে বরাক বঙ্গের যে অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে, তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে কলকাতা ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. অনিন্দিতা ঘোষাল, বাংলাদেশ সিলেটের মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী নিবন্ধক মিহিরকান্তি চৌধুরি, বিহার বাঙালি সমিতির সভাপতি দিলীপ সিনহা, অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ বাঙালির সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। রাতে কালিকাপ্রসাদ মঞ্চে স্মরণিকার উন্মোচন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে অধিবেশনের মূল সুর বেঁধে দিয়েছে।

আয় বহির্ভূত সম্পত্তি ১১৪ শতাংশের অধিক

বিধায়ক সুনিশ্চিত অভিযোগ করার প্রেক্ষিতেই ছামেদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। গুয়াহাটি সরুমটোরিয়া, বেলতলা, জু রোডের মতো মূল্যবান জমিতে ছামেদের সম্পত্তি রয়েছে। লালমাটিতে ছামেদের একটি ঘরে তল্লাশি চালাতে গিয়ে দেখা যায় যে, পাশের একটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্টে তার একাই চারটি ফ্ল্যাট রয়েছে। সবটাই ভাড়ায় খাটানো হচ্ছিল।

ঘটনা হচ্ছে, ছামেদের পদমর্যাদার একজন বাস্তুকারের কাছে এত আয় বহির্ভূত সম্পত্তি থাকে, তাহলে বরাক উপত্যকায় চাকরিরত অন্যদেরও কম থাকার কথা নয়। কিন্তু তদন্ত হয় না বলে অন্যদের সম্পত্তির হিসেব প্রকাশ্যে আসছে না। এর কারণ হচ্ছে, পূর্ত বিভাগে দুর্নীতির টাকার হাতবদল হয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে। বাস্তুকার, অ্যাকাউন্ট শাখা ও ঠিকাদারদের সম্মিলিত হাত পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তা প্রকাশ্যে আসে না। কারণ, ঠিকাদাররা বিভাগের লাইসেন্সপ্রাপ্ত। যদিও এই মুহূর্তে সিএম ভিজিসি সক্রিয় হওয়ায় বরাকের তিন জেলার জেই থেকে শুরু করে শীর্ষস্তরীয় বাস্তুকারদের সম্পত্তির হিসেব করাটা সময়ের দাবি। এদিকে, বরাক উপত্যকায় পূর্ত বিভাগকে নিংড়ে নিয়ে ছামেদ আলি ৩১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অপারেট করলেও কম যান না কামরূপের সাসপেন্ড এডিসি সুকন্যা বরা। তার চাকরির বয়স মাত্র আট বছর। কিন্তু বৈধ আয় থেকে সম্পত্তি ১১৯০ শতাংশ অধিক। গুয়াহাটি, আমিনগাঁও, মরিগাঁও মিলিয়ে আটটি স্থানে তার জমি রয়েছে। মরিগাঁওয়ে একইদিনে ২৭ বিঘা জমি কিনেছেন ওই প্রাক্তন এডিসি।

অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে : হিমন্ত

19 Rvbqwi 2024, ^`wbK beevZv cm½

ভাষা নয়, বাঙালির আশঙ্কা পায়ের নীচের মাটি হারানোর : সঞ্জীব

অরূপ রতন
করিমগঞ্জ। ১৯ জানুয়ারি

বরাকবঙ্গের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন ড. সেমন্তী

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনকে নিজের কাজ আরও দূরত্বের সঙ্গে করে যাওয়ার আহ্বান জানালেন আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক তথা গবেষক ও লেখক ড. সেমন্তী ঘোষ। শুক্রবার রাতে প্রদীপ প্রজ্বলন করে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তিনি। বলেন, বরাক উপত্যকায় এই সম্মেলনের কাজ শুধু বাংলা এবং বাঙালির জন্য নয়, সার্বিকভাবে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তাই এই কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য, কবি শঙ্খ ঘোষের কন্যা তিনি।

মুখ্য অতিথি হিসেবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কন্যা কলকাতা বারাসাত সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. রঞ্জিনী বিশ্বাস বলেন, করিমগঞ্জ তথা বরাকের সঙ্গে তাঁর পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বাংলা ভাষাকে আত্মসম্মানমুক্ত রাখতে বরাক বঙ্গের যে অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে তা উল্লেখ করেন। সম্মানিত অতিথি হিসেবে কলকাতা ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. অনিন্দিতা ঘোষাল, বাংলাদেশ সিলেটের মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী নিবন্ধক মিহির কান্তি চৌধুরী, ত্রিপুরা বাঙালি সমিতির সভাপতি দিলীপ সিনহা, অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী, ড. সব্যসাচী রায়, গৌতম প্রসাদ দত্ত, বিদ্যুৎ পাল প্রমুখ বাঙালির সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। রাতে কালিকা প্রসাদ মঞ্চে স্মরণিকার উন্মোচন করা হয়।

অন্যদিকে, এদিন দুপুরে হয় আলোচনা সভা। এতে কবি জ্যোতির্ময় রায় বলেন, উত্তরপূর্ব ভারতে বাঙালিরা এক বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছেন। অসমে বাঙালি দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী। কিন্তু এরপরও প্রায় প্রতিনিয়ত নানাভাবে হেনস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। তিনি সেখানকার একটি উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ওই রাজ্যে অন্য সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের দায়ভার বাঙালিদের উপর ঠেলে দেওয়া হয়। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি আজ আগ্রাসনের শিকার। ত্রিপুরায় বাঙালিরা শীর্ষ স্থানে ছিল। রাজভাষা ছিল বাংলা। কারণ, সেখানকার কোষাগার বাঙালির রাজস্বে পরিপুষ্ট হত। কিন্তু আজ বাঙালির জাতিসত্তা চরম সংকটের সম্মুখীন।

বরাকবঙ্গের ৩০তম দ্বি-বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে শুক্রবার কালিকা প্রসাদ স্মৃতি মঞ্চে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাঙালি : অস্তিত্ব সঙ্কট ও উত্তরণ'— শীর্ষক জাতীয় স্তরের আলোচনায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি জ্যোতির্ময় রায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. মৃণাল কান্তি ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় ডিমাপুর বাঙালি সমাজের সভাপতি কমলাকান্ত পাল বলেন, বাঙালিদের আর বসে থাকলে চলবে না। দরকার হলে আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা লেখক সঞ্জীব দেবলস্কর বলেন, বরাক উপত্যকা সহ উত্তর পূর্ব ভারতে বাঙালি একটি অন্যতম জাতি হওয়া সত্ত্বেও এদের নিরাপত্তা কিংবা স্বীকৃতি কিছুই নেই। বাঙালির জাতিসত্তা, ভাষা ও অস্তিত্ব গভীর সঙ্কটে। জাতীয় স্তরের আলোচনায় তিনি বাঙালির অস্তিত্ব সম্পর্কে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর কবিতার একটি পঙক্তি উল্লেখ করে বলেন, 'কোথা হইতে আসিয়াছ গঙ্গা...... মহাদেবের জটা থেকে।' বাঙালি তো ভারত মহাসাগরের ওপার থেকে কিংবা চীন থেকে আসা জাতি নয়। এরা আদি, অনাদি। মানচিত্র বহির্ভূত কোনও দেশ থেকে এদের আগমন ঘটেনি। এরা ভারতীয় এবং আদি জাতি।

> **বাংলা অসমের মাটি থেকে উঠে আসা একটি ভাষা। এখানে কেউ পরবাসী নয়।**

১২২৮ খ্রিষ্টাব্দে এই অঞ্চলের নাম আসাম নাম ধারণ করেনি। চর্যাপদের সৃজন ভূমি হিসেবে শ্রীহট্ট, কাছাড় এবং ময়মনসিংহের নাম উচ্চারিত হয়েছে সেই সময়। বাংলা অসমের মাটি থেকে উঠে আসা একটি ভাষা। এখানে কেউ পরবাসী নয়।

তিনি বলেন, ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীহট্ট কাছাড় নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকাকে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক উপনিবেশবাদের স্বার্থে আসামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, পারস্পরিক হিংসা, জাতিগত বিদ্বেষ, বৈরিতা ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উত্তর পূর্ব ভারতে সাত রাজ্য ভাগ হয়েছে। তবে নন অসমিয়া বলতেই ফরেনার্স নয়, এ কথাও তিনি উল্লেখ করেন। বাঙালিদের স্বার্থে বরাকে প্রতিবাদের সুর গর্জে উঠলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা নিষ্ক্রিয় থাকায় তিনি গভীর হতাশা ব্যক্ত করেন। বলেন, বাঙালির আশঙ্কা ভাষা হারানোর নয়, পায়ের নিচের মাটি হারানোর।

সভায় উপস্থিত অধ্যাপক ড. নির্মল সরকার উল্লেখিত সমস্যা থেকে উত্তরণ ও সমাধান কিভাবে আসবে, তা নিয়ে সবার মতামত জানতে চান। বিষয়টি তিনি সম্মেলনে প্রস্তাবাকারে নেওয়ার আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন, বজলুর রহমান খান, ড. মনোলিনা নন্দী। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তাদের মঞ্চে আহ্বান জানান অধ্যাপক ড. সব্যসাচী রায়। সঞ্চালনা করেন অরূপ রতন আচার্য

20 Rvbqwi 2024, ^`wbK hMk•L

বরাকবঙ্গের কাজ শুধু বাংলা ও বাঙালির জন্য নয় : সেমন্তী

জাতিসত্তার লড়াই স্মরণ করে বরাকবঙ্গের অধিবেশনের সূচনা

প্রদীপ জ্বালিয়ে অধিবেশনের সূচনা করছেন লেখক-গবেষক সেমন্তী ঘোষ সহ বিশিষ্টজনেরা। শুক্রবার।

করিমগঞ্জে মিলনমেলা, তোরণ, ব্যানার-আলপনায় শৈল্পিক ছাপ

20 Rvbqwi 2024, ^`wbK mvgwqK cm½

বরাকের বাঙালিরা নিজেদের আত্মপরিচয় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে : গবেষক সেমন্তী

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

করিমগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : কমলে কামিনি-নাটিকে কাছাড় ও মণিপুর রাজ্যের যে ভাবধারার কথা রয়েছে সেটাকে নির্ভর করে বাঙালির পরিচয় ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে। আবহমান কাল থেকে এই উপত্যকার বাঙালিরা নিজেদের আত্মপরিচয় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভাষা আগ্রাসন সহ বাঙালি সত্তাকে বিনষ্ট করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে একাধিক লড়াই উপত্যকার বাঙালিরা যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটা প্রশংসনীয়। শনিবার বাঙালির জাতি পরিচয় ও সংস্কৃতির বিকাশ : স্মৃতি ও সত্তার উত্তরাধিকার শীর্ষক আলোচনায় অখণ্ড বাঙালিসত্তা রক্ষায় উপত্যকার মানুষের সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এভাবেই বক্তব্য রাখলেন লেখক গবেষক ড. সেমন্তী ঘোষ। তিনি বলেন, বাঙালি সত্ত্বা কোনও একটি বস্তু নয়। ফলে এটাও পাল্টেছে। জাতীয়তাবাদ দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে যেভাবে পাল্টে দিচ্ছে তা সবিস্তারে তুলে ধরেন তিনি। ডিমাসা রাজত্বের অবসান, রাজত্বের জন্য ব্রিটিশ কর্তৃক কাছাড়কে অসমের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রভৃতি বিষয় স্থান পায় তাঁর বক্তব্যে। উত্তরপূর্ব ভারতের সাহিত্যচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করে ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বইয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি। কবি মণিন্দ্র গুপ্তের কাছাড়ে পড়াশোনা এবং ভাষা নিয়ে সমস্যার কথাও বলেন তিনি। বলেন, ১৯৭৭ সালে অসম সাহিত্যসভায় বিশিষ্ট শিল্পী কালীদাস গুপ্ত সহ বাংলা সাহিত্যিকদের অসমিয়াদের ব্যঙ্গ করার কথা জানান। ডমিসাইল, ডিলিমিটেশন, ভূমিপুত্র, বহিরাগত প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরে বাঙালির সমস্যা নিয়ে সরব হন সেমন্তী।

আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখছেন ড. সেমন্তী ঘোষ।

বারাসাত সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক রঙিলী বিশ্বাস গণ নাট্যের সঙ্গে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের প্রসঙ্গ টেনে ধরে বলেন, ভাষার বিদ্বেষ না কমার পেছনের কারণ হল রাজনৈতিক উসকানি। অসমিয়া ভাষাকে রাজ্য ভাষা করার জন্য ১৯৬০ সালের আন্দোলনের উল্লেখ করেন তিনি। সেসময় বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন

এরপর ছয়ের পাতায়

21 Rvbqwi 2024, ^`wbK mvgwqK cm½

বরাকের বাঙালিরা নিজেদের

করতে হয়েছে উপত্যকার বাঙালিদের। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক কারণে ভাষা বিদ্বেষ কমছে না। বলেন, বাংলা ভাষার মধ্যে থাকা বিভিন্ন উপভাষার জন্য বাঙালিরা এক হতে সমস্যা হয়। অসমিয়া ভাষা সবাই বুঝতে পারে। ভাষাগত সমস্যা তাদের মধ্যে নেই।

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক অনিন্দিতা ঘোষাল বলেন, ভাষার অধিকার থাকবে কি থাকবে না এনিয়ে আজও আতঙ্কে বাঙালিরা। দেশ ভাগের সময় থেকেই বাঙালি সত্তার ভয়ের সৃষ্টি। অসমে আগেও বাঙালি ছিল আর দেশ ভাগের পরেও রয়েছে। বাঙালিদের অন্যরা সহ্য করতে পারে না এর উদাহরণ দিতে গিয়ে মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে প্রবেশের জন্য ইনার লাইন পারমিটের অবতারণা করেন। কেবল তাই নয় ওইসব স্থানে বসবাস করা বাঙালিদের বিভিন্ন সময় নানা কারণে হেনস্তার শিকার হতে হয়। আজও সেসব অঞ্চলের বাঙালিদের আতঙ্কে দিন কাটাতে হয়। নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার কারণে আজও একপ্রকার লড়াই করছেন ওইসব স্থানের বাঙালিরা। উত্তরপূর্ব ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাঙালি জাতিসত্তা রক্ষার লড়াই আজ এক বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি বলেন, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তুলনায় বরাকে সবাই ভালো আছেন।

বাংলাদেশ সিলেটের মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী নিবন্ধক মিহির কান্তি চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, বরাক আর উত্তর পূর্বের সমস্যার মধ্যে কিছুটা মিল আবার কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ১৯৫২ সালে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬১ সালে বরাকের ভাষা আন্দোলন আর ১৯৫৬ সালে বিহারের ভাষা আন্দোলনের মধ্যে অনেক যোগসাজশ আছে। বাঙালিদের প্রতি অন্য ভাষার মানুষের হিংসার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে বাঙালিরা অনেক বেশি গুণী। শিক্ষা, সংস্কৃতি সব দিক দিয়ে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের চেয়ে বাঙালিরা এগিয়ে। আর এই কারণেই বাঙালিদের বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে বিভিন্নভাবে। বাংলা ভাষার উপর আগ্রাসন চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, উত্তর পূর্বের যত বাঙালি আছেন এরা সবাই বরাক উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত। তবে বাঙালিদের একটা বিশেষ সমস্যা হচ্ছে যত সময় স্বীকৃতি না পাওয়া যায় তত সময় নিজেদের মানুষকে মেনে নিতে চায় না। অবশ্য বড় স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টাও কমে গেছে। ডিলিমিটেশন নিয়ে তিনি বলেন, অতি কৌশলে চক্রান্ত করে কিছুদিন আগে অসমে এই কাজ করা হয়েছে। এর পেছনে কেবল রাজনৈতিক অভিসন্ধি নয় বরং বাঙালিদের দুর্বল করে রাখার প্রবল ইচ্ছে কাজ করেছে।

বিহার বাঙালি সমিতির সভাপতি ক্যাপ্টেন দিলীপ সিনহা বলেন, বিহারের উদ্বাস্তু বাঙালিদের বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার বাধা দেয়। তাদের বাংলা ভাষা শেখাতে সরকার রাজি ছিল না। সেদিন বিহার বাঙালি সমিতি বাঙালিদের ভাষা রক্ষার তাগিদে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার নানা কৌশলে সেখানের বাঙালিদের মাতৃভাষা কেড়ে নিচ্ছে। আজ অবধি সেখানে বাংলা ভাষার বই ছাপা হয় না। যদিও সেই যুদ্ধ আজও চলে যাচ্ছে। কেননা, বই না থাকলে বিহারের বাঙালি ভবিষ্যত প্রজন্ম নিজেদের ভাষাকে হারিয়ে ফেলবে। তাই ভাষা রক্ষার আন্দোলন বিহারে ধারাবাহিকভাবে চলছে। এদিনের আলোচনা চক্র পরিচালনায় ছিলেন বিশ্বতোষ চৌধুরী।

বরাকবঙ্গের অধিবেশনে উদ্বোধন করা হল বিভিন্ন মঞ্চ

হিল্লোল দত্ত

করিমগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের বিভিন্ন মঞ্চ উদ্বোধন হল শুক্রবার। এদিন একাধারে বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে কালীকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ, বিএড কলেজে সুখময় দত্ত স্মৃতি মঞ্চ, সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস স্মৃতি মঞ্চ এবং টাউন হলে ত্রিগুণা সেন স্মৃতি প্রদর্শনী ও গ্রন্থ মেলার উদ্বোধন করা হয়। প্রদর্শনী ও গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিক্ষক সুশান্তকুমার পাল। অধিবেশনের উদ্বোধক গবেষক ও লেখক ড. সেমন্তী ঘোষ, মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত কলকাতা বারাসাত সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ড. রঙিলী বিশ্বাস,অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির কার্যকরী সভাপতি ড. সব্যসাচী রায়,করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য সহ অন্যরা প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

প্রদর্শনী পরিদর্শনে ড. সেমন্তী ঘোষ, ড. রঙিলী বিশ্বাস, ড. সব্যসাচী রায় সহ অন্যান্যরা।

প্রদর্শনীর আহ্বায়ক সুজয় ধর অতিথিদের কাছে প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেন। প্রদর্শনীতে দুষ্প্রাপ্য বহু নথি সহ নানাবিধ সামগ্রী রয়েছে। এই প্রদর্শনীতে করিমগঞ্জের শিল্পী সুজয় ধরের তৈরি লাতুর মালেগড়ে সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত 'মালেগড় ওয়ার মেমোরিয়াল'-এর মডেল রয়েছে। প্রস্থ ৩৫ ও দৈর্ঘ্য রয়েছে ৫৪ সেন্টিমিটার। উচ্চতা ১৩ সেন্টিমিটার। এটুকু পরিসরে মালেগড় ওয়ার মেমোরিয়ালের সবকিছু তুলে ধরেছেন শিল্পী। যার জন্য এদিন সবাই তাঁর প্রশংসা করেন। এছাড়াও প্রদর্শনীতে রয়েছে আরও অনেক কিছু। যা সবার মন কাড়তে সক্ষম হয়।

21 Rvbqwi 2024, ^`wbK mvgwqK cm½

ডিলিমিটেশনের ফলে বরাক উপত্যকার বাঙালিদের মধ্যে বিভেদের রেখা আরও দীর্ঘ হয়েছে, অভিমত

অরূপ রতন
করিমগঞ্জ। ২১ জানুয়ারি

রাজ্যের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে ১৬০০ চাকরি হয়েছে। এরমধ্যে বরাক উপত্যকা থেকে মাত্র ১৬ জন চাকরি পেয়েছেন। এটা বঞ্চনা নয় কি? রবিবার বরাকবঙ্গের ৩০তম

বরাকবঙ্গের অধিবেশনে উন্মোচিত 'সময়ের ইতিকথা'

দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে একথা বললেন সংস্থার প্রাক্তন কাছাড় জেলা সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী। তিনি বলেন, বরাকের আত্মপরিচয় হচ্ছে বাংলা। ভাষাভিত্তিক বৈষম্যের কারণেই বরাক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভোলবদল অত্যন্ত জরুরি। বলেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ জরুরি।

'সমস্যাদীর্ণ বরাক উপত্যকা : ভবিষ্যতের পথচিন্তা' শীর্ষক আলোচনায় ডিলিমিটেশনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে বদরপুর ও পাঁচগ্রামকে কাছাড়ের সঙ্গে যুক্ত করার পিছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাঙালিরা সম্মিলিতভাবে এই সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন না, ততক্ষণ এভাবেই বঞ্চনার শিকার হতে হবে। ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মাঝপথে রহস্যজনকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে বলে মন্তব্য করেন তিনি। পৃ-৭

■ সময়ের ইতিকথা উন্মোচনে অতিথিরা। রবিবার, করিমগঞ্জে।

22 Rvbqwi 2024, ^`wbK hMk•L

ডিলিমিটেশনের ফলে বরাক উপত্যকার বাঙালিদের মধ্যে বিভেদের রেখা আরও দীর্ঘ

এই ডিলিমিটেশনের ফলে বরাক উপত্যকায় বসবাসকারী বাঙালিদের মধ্যে বিভেদের রেখা আরও দীর্ঘ হয়েছে। বরাক উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নের অন্তরায় হিসাবে তিনি রাজনৈতিক নেতাদেরকেই দায়ী করেন।

বরাকবঙ্গের কেন্দ্রীয় সচিব গৌতম প্রসাদ দত্ত বলেন, ২০১৬ সালে শিলচরের বঙ্গভবনে উপত্যকার বিশিষ্টদের নিয়ে বরাকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ খোঁজতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বৈঠক থেকেও তেমন সুফল আসেনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকা বরাবরই অবহেলিত। ভূমিপুত্র ও বহিরাগত ইস্যুতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারও খর্ব করার চক্রান্ত চলছে। 'সমস্যাদীর্ণ বরাক উপত্যকা : ভবিষ্যতের পথচিন্তা' শীর্ষক আলোচনাচক্রে তিনি বলেন, বরাকের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ আঠারো বছর পর ব্রডগেজ সম্প্রসারণ হয়েছে।

জাতীয় জলপথ হিসাবে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে করিমগঞ্জ, বদরপুর, শিলচর হয়ে লক্ষীপুর পর্যন্ত জাহাজ চলার প্রস্তাব সেই তিমিরে। এই প্রকল্প কালের গর্ভে নিমজ্জিত। বরাক উপত্যকায় সরকারি বেসরকারি লগ্নির কোনও প্রভাব পড়েনি। এই উপত্যকায় যে সম্পদ রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে শিল্প স্থাপনের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লগ্নির অভাবে তা হয়ে উঠছে না। তিনি বলেন, বেকারত্বের কারণে এই উপত্যকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরা গভীর হতাশায় ভুগছেন। বরাক উপত্যকার তিন জেলার ব্যবসা বাণিজ্যও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার তুলনায় অনেক পিছিয়ে। 'বরাকের জনগণ যদি পৃথক বরাক চান তাহলে এবিষয়ে অবশ্যই ভেবে দেখা হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্য কি বরাক উপত্যকার সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়? বলে প্রশ্ন তোলেন গৌতমপ্রসাদ দত্ত।

সাংবাদিক অরিজিৎ আদিত্য বলেন, আলফা চুক্তি শুধু বরাক বা ব্রহ্মপুত্র নয়, বরং সারা উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালিদের জন্য এক অশনিসংকেত। তিনি বলেন, সরকার সব দিচ্ছে শুধু ভাষা কেড়ে নিচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ধলায় পাঁচ বাঙালি হিন্দুর হত্যার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এই ঘটনার পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা খুব বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে যে বাঙালিদের ভেতরে একটা আতঙ্ক বিরাজ করে। শুভ্রজ্যোতি চলিহার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এদের পেছনে একটা বড় শক্তি কাজ করে। ফলে এরা যখনই কোনও উৎপাত করে এরপরই একটা সরকারি সিদ্ধান্ত হয় সেটা বাঙালিদের বিপক্ষে যায়।

আইনজীবী সুব্রতকুমার পাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশভাগ থেকে শুরু করে আলফা চুক্তি পর্যন্ত দীর্ঘকাল যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে সেই সবের কারণে সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে বরাক উপত্যকা। দেশভাগের কষ্ট মাথায় নিয়ে এখানে এসে ভালোভাবে বসবাস শুরু করার আগেই ১৯৬০ সালে ভাষা আইন চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়। সেদিন বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিলেন। নিজের অধিকার আদায়ে একের পর এক আন্দোলন করতে হয়েছে উপত্যকার বাঙালিদের। এরমধ্যেই এনআরসি নামক অপর এক সমস্যা তুলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, রবিবার বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম অধিবেশনে উন্মোচিত হল কবি-সাংবাদিক মিহির দেবনাথের পঞ্চম গ্রন্থ 'সময়ের ইতিকথা'। করিমগঞ্জ বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের 'কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চে' এদিন গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন বরাকবঙ্গের কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন গল্পকার, ঔপন্যাসিক বদরুজ্জামান চৌধুরী, প্রবীণ সাংবাদিক, ভাষা সংগ্রামী, লেখক সন্তু রায়, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ড. জন্মজিৎ রায়, বিনোদলাল চক্রবর্তী, ড. সব্যসাচী রায়, অধ্যক্ষ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অসমে বাঙালিদের সাংবিধানিক অধিকার খর্বের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার বরাকবঙ্গ

৩০তম অধিবেশনের বর্ণাঢ্য সমাপ্তি করিমগঞ্জে

বিপ্লব বর্মন

করিমগঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : অসমে বাঙালিদের সাংবিধানিক অধিকার খর্বের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন। রবিবার সন্ধ্যায় সম্মেলনের তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ৩০ তম দ্বি-বার্ষিক অধিবেশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে অসমে বসবাসকারী বাঙালিদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার প্রস্তাব জোরালোভাবে গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত উল্লেখ করেন, অসমে ভূমিপুত্রদের সুরক্ষা প্রদানের নামে বাঙালিদের অধিকার খর্ব করার একটি গভীর চক্রান্ত চলছে। অথচ ভারতীয় সংবিধানে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়ের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। ১৮৭৪ সালে সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই সময় থেকে অসম

১০-এর পাতায় ☞

দুঃখিনী বরাকের বঞ্চনা আর অবহেলার কথা উঠে এল বরাক বঙ্গের আলোচনা চক্রে

নববার্তা প্রতিনিধি, করিমগঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : দুখিনী বরাকের কান্না শোনার কেউ নেই। বঞ্চনা আর অবহেলা বরাকবাসীর ভাগ্যে জুটছে। গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেন বিভিন্ন বক্তারা। রবিবার দুপুরে কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চে আয়োজিত আলোচনা সভায় আইনজীবী সুব্রতকুমার পাল বক্তব্যে বলেন, দেশভাগ থেকে শুরু করে আলফা চুক্তি পর্যন্ত দীর্ঘকাল যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছে সেইসবের কারণে সমস্যাদীর্ণ হয়েছে বরাক উপত্যকা। দেশভাগের কষ্ট মাথায় নিয়ে এখানে এসে ভালোভাবে বসবাস করা শুরু করার আগেই ১৯৬০ সালে ভাষা আইন বলবতের চেষ্টা শুরু হল। সেদিন বাঙালিরা এর বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল। এমনিভাবে নিজের অধিকার আদায়ে একের পর এক আন্দোলন করতে হয়েছে উপত্যকার বাঙালিদের। এরমধ্যেই এনআরসি নামক অপর এক সমস্যা তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এনআরসি হচ্ছে সাম্প্রতিককালের সব থেকে বড়ো বিড়ম্বনা। এই এনআরসি আদৌ সঠিক কি-না সেটা এখনো পরিষ্কার হয়নি। এরপর ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে আবার উপত্যকার বাঙালিদের সমস্যায় ফেলা হয়েছে। সুতরাং এর থেকে রক্ষা পেতে হলে আগামীদিনে বড়ো ধরনের আন্দোলনের আহ্বান জানান তিনি।

সামাজিক প্রসঙ্গ'র সম্পাদক তৈমুর রাজা চৌধুরি বলেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তবেই বরাকের উন্নয়ন সম্ভব। পূর্বে অসমিয়া ও বাঙালিদের

১০-এর পাতায় ☞

22 Rvbqwi 2024, ^`wbK beeVZv cm½

চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার বরাকবঙ্গ

বাঙালিদের ভেতরে বসবাসকারী উত্তর প্রজন্ম অসমের বাসিন্দা। এছাড়াও অন্য ভারতের বাসিন্দা যারা দেশভাগের বলি হয়ে এপারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তারাও এ দেশের বাসিন্দা, ঐতিহাসিকভাবে তারাও এ দেশের ভূমিপুত্র।

বরাক বঙ্গের আলোচনা চক্রে

দৈনিক

দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ

মিহির দেবনাথের পঞ্চম গ্রন্থ 'সময়ের ইতিকথা'র আবরন উন্মোচন

নববার্তা প্রতিবেদন, করিমগঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : এক জনগ্রাহী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোড়ক উন্মোচন হল মিহির দেবনাথের পঞ্চম গ্রন্থ 'সময়ের ইতিকথা'। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০তম অধিবেশনে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করেন বরাক বঙ্গের কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী।

করিমগঞ্জ বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনের কালিকা প্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চ এ গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করে ড. চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান জটিল সময়ে এই ধরনের বইয়ের প্রচণ্ড প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। মিহির দেবনাথকে লেখালেখি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি দিন পরমেশ্বর। জটিল এই সময়ে সমাজ সচেতন মানুষ যুদ্ধের ময়দানে। এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে তাঁর গ্রন্থে, বলেন মিহির দেবনাথ।

ভাষা সংগ্রামী, বলিষ্ঠ লেখক, সাংবাদিক সন্তু রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক, গল্পকার বদরুজ্জামান চৌধুরি, শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক ড. জন্মজিৎ রায়, গবেষক, অধ্যাপক ড. সব্যসাচী রায়, লেখক বিনোদ লাল চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ রঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সম্মিলিত প্রত্যাহ্বানে বাঙালির বঞ্চনা মোকাবিলা জরুরি, অভিমত সভায়

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সন্তু রায়। পাশে বিশিষ্টজনেরা।

করিমগঞ্জ, ২১ জানুয়ারি : বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় আইনজীবী সুব্রতকুমার পাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশভাগ থেকে শুরু করে আলফা চুক্তি পর্যন্ত নির্বাচন যে ঘটনাগুলো সংগঠিত হয়েছে সেই সবের কারণে সমস্যাদীর্ণ হয়েছে বরাক উপত্যকা। দেশভাগের কষ্ট যন্ত্রণা নিয়ে এখানে এসে ভালোভাবে বসবাস করা শুরু করার আগেই ১৯৬০ সালে ভাষা আইন লাগুর চেষ্টা শুরু হল। সেদিন বাঙালির এর বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল। এমনিভাবে নিজের অধিকার আদায়ে একের পর এক আন্দোলন করতে হয়েছে উপত্যকার বাঙালিদের। এরমধ্যেই এনআরসি নামক অপর এক সমস্যা তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এনআরসি হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের সব থেকে বড় বিড়ম্বনা। এই এনআরসি আদৌ সঠিক কিনা সেটা এখনো পরিষ্কার হয়নি। এরপর ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে আবার উপত্যকার বাঙালিদের সমস্যায় ফেলা হয়েছে। সুতরাং এর থেকে রক্ষা পেতে হলে আগামী দিনে বড় ধরনের আন্দোলনের আহ্বান জানান তিনি।

দৈনিক সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক তৈমুর রাজা চৌধুরী বলেন, আত্মপরিচয়ের অন্বেষণের মাঝেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যত পথ চিন্তার মূল রসদগুলো। সমস্যাদীর্ণ বরাক উপত্যকা : ভবিষ্যতের পথচিন্তা শীর্ষক আলোচনাচক্রে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বলেন, বরাক উপত্যকার আত্মপরিচয় হচ্ছে বাংলা ভাষা। ভাষা ভিত্তিক ঐক্যের কারণেই বরাক অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক খোল বদল অত্যন্ত জরুরি। ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে, ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তবেই বরাকের উন্নয়ন সম্ভব।

সাহিত্যিক তথা লেখক সন্তু রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

এরপর ছয়ের পাতায়

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিলচর, সোমবার ২২ জানুয়ারি, ২০২৪

সম্মিলিত প্রত্যাহ্বানে বাঙালির বঞ্চনা

আলোচনাসভায় তৈমুর রাজা চৌধুরী বলেন, পূর্বে অসমিয়া ও বাঙালিদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হতো। কিন্তু বর্তমানে তা আর হচ্ছে না। এরজন্য বরাক উপত্যকার সার্বিক উন্নয়নে এও একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে বদরপুর ও পাঁচগ্রামকে কাছাড় জেলার সঙ্গে যুক্ত করার পিছনেও গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাঙালিরা সম্মিলিতভাবে এই সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন না, ততক্ষণ এভাবেই বঞ্চনার শিকার হতে হবে। অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদ হলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বলেন, ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছিল। কিছু বিশেষ রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ জানাতে দিসপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু এর বেশি আর কিছু হয়নি। প্রতিবাদ মাঝপথে রহস্যজনকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। যারা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে দিসপুর গিয়েছিলেন, তাঁরা কী পেলেন সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে কিছুই জানালেন না। তিনি বলেন, বরাক উপত্যকায় অনেকগুলি ব্যাঙ্ক রয়েছে। অথচ ব্যাঙ্কের সিডির ৪০ শতাংশ ব্যয় সেই স্থানে হওয়ার কথা থাকলেও হয়নি। তিনি এর বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। বরাক বঞ্চনার এক জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে ১৬০০ টি চাকরি হয়েছে। এরমধ্যে বরাক উপত্যকা থেকে মাত্র ১২ জন চাকরি পেয়েছেন। তাই এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যের সব বিভেদ ভুলে একত্রে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বার্তালিপি পত্রিকার সম্পাদক তথা লেখক অরিজিৎ আদিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, বরাক উপত্যকার বাঙালি বলে আলাদা করে রাখাটা ভুল। বৃহত্তর অসম বা বৃহত্তর উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাঙালি বলে যদি এখনই ভাবা না-হয় তবে বর্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে সেটা অদূর ভবিষ্যতে এখানের বাঙালিদের সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। কেননা এই উপত্যকায় নানা সমস্যা থাকলেও উচ্ছৃঙ্খল খলিফাদের কোনও অত্যাচার সহ্য করতে হয় না। কোনও ব্যানার লাগানো হলে সেটা ছিঁড়ে ফেলা হবে না। তিনি বলেন, আলফা চুক্তি শুধু বরাক বা ব্রহ্মপুত্র নয় বরঞ্চ সারা উত্তরপূর্ব ভারতের বাঙালিদের জন্য এক অশনি সংকেত। এ প্রসঙ্গে আলফা নেতা অনুপ চেতিয়ার সঙ্গে তাঁর এক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, অনুপ চেতিয়া তাঁকে বলেছিলেন যে সম্প্রতি হওয়া ডিলিমিটেশন খিলঞ্জিয়াদের জন্য সংরক্ষণ করে দেখিয়েছে। তিনি বলেন, সরকার সব দিচ্ছে শুধু ভাষা কেড়ে নিচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ধলাতে পাঁচ বাঙালি হিন্দুর হত্যার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, এই ঘটনার পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা খুব বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে যে বাঙালিদের ভেতরে একটা আতঙ্ক বিরাজ করে। শৃঙ্খল চলিহার প্রসঙ্গ টেনে অরিজিৎবাবু বলেন, এদের পেছনে একটা বড় শক্তি কাজ করে। ফলে এরা যখনই কোনও উৎপাত করে এরপরই একটা সরকারি সিদ্ধান্ত হয় যেটা বাঙালিদের বিপক্ষে যায়। ফলে বাঙালিদের প্রতিবাদের জায়গা নেই। আশির দশকে নানা খারাপ পরিস্থিতির মুখে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা মুসলমানদের অসমিয়া বলে লিখতে হয়েছিল। সারা অসমের একটাই সমস্যা সেটা হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জনবিন্যাস। বর্তমান সময়ে অসমের সমাজে এক ওলটপালট চলছে যা হচ্ছে ভাষিক এবং হিন্দুত্ববাদি রাষ্ট্রবাদ। খিলঞ্জিয়া ধর্মের ভিত্তিতে না ভাষার ভিত্তিতে এটা আজও পরিষ্কার করেনি সরকার। ডিলিমিটেশন নিয়ে বরাকের মন্ত্রী বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন অরিজিৎবাবু।

আলোচনার শুরুতে মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরে সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত বলেন, বরাকের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ আঠারো বছর পর ব্রডগেজ সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে। কিন্তু জাতীয় জলপথ হিসাবে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে করিমগঞ্জ, বদরপুর, শিলচর হয়ে লক্ষীপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অদ্যাবধি স্বপ্নই রয়ে গেছে। এই প্রকল্প কবে বাস্তবায়ন হবে তা কালের গভীরে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার বিকাশের গতি বাড়াতে বেসরকারি লগ্নির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে এর সুফল দেখা গেছে। বরাক উপত্যকায় সরকারের বেসরকারি লগ্নির তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। এই উপত্যকায় যে সম্পদ রয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে শিল্পস্থাপনের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লগ্নির অভাবে তা হয়ে উঠছে না। পাশাপাশি আধুনিকীকরণের জন্য যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রয়োজন তাও অসম্পূর্ণ রয়েছে। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এ অঞ্চল অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বেকারত্বের কারণে এই উপত্যকার শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা গভীর হতাশায় ভুগছেন। বরাক উপত্যকার তিন জেলার ব্যবসা বাণিজ্যও ব্রহ্মপুত্র উত্যকার তুলনায় ভালো অবস্থায় নেই। বরাকের জনগণ যদি পৃথক বরাক চান তাহলে এবিষয়ে অবশ্যই ভেবে দেখা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্য কি বরাক উপত্যকার সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ? এমন প্রশ্নও তোলেন গৌতমপ্রসাদ দত্ত। বর্তমান সরকার বিকশিত বরাকের অভয় দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সরকারের এই বিকশিত বরাকের কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

২০১৬ সালে শিলচরের বঙ্গ ভবনে বরাকের বিভিন্ন মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে অর্থনৈতিক উত্তরণের পথ খোঁজতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বৈঠক থেকেও আলোর কোনও কিরণ উঁকি দেয়নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকা যথেষ্ট অবহেলার শিকার হয়েছে। ইতিমধ্যে ভূমিপুত্র ও বহিরাগত ইস্যু নিয়েও পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল অবস্থায় রয়েছে। রাজনৈতিক অধিকারের পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারও খর্ব করার চক্রান্ত চলছে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দেবদত্ত চক্রবর্তী।

করিমগঞ্জে বরাকবঙ্গের ৩০তম অধিবেশন সম্পন্ন

যুগশঙ্খ প্রতিবেদন
করিমগঞ্জ। ২২ জানুয়ারি

রাজ্যে বিদেশী নির্ধারণের জন্য অসম চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭১ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে এনআরসি নবায়ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তৈরি এনআরসির ওই তালিকাকে মান্যতা দিয়ে রিজেকশন স্লিপ প্রদানের জোরাল প্রস্তাব গ্রহণ করা হল বরাকবঙ্গের অধিবেশনে। রবিবার দ্বিবার্ষিক অধিবেশনের অন্তিম লগ্নে এছাড়াও রাজ্যের বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলোর পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জাতীয় শিক্ষা নীতি অনুযায়ী বাংলা ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ, বরাক উপত্যকায় শিল্পোদ্যোগ গড়ে তুলে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বরাকের তিন জেলায় কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে সড়ক, রেল ও জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তুলে এই অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ও বিকাশের পথ সুগম করার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতি ভবনে কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য স্মৃতি মঞ্চে বরাকবঙ্গের কর্মকর্তারা রাজ্যে বাঙালির সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তিন দিনব্যাপী দ্বি-বার্ষিক অধিবেশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে এদিন বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অসমে বাঙালির সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার পক্ষে জোরদার সওয়ালের মাধ্যমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব পেশ করে বরাকবঙ্গের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক গৌতমপ্রসাদ দত্ত জানান, রাজ্যে ভূমিপুত্রদের সুরক্ষা প্রদানের অজুহাতে বাঙালির অধিকার কেড়ে নেওয়ার গভীর চক্রান্ত চলছে। বলেন, সংবিধানে প্রতিটি জাতি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বলেন, ১৮৭৪ সালে সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ওই সময় থেকে অসমের মানচিত্রের ভেতরে বসবাসকারি উত্তর প্রজন্ম এই

বাঙালির স্বার্থে গৃহীত হল বিভিন্ন দাবি প্রস্তাব

রাজ্যের বাসিন্দা। এছাড়াও দেশভাগের বলি হয়ে যারা এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও এ দেশের বাসিন্দা। এদেশের ভূমিপুত্র।

অধিবেশনে বরাকবঙ্গের প্রস্তাবনায় রাজ্যে নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় বাঙালি বেকার যুবক-যুবতীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া শিলচরের পাশাপাশি করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় পৃথক নিযুক্তি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানানো হয়। শিলচরে নিযুক্তির জন্য পরীক্ষা দিতে গিয়ে ওই দুই জেলার চাকরি প্রার্থীদের অনেক সমস্যা পোহাতে হয়। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কলেজকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯ মে এবং ২১ জুলাই পরীক্ষার সূচির বাইরে রাখার দাবি প্রস্তাবাকারে নেওয়া হয়। এছাড়া ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনকে উদযাপন দিবস হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। করিমগঞ্জে স্বাস্থ্য সেবার উন্নতিকল্পে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি স্থান পায় প্রস্তাবনায়। প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচিত সবগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দ্বিতীয়বার বরাক বঙ্গের কেন্দ্রীয় কমিটি দায়িত্ব পাওয়া সভাপতি ড. রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে প্রকাশ্য অধিবেশনে নিজের মতামত তুলে ধরে বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকায়স্থ বলেন, বরাকের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও আজ বাঙালিরা বঞ্চিত। বাঙালি হওয়ায় 'ডি' ভোটার নোটিশ, ডিটেনশন ক্যাম্প ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়েছে। খিলঞ্জিয়ার সংজ্ঞা নির্ধারণ না করে ভূমিপুত্র নিয়ে তোড়জোড় চলছে। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল লিখিত বার্তায় জানান, বঙ্কিম মাতৃভাষার সংকট দেখা দিয়েছে বরাকের মানুষ বারবার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। ১৯৬১ থেকে ১৯৮৬ কিংবা ১৯৯৬ রাজ্যে বিজেপির শাসন অবশ্যই ছিল না। ২০১৬ সালে রাজ্যে প্রথমবার বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভাষাগত বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে একসূত্রে গাঁথার প্রয়াস শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি এও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বরাকের উন্নয়নে তৎপর রয়েছেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে উপত্যকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা জানানো হয়। অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সম্মাননা দেওয়া হয় লেখক, সাহিত্যিক সত্তু রায়কে। সুজিৎ চৌধুরী স্মৃতি সম্মাননা ভায়লিন বাদক নিভা গুপ্তকে, দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসকে ভুবনেশ্বর বাচস্পতি স্মৃতি সম্মান, আব্দুল খালেক বাঙালকে রামকুমার নন্দী স্মৃতি সম্মান, বিশ্বজ্যোতি বর্মনকে অনুরূপা বিশ্বাস স্মৃতি সম্মান, ড. তপোধীর ভট্টাচার্যকে মুজতবা আলি স্মৃতি সম্মান, নিতীশ ভট্টাচার্যকে প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী স্মৃতি সম্মান এবং দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যকে বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মানে ভূষিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মিশন রঞ্জন দাস, সত্তু রায়, নীতিশ ভট্টাচার্য, সুধীর রায়চৌধুরী, সব্যসাচী রায়, ইমাদ উদ্দিন বুলবুল, মানিক চক্রবর্তী প্রমুখ।

23 Rvbqwi 2024, ^`wbK hMk•L

পৃথিবীকে শিশুদের বাসযোগ্য করে তোলার অঙ্গীকার গ্রহণের আহ্বান

বরাকবঙ্গের অধিবেশন উপলক্ষে করিমগঞ্জে শিশুমেলা

23 Rvbqwi 2024, ^`wbK mvgwqK cm½

বাঙালির অধিকার খর্বের চক্রান্ত চলছে অসমে, বরাক বঙ্গের অধিবেশনে উঠে এল উদ্বেগ

স্টাফ রিপোর্টার, করিমগঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : অসমে ভূমিপুত্রদের সুরক্ষার অছিলায় বাঙালির অধিকার খর্বের গভীর চক্রান্ত চলছে। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ৩০ তম অধিবেশনের শেষদিনে আলোচনাসভা থেকে শুরু করে প্রকাশ্য অধিবেশনে এই উদ্বেগই বারবার উঠে এসেছে। রবিবার করিমগঞ্জে শেষ হয়েছে তিনদিনের অধিবেশন।

বাঙালিদের সাংবিধানিক অধিকার খর্বের চক্রান্ত চলছে। ভূমিপুত্রদের স্বার্থ রক্ষার নামে বাঙালিদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে অসমে। প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমন কথাই বলেছেন বরাক বঙ্গের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রসাদ দত্ত। তিনি বলেন, সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে যখন অসমে যুক্ত করার সেই ১৮৭৪ সাল থেকে আসাম মানচিত্রে বসবাসকারী উত্তর প্রজন্ম এই রাজ্যের বাসিন্দা। এমনকি অখণ্ড ভারতের বাসিন্দা যাঁরা দেশভাগের বলি হয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরাও ভূমিপুত্র। এদিনের প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, বরাকের ভাষা বাংলা হওয়ার পরও বাঙালিরা বঞ্চিত। বাঙালি হওয়ায় ডিটেনশন ক্যাম্প, ডি নোটিশ ইত্যাদি ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খিলঞ্জিয়ার সংজ্ঞা ঠিক না করে ভূমিপুত্র স্থির করা হচ্ছে। এপিএসসি পরীক্ষায় এ অঞ্চলের পড়ুয়ারা পাশ করছেন। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই উপত্যকার ছেলেমেয়েরা বলে মন্তব্য করেন কমলাক্ষ। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল লিখিত বার্তা প্রেরণ করেন। এদিনের প্রস্তাবনায় শিলচরের পাশাপাশি করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে চাকরির পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনেরও জোরদার দাবি তোলা হয়। এছাড়া আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলোকে ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯ মে ও ২১ জুলাই পরীক্ষার সূচির বাইরে রাখারও জোরালো দাবি তোলা হয়। সঙ্গে করিমগঞ্জ মেডিকাল কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি তোলা হয়।

অর্থনৈতিক পরিষদ গঠনের ওপর গুরুত্ব

এরআগে সত্তু রায়ের পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় চার আলোচক সাংবাদিক তৈমুর রাজা চৌধুরী, সুব্রত পাল, অরিজিৎ আদিত্য ও দেবদত্ত চক্রবর্তী এবং গৌতম প্রসাদ দত্তের বক্তব্যেও এই উদ্বেগের কথা উঠে এসেছে। সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক তৈমুর রাজা চৌধুরী ডিলিমিটেশনের পর বরাকে শাসক দলের নেতাদের ভূমিকা নিয়ে সংশয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বরাক উপত্যকা থেকে জিএসটি বাবদ তিন হাজার কোটি টাকা বছরে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বিনিয়োগ হয় না। তিনি অর্থনৈতিক পরিষদ গঠনের ওপরই গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, বরাক বঙ্গের দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণ হলেই একমাত্র সুরাহার পথ বের করা সম্ভব হবে। সত্তুবাবু বরাকের সমস্যা ও সংকটের কথা এখানকার সাহিত্যে উঠে না আসার বিষয়টির ওপর নজর দেওয়ার কথা বলেন। অপর আলোচক দেবদত্ত চক্রবর্তী অসাম্প্রদায়িক বাঙালি সত্তা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

এদিনের প্রকাশ্য সভায় বেশ ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা জানানো হয়। এতে অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি সম্মাননা প্রদান করা হয় বর্ষীয়ান সাংবাদিক সত্তু রায়কে। সুজিৎ চৌধুরী স্মৃতি সম্মানে ভূষিত হন সংগীত শিল্পী নিভা গুপ্ত। ভুবনেশ্বর বাচস্পতি সম্মাননা দেওয়া দীনেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাসকে। এছাড়া রামকুমার নন্দী স্মৃতি সম্মান দেওয়া হয়েছে আব্দুল খালেককে, বিশ্বজ্যোতি বর্মণকে অনুরূপা বিশ্বাস স্মৃতি সম্মান, ড. তপোধীর ভট্টাচার্যকে মুজতবা আলি, নীতিশ ভট্টাচার্যকে প্রেমেন্দ্র মোহন গোস্বামী ও দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যকে বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মাননা দেওয়া হয়।

23 Rvbqwi 2024, evZwjwc